ওঁতৎসৎ

ষট্‌ত্রিংশ ব্যাখ্যান

যাহা

ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা কালীন

ব্যাখ্যাত হয়

প্রথমাবধি ১৭৭৩ শক পর্য্যন্তের

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে

উদ্ধৃত

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত

২৫ বৈশাখ ১৭৭৬ শক

ওঁতৎসৎ

প্রথম ব্যাখ্যান

শ্লোক।

যস্যৈব মহিমা ভুবি দিবে…

যদি গভীর অরণ্য মধ্যে অক…াৎ এক অ-ট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এরূপ অনুমান হয় না যে এই অট্টালিকা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; অনন্তর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া যদি তাহার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিয়া এরূপ জনা যায়, যে এই অট্টালিকা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; ইহাতে মনুষ্যের বসতি যোগ্য সমুদয় বিষয় আছে; শয়নালয়, ভোজনালয়, রন্ধনালয় প্রভৃতি যথাক্রমে উপযুক্ত স্থানে অতি-পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এরূপ চিন্তার উদয় হয় না যে এই ভবন অতি সুখের স্থান, এবং ইহার

নির্ম্মাতা অতি নিপুণ? তদ্রূপ এই আশ্চর্য্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার অন্তঃকরণে এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান না হয় যে এই জগতের এক রচনাকর্ত্তা আছেন? এবং যখন বিজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে এই বিশ্ব অনন্ত এবং যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট, তখন কাহার মনে এরূপ বিশ্বাস না জন্মে যে জগদীশ্বর পূর্ণ জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ।

যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই পরমেশ্বরের কার্য্য বিদ্যমান দেখি যে কার্য্যের প্রত্যেক অংশ ঈশ্বরের অগণ্য জ্ঞান, আশ্চর্য্য শক্তি এবং অপরিমিত দয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জগতে এমত কোন বস্তু নাই, যে তাহাতে কোন বিশেষ কৌশল দৃষ্ট না হয়, এবং কোন বিশেষ উপকার না জন্মে। পৃথিবী; যাহা আমাদিগের গৃহস্বরূপ, আর কিঞ্চিৎ কোমল হইলে মনুষ্যের বসতি যোগ্য হইত না অথবা আর কিঞ্চিৎ কঠিন হইলে কৃষি কার্য্যাদি অনেক কর্ম্মের উপযুক্ত হইত না

জল ; যাহা আমারদিগের জীবন স্বরূপ, কিঞ্চিৎ লঘুতর হইলে আমারদিগের গ্রাহ্য হইত না, অথবা কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হইলে মনুষ্যাদির পান যোগ্য, মৎস্যাদির স্থিতি যোগ্য, এবং নৌকা চালনাদির উপযোগ্য হইত না। সূর্য্য; যিনি সকলের মূলাধার, আর কিঞ্চিৎ নিকটস্থ হইলে সমুদয় দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশি হইত, অথবা আর কিঞ্চিৎ দূরস্থ হইলে, শীত দ্বারা সমুদয় ধ্বংস পাইত। অতএব যিনি পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য এবং মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য, জলকে মৎস্যের যোগ্য এবং মৎস্যকে জলের যোগ্য, চক্ষুকে আলোকের যোগ্য এবং আলোককে চক্ষুর যোগ্য, কর্ণকে শব্দের যোগ্য এবং শব্দকে কর্ণের যোগ্য করিয়াছেন, এবং যিনি সর্ব্ব বস্তুকে পরস্পর সমঞ্জসীভূত ও প্রয়োজনানুযায়ি শৈত্য উষ্ণতাদি গুণ বিশিষ্ট করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান যে কিরূপ আশ্চর্য্য তাহা কি বাক্যেতে ব্যক্ত হয়?

পৃথিবী সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, সেই সমুদ্রের জল সূর্য্যের উত্তাপে বাস্পরূপে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে আকাশে স্থিতি করে, তাহার কিয়দংশ পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হইয়া অবনীপৃষ্ঠে পতিত হয়,এবং অবশিষ্ট ভাগ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি শীত দ্বারা ঘনীভূত হইয়া তুষার রূপে অবস্থান করে। পরন্তু এই ইহার সৌন্দর্য্য, যে পর্ব্বতস্থিত তুষার এবং বর্ষণের জল উভয়ই নদ নদীতে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই সমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, এবং তথা হইতে পূর্ব্ববৎ বাস্পরূপে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার ধরণীতে বর্ষিত বা পর্ব্বতে স্থাপিত হয় ; এই রূপ নিত্য নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া পরমেশ্বরের জলযন্ত্র দিবা রাত্রি সঞ্চালিত হইতেছে, এবং এইরূপে প্রতি দেশে প্রতি জাতি মধ্যে যাবৎকাল যথা প্রয়োজন সমভাবে বারি বিতরণ হইতেছে। হা মূঢ় মনুষ্য ! তুমি কি মনেতেও ইহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর কৌশল কল্পনা

করিতে পার যে তদ্দ্বারা পৃথিবীতে এই প্রকার সুন্দর রূপে জল পরিবেশন হইতে পারে?

পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভের নিমিত্তে অধিক দূরে দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই, আপন শরীরের কোন অংশের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেই পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। চক্ষুর্দ্বয় কি আশ্চর্য্য রূপে রচিত হইয়াছে! তাহা অতি ক্ষুদ্র হইয়াও এক কটাক্ষে অর্দ্ধ জগৎ অবলোকন করিতেছে। চক্ষুর স্বভাব এই যে আলোক দর্শন করে, কিন্তু কি পরমাশ্চর্য্য যে গর্ভস্থ বালকের চক্ষুর সহিত আলোক সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি কোন্ পুরুষ আলোকের স্বভাব জানিয়া চক্ষুর এরূপ রচনা করেন, যে তাহা ভবিষ্যতে আলোক দৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়? চক্ষুঃ অতি কোমল বস্তু, অতএব কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার বিনাশ হয়, এই আশঙ্কায় কোন্ পুরুষ তাহার এরূপ দুই কবাট করিয়া দিয়াছেন, যে

তাহারা নিমেষে নিমেষে রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নানা বিপদে রক্ষা করিতেছে? কি জানি এক চক্ষুঃ কোন এক দুর্ঘটনা দ্বারা হঠাৎ নষ্ট হয়, এই বিবেচনায় কোন্ পুরুষ মনুষ্যকে দুই নেত্রের সহিত ভূষিত করিয়াছেন? নানা দিকে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন এনিমিত্তে কোন্ পুরুষ চক্ষুর এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন যে তাহাকে ইচ্ছামাত্র সকলদিকে চালনা করা যায়? কি জানি নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়, এজন্যে কোন্ পুরুষ তাহার এরূপ কৌশল করিয়া দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাহাকে সিক্ত রাখে?

পূর্ণ জ্ঞান পরমেশ্বর অনন্ত স্বরূপ, যেহেতু তিনি অনন্ত বিশ্বের রচনা কর্ত্তা। জ্যোতির্ব্বেত্তারা নির্ণয় করিয়াছেন, যে যে অসংখ্য নক্ষত্র সকল অতি ক্ষুদ্ররূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহারদিগের প্রত্যেকে এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্য, এবং আমরা অতি নিকটস্থ তারাকে

যত দূরে স্থাপিত জ্ঞান করি, সমুদয় নক্ষত্র পরস্পর তদপেক্ষা অধিকতর দূরে স্থাপিত রহিয়াছে, এবং কত কত নক্ষত্র রূপ বৃহৎ সূর্য্য অন্য সূর্য্যকে অবিশ্রান্ত প্রদক্ষিণ করিতেছে ; অধিক কি কহিব আকাশের সীমা এবং নক্ষত্রের গণনা হইবার সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু দৃষ্টি যন্ত্র যত পরিষ্কৃত এবং উৎকৃষ্ট হইতেছে, ততই অধিক নক্ষত্র আমারদের চক্ষুর্গোচর হইতেছে। তবে আর কি প্রকারে জগতের সীমা নিরূপিত হইবে? বিশেষতঃ ইহা কি অসম্ভব, যে যে জ্ঞানদ্বারা এই এক বিশ্বের রচনা হইয়াছে, তদ্দ্বারা এবম্প্রকার কোটি কোটি জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে?

যিনি এই রূপে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করেন, তাঁহার অন্তঃকরণে পরমেশ্বরের প্রেম সঞ্চার হয়, এবং তাহার সঙ্গে যে আশ্চর্য্য মিশ্রিত একপ্রকার বিমল আনন্দের উদয় হয়, যাহা সংসারের সকল সুখ হইতে উৎকৃষ্ট, তাহা ব্রহ্মোপা-

সকের চিত্ত ব্যতীত আর কেহই অনুভব করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং ঈশ্বরো-উপাসনার ফল সেই উপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে, ভবিষ্যৎ ফলের প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান

সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। মনের বাসনা, যন্ত্রণা, আহ্লাদ, এবং শরীরের রোগ প্রভৃতি অন্যের নিকটে প্রকাশ নিমিত্তে দয়াবান্ ঈশ্বর আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দিয়াছেন। বিবেচনা করিলে বাক্য আমারদিগের কিপর্য্যন্ত সুখের নিমিত্তে হইয়াছে। মনে কত প্রকার বাসনা হইতেছে, বাগিন্দ্রিয় যদি না থাকিত তবে সেই সকল বাসনা

কেবল হস্ত পদ মুখভঙ্গিদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে অশক্ত প্রযুক্ত অনেক বাসনা অপূর্ণ থাকিত। রোগের সময়ে শরীরের ভাব চিকিৎসকের নিকটে ব্যক্ত করিতে ক্ষমতা হীন হইলে রোগের আশু প্রতীকার হইত না। যদি আত্মীয় ব্যক্তির নিকটে মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেই না পারিতাম, তবে সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার অন্য আর কি উপায় থাকিত? বাক্য থাকাতে পরস্পর কথোপকথন দ্বারা পরস্পর আত্মীয়তার বৃদ্ধি হইতেছে, বাক্য থাকাতে জ্ঞানোপার্জ্জনের সুলভ উপায় হইয়াছে, এবং প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকল অত্যল্পসময়ে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই বাক্য থাকাতে বন্ধুর নিকটে মনের আহ্লাদ এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া আহ্লাদকে দ্বিগুণ এবং দুঃখকে আর্দ্ধেক করিতে পারিতেছি। বাক্য মহদুপকারের নিমিত্তে হইয়াছে, কারণ এই বাক্য মনের সমুদয় ভাব স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে পারে; ইহার বিপরীত যে

ব্যাক্ত আপনার মনের ভাব অন্যথা রূপে প্রকাশ করে, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্য মহৎ অপকারের নিমিত্তে হয়, কারণ তাহাকে মিথ্যাবাদি জানিয়া কেহ তাহার কথাতে আর বিশ্বাস করে না এবং সেই কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণাকরে।

সেই ব্যক্তি সত্যবাদী, যিনি আপনার মনের ভাব সেই প্রকারে ব্যক্ত করেন, যে প্রকারে তিনি জানেন যে শ্রোতা গ্রহণ করিবে; নতুবা আপনার মনের ভাবের বিপরীত অর্থ শ্রোতা গ্রহণ করিবে, এমত বিবেচনা করিয়া দুই ভাবার্থ ঘটিত বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাকে মিথ্যাবাদির মধ্যে গণ্য করিতে হয়। কোন এক রাজা তাঁহার শত্রুদিগকে পরাজয় করিলে তাহারা এক দুর্গরুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে স্থিতি করিল। ইহাতে ঐ রাজা তাহারদিগকে দূতদ্বারা জানাইলেন, যে যদি তোমরা অস্ত্র হীন হইয়া দুর্গকে পরিত্যাগ কর, তবে তোমারদিগের শরীরের এক বিন্দুও রক্ত পাত

করিব না। এই কথায় জীবনের আশ্বাস পাইয়া ঐ শত্রুদল সকল অস্ত্র হীন হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিলে তাহারদিগকে রাজা ছেদন না করিয়া ভূমিতে খনন করিলেন। ইহাতে কি ঐ রাজাকে সত্যবাদি বলা যায়?

কেহ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না, যদি সেই কুকর্ম্মদ্বারা কোন দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তির ভ্রান্তি না জন্মিত, কাহারও পরধনাপহরণে বা পরদারাভিগমনে প্রবৃত্তি হইত না; যদি তাহার দ্বারা কোন দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির বিশ্বাস না থাকিত। সেই প্রকার কাহারও মিথ্যা কহিতে প্রবৃত্তি হইত না, যদি মিথ্যা কথা দ্বারা কোন দুঃখ নাশ বা সুখের আশ্বাস না হইত। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে কুকর্ম্মের দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির যে আশা সে কেবল আশামাত্র, তাহা কখন পূর্ণ হয় না। কিন্তু কুকর্ম্ম জনিত ফল যে যন্ত্রণা তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়। পরধ-

নাপহারী নিজ কুকর্ম্ম প্রকাশ ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, এবং পরদারাভিগামী নিজপরিবার নিকটে ভৎসিত, কুলটার স্বামিকৃত তাড়িত, বন্ধুদ্বারা লাঞ্ছিত, রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলে কি প্রকারে সুখী হইতে পারে? সেই প্রকার অদূরদর্শী মিথ্যাবাদী তাবৎ লোকের অবিশ্বস্ত এবং ঘৃণিত হইয়া সমূহ দুঃখে পতিত হয়। অতএব সাবধান থাকা উচিত, যেন কিঞ্চিৎ কালের সুখাশ্বাসে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইতে না হয়। সকল কুকর্ম্ম হইতে মিথ্যা কথন কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করা সুকঠিন। যেব্যক্তি একবার পরধনাপহরণ বা পরস্ত্রী গমন করিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই সকল কুকর্ম্ম গোপন রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহাতে প্রবৃত্তহইতে বাধ্য হয় না বরং তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতেই যত্ন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে বিষয়ে একবার মিথ্যাকথা কহিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বকৃত মিথ্যা কথন কুকর্ম্ম গোপন

রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার মিথ্যা কহিতে বাধ্য হয়। একবার এক বিষয়ে মিথ্যাকথা কহিয়া দ্বিতীয় বার আর সে বিষয়ে তাহার সত্য কথা কহিতে প্রবৃত্তি হয় না, কারণ সে বার সত্য কহিলেও সে মিথ্যাবাদির মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্ব দোষ স্বীকার করিয়া দ্বিতীয়বার সেই দোষ করিতে ক্ষান্ত থাকে॥

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ব্যাখ্যান

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

সুখ স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিলে সাংসারিক কোন ভয়ে ভীত হয় না। উক্ত এই শ্রুতিতে ইহা প্রাপ্ত হইতেছে, যে পরমাত্মা পরম সুখ স্বরূপ হয়েন, এবং তাঁহার উপাসনা করিলে কোন ভয় থাকে না; কিন্তু মনুষ্য সকল তাঁহার উপাসনাতে

প্রবৃত্ত না হইয়া বিষয় জন্য অনিত্য অল্প সুখে আসক্ত আছেন, এবং তৎফল নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন।

মনুষ্য মাত্রের অন্তঃকরণে এই অভিলাষ যে কেবল নিরন্তর সুখ হউক, দুঃখ যেন লেশ মাত্রও না হয়। কিন্তু ইহা তাঁহারা জানেন না, যে কেবল বিষয় দ্বারা সুখ প্রাপ্তি বা দুঃখ নিবৃত্তি কদাপি হয় না। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে কত ব্যক্তি দুর দেশে ভ্রমণ, সমুদ্র যাতায়াত ও ধন-গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের আজ্ঞাকারিত্ব ও তদাজ্ঞাপালনে কিঞ্চিৎ মাত্র ত্রুটি হইলে তিরস্কার, ইত্যাদি বহু কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ফল কালে উপস্থিত হইলে স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তর গত হইতেছে। কাহার বা বহুবিধ ধন ও নানা প্রকার ভোগের সামগ্রী সত্ত্বেও শারীরিক এমত কোন পীড়া জন্মে, যাহাতে সে ভোগকরণে অসমর্থ হইতেছে। কেহ বা ভার্য্যা বিয়োগ জন্য শোকে ব্যাকুল চিত্ত, কেহ বা পুত্র-

শোকে কাতর, কেহ বা ধন রাজ্য বিষয়ে অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি চিন্তায় ব্যাকুল, কেহ বা তাহার বিয়োগে অত্যন্ত দুঃখযুক্ত হইতেছে। এই ভার্য্যা পুত্রাদির মধ্যে যাহার মনে সন্তোষ জন্মাইতে না পারা যায়, সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ হইয়া দুঃখ দায়ক হইতেছে। এবং বিষয়ঘটিত পরস্পর ভ্রাতৃ বিরোধে কায়ক্লেশ মনস্তাপ অর্থনাশ, বরং ঐ বিবাদে অনেকের সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এবং উত্তরোত্তর যৎপরিমাণে পরিবারের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তৎ পরিমাণে এই দুঃখেরও আধিক্য হয়। পুরুষ যখন একাকী থাকে তৎকালে কেবল আপন শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ মাত্র তাহার করিতে হয়, একারণ ক্লেশের অল্পতা থাকে, পরে বিবাহ হইলে অপর এক শরীরের ভার উপস্থিত হয়, পরে পরে পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্রাদি জন্মিলে বহু শরীরের রক্ষণে যত্ন করিতে হয়, অতএব তখন পুরুষ কিরূপে সুখী হইতে পারে। আর বহু

পরিবার হইলে তাহার মধ্যে সর্ব্বদা যে সকলে সুস্থ শরীরে থাকে, এমত সম্ভব হয় না, বরং সেই পুরুষের প্রায় প্রত্যহ সায়ংকালে ও প্রাতঃ কালে বৈদ্যের সহিত পরামর্শ করিতে হয়; সুতরাং তাহারদিগের পাড়াতে অন্তঃকরণে অসুস্থতা ও তাহারদিগের ঔষধ পথ্যের নিমিত্তে অর্থ আবশ্যক হইয়া ক্লেশের কারণ হয়। এবং এই পরিবারের মধ্যে যদি কেহ মুর্খ ও দুর্দ্দান্ত হইয়া পরের অর্থাপহরণ পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তবে ঐ পুরুষের পদে পদে মনস্তাপ হয়, এবং কুকর্ম্মাধীন রাজদ্বারে তিরস্কৃত হইলে ততোধিক দুঃখ হয়। অতএব এতদ্রূপ সংসারে কোন মতেই কেবল বিষয় দ্বারা আমাদিগের নিরন্তর সুখ ও সম্পূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভব নহে, এবং যে পর্য্যন্ত এ দেহ থাকিবেক তাবৎ উপায়ান্তরও নাই। একারণ পুরুষের কর্ত্তব্য যে বিবেচনা দ্বারা সংসারের স্বরূপ জানিয়া তাহাতে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপা-

সনা করেন, যাহাতে এই সংসার আপনা হইতেই শমতা প্রাপ্ত হয়। হে পরমেশ্বর! তোমার শক্তির প্রভাবে এইরূপ কলত্র পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি পরিবারে পরিবৃত দুঃখ ময় সংসারে পতিত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি, অতএব তুমি অদ্যাপি প্রসন্ন হইয়া এ ক্লেশ হইতে উদ্ধার কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থ ব্যাখ্যান

কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।

অদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশু যদি মাতৃ ক্রোড় হইতে বিয়োজিত হইয়া অরণ্য মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত হয়, তবে তাহার জীবন রক্ষার কি সম্ভাবনা থাকে? কোন উপায় দ্বারা জীবন রক্ষা হইলেও মনুষ্যের আশ্রয় ও সংসর্গ ব্যতি-রেকে কি প্রকারে তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা লব্ধ হইতে পারে? মনুষ্য গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, গৃহস্থ দ্বারা প্রতিপালিত হয়

এবং স্বয়ং গৃহস্থ হইয়া মনুষ্য সমাজে নি-
শ্রিত হয়। জন্মকালে আমারদিগের অন্তঃ
করণে জ্ঞান এবং শক্তির যে সকল ক্ষুদ্র
অঙ্কুর রোপিত থাকে, তাহা কেবল মনু-
ষ্যেরই সাহায্য বারি সেচন দ্বারা উন্নত
হইতে পারে। পরস্পর আলাপ এবং
উপদেশ দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা
পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন
হইয়া একাকী নির্জ্জন বনবাসী হইলে
পশু গণের সহিত আমারদিগের কি প্রভেদ
থাকে? বরঞ্চ তাহারদিগের অপেক্ষাও
মনুষ্যের অধিক দুর্দ্দশা হয়; যেহেতু জন্তু গণ
স্বভাবতঃ আপনারদিগকে রক্ষা করিবার
ক্ষমতা ধারণ করে। অনেকানেক জন্তু
পৃথক্ পৃথক্ থাকিলেও অন্যের আক্রমণ
নিবারণ পূর্ব্বক আপনারদিগকে রক্ষা ক-
রিতে সমর্থ হয়। গাত্রময় লোমাবলি থা-
কাতে পশুরা শীত দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না, এবং
পৃথিবী ময় তাহারদিগের ভক্ষ্য বস্তু তৃণ
পত্রাদি থাকাতে বিস্তীর্ণ আহার অভাবে

শীর্ণ হয় না। কিন্তু মনুষ্যের এরূপ কোন স্বভাব-জাত উপায় নাই; তিনি সংসার প্রবেশ কালে বিবস্ত্র ও নিঃশক্তি থাকেন, পরে সংসার হইতেই সকল বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন। পীড়িত হইলে তিনি পরের যত্ন দ্বারা সুস্থ হয়েন, বিপদগ্রস্ত হইলে পরের সাহায্য দ্বারা মুক্ত হয়েন এবং অজ্ঞানান্ধ হইলে পরের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান চক্ষুঃলাভ করেন। এই রূপে তিনি অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়েন, এবং আপনি অন্যের উপকার করিতে প্রবৃত্ত থাকেন; যেহেতু পরমেশ্বর মনুষ্যের এপ্রকার স্বভাব করিয়াছেন, যে পরস্পর সাহায্য ব্যতিরেকে কদাপি সংসার নির্ব্বাহ হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বর কি এই নিমিত্তে আমারদিগকে প্রচুর শারীরিক শক্তি এবং আশ্চর্য্য মানসিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা আলস্যের বশীভূত থাকিয়া তাহাঁরদিগকে নিরর্থক ও নষ্ট করিব? এই নিমিত্তে কি তিনি আমারদিগের অন্তঃকরণে ভক্তি ও স্নেহের

সৃষ্টি করিয়াছেন, যে আমরা মাতা পিতার মমতাচ্ছেদ এবং কন্যাপুত্রের স্নেহ ভেদ করিয়া মনুষ্যের আলাপ একেবারে পরিত্যাগ করিব? এবং এই নিমিত্তে কি তিনি আমারদিগকে প্রণয় এবং উপকার শক্তি দান করিয়াছেন, যে আমরা বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় হইয়া বন্য পশুর সঙ্গে মিশ্রিত হইব? পরমেশ্বর বিনা প্রয়োজনে কোন পদার্থের সৃষ্টি করেন নাই, অতএব সকল বিষয়ের প্রয়োজন অবগত হইয়া সংসারের কর্ম্ম সম্পন্ন কর।

মনুষ্য স্বভাবতঃ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যের সংসর্গ করিতে অত্যন্ত অভিলাষী হয়; শিশু তাহার ধাত্রীর ক্রোড়ে গমন করিতে কি ব্যগ্র! বালক তাহার সঙ্গিগণের সঙ্গ লাভের নিমিত্ত কেমন উৎসুক! এবং বয়স্ক ব্যক্তি তাহার সমবয়স্কদিগের সঙ্গে উপবেশন করিলে কত সুখী হয়! শৈশবকালে যখন আমরা সংসারের মর্ম্ম এবং উপকা-

রের অর্থও জানিতে পারি না, তৎকালেও কত ব্যক্তি আমারদিগের প্রতি দয়ালু থাকেন, এবং মনুষ্যের সঙ্গ কি রূপ হিতকারী তাহা না জানিলেও তাহারদিগের সহিত সংসর্গ করিবার নিমিত্তে অন্তঃকরণের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবলা হয়। যিনি রোগের হস্তে পতিত হইয়াছেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় জরাগ্রস্ত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে মনুষ্যের সমাজে থাকা কি উপকার জনক। অতএব যিনি আমারদিগের নিমিত্তে এই অপূর্ব্ব সংসার সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহা আমারদিগের সুখোপযোগি অশেষ প্রকার সামগ্রী দ্বারা বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার কুশল অভিপ্রায় অবহেলন পূর্ব্বক সংসারাশ্রম হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। তাঁহার কল্যাণকর নিয়মানুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর, তৎপ্রেরিত যথোচিত সুখসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া যথা নিয়মে সম্ভোগ কর এবং তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা

বসে আর্দ্র হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর ও তাঁহার গুণ গান কর ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চম ব্যাখ্যান

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥

যখন প্রবল কামক্রোধাদি রিপু সকল বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ও হস্ত পাদাদি ইন্দ্রিয়গণকে আপনার অধীনে আনয়ন করে, তখন আমারদিগের যে কিপর্য্যন্ত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাঁহা ব্যক্ত করা সুকঠিন ।

রিপুগণের মধ্যে কেবল ক্রোধের প্রবলতা হইলে আপনার ও পরের কিপর্য্যন্ত মন্দ হয় । যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহ প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া অন্য বস্তুকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ক্রোধ সংযোগে মনুষ্য

বিকার বিশিষ্ট হইয়া অন্য লোকের অনিষ্ট করে। যেমন নানা বিধ শোভা যুক্ত বেশ ভূষাদি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া ভস্ম রাশি মাত্র হয়, তদ্রূপ ক্রোধদ্বারা মনুষ্যের গুণ সমূহ নষ্ট হইয়া তৎ পরিবর্ত্তে দোষ সমূহের অবস্থিতি হয়। ক্রোধ প্রবল হইলে আমারদিগের অনিষ্ট জন্য ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে তাহার সহকারি হয়; তখন কর্ণ হিত বাক্যকেও বিপরীত শ্রবণ করে, চক্ষুঃ পরমাত্মীয় ব্যক্তিকেও শত্রু তুল্য দেখে, বাক্য অযোগ্য কথা কথনেও প্রবৃত্ত হয়। এ প্রযুক্ত সহস্র সহস্র স্থানে দেখা যাইতেছে যে ক্রোধহেতু আত্মহিতাহিত বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রিয়তম পুত্র মিত্রাদিকেও বিনষ্ট করিতেছে, ক্রোধহেতু অতি পূজ্য মান্য পিতা মাতা গুরু প্রভৃতিকেও অপমান ও বধ করিতেছে, ক্রোধহেতু আত্ম হত্যাতেও মনুষ্যদিগের উৎসাহ হইতেছে। এই প্রকার ক্রোধরিপুতে আচ্ছন্ন হইলে বিষয় জ্ঞান, পরমজ্ঞান, ধন, জন,

মান, ভৃত্য, অমাত্য প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিযুক্ত হয়।

এই প্রকার কামেরও অধীন হইলে পিতা মাতা ভ্রাতা দারা পুত্র মিত্রাদিকে শত্রু তুল্য জ্ঞান হয়, এবং আপনার যথার্থ মঙ্গকারি লোকদিগকেও আত্মীয় বোধ হয়। যথেষ্টাচারি ব্যক্তিরা তাহার প্রিয় আলা-পের যোগ্য হয়, শিষ্ট জনের সঙ্গে সে সহবাসেও ঘৃণা করে এবং কেহ এই কামের উদ্দেশে আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও নষ্ট করিতে উদ্যত হয়।

এই কামের প্রবলতা হেতু লোভেরও প্রবলতা হয়; তখন অপব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া ধনের নিমিত্তে কোন কুকর্ম্মকে সে কুকর্ম্মই জ্ঞান করে না। ক্রমে চৌর্য্য বৃত্তি দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল কুকর্ম্ম গোপন করিবার জন্য নানাক্লেশে কাল যাপন করে; প্রকাশ হইলে রাজদণ্ডে কারাগারে রুদ্ধ বা দেশান্তরী হইয়া যাব-জ্জীবন সমূহ মনস্তাপে তাপিত হয়।

পরিপূর্ণ রূপে মোহে আচ্ছন্ন হইলে সংসারকে সার ভ্রমে অনিত্য পুত্র, মিত্র, কলত্র,বিত্ত প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্তি জন্য অত্যল্প হানিতেও সে অগাধ শোকার্ণবে মগ্ন হয়। এই মোহান্ধ ব্যক্তির অর্থ দ্বারা পরোপকার করা দূরে থাকুক, আপনার উদর ভরণীয় অন্নের নিমিত্তেও অর্থের ব্যয় করিতে সে ক্লেশ বোধ করে। সুতরাং এই ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল একেবারে নষ্ট হয়।

এই প্রকার রিপু সকলের প্রবলতা হইলে মহানিষ্টের সম্ভাবনা; ইহারদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তি হয়। এই রিপুগণের প্রথম আক্রমণ কালীনই যদি ধৈর্য্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করা যায়, তবে ইহারা সহজেই বশীভূত হয়; নতুবা উপভোগ দ্বারা ইহা-রদিগকে শান্ত করিবার মানস করিলে শান্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা অধিক বল প্রাপ্ত হয়।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

এই রিপু সকলকে এই প্রকার বশীভূত করিবার শক্তি পরমেশ্বর আমারদিগকে দিয়াছেন, পশুদিগকে তাহা দেন নাই। অতএব আমরা যদি এই সকল উপায় দ্বারা রিপু গণকে দমন না করি, তবে পশু তুল্যতা প্রাপ্ত হই। কিন্তু পরমেশ্বর আমারদিগকে এমত শক্তি দেন নাই, যে কামক্রোধাদিকে একেবারে ধ্বংস করি বরঞ্চ এই রিপু সমুদায় একেবারে বিনষ্ট হইলে সংসার নির্ব্বাহের সমূহ ব্যাঘাত হইত।

কামের অভাব হইলে সৃষ্টির লোপাপত্তি হইত। যদিও সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর স্ত্রী পুরুষের সংযোগাধীন সৃষ্টির নিয়ম না করিয়া অন্য কোন নিয়ম করিতেন তথাপি স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি তাবৎ স্নেহ জনক সম্বন্ধের অভাব হেতু লোক সমুদায়

কেবল আপনারদিগের উদর ভরণ কোন প্রকারে করিয়া সংসারের অন্য অন্য তাবৎ সুখ হইতে বঞ্চিত হইত।

ক্রোধের অভাব জন্য অমান্য করিতে কেহ ভয় করিত না, সহসা সকলেই আমারদিগের ধনাদি অপহরণ করিত, পুত্র ভৃত্য কলত্রাদি যথা নিয়মে থাকিত না, ইহাতে সংসারের কর্ম্ম কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত?

মমতার অভাব হইলে এ পৃথিবীতে আত্মীয়তারও অভাব হইত। কেহ কাহারও দুঃখে দুঃখ ভাগী বা কেহ কাহারও সুখে সুখ ভাগী হইত না, সুতরাং কেহ কাহারও উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইত না; আপনার স্ত্রী পুত্রাদিকেও ভরণ পোষণ করিতে সকলে অবহেলা করিত।

অতএব ব্রহ্মোপাসকদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কাম ক্রোধাদিকে আপনার অধীনে রাখিয়া বিচার দ্বারা যথা উপযুক্ত মত নিয়োগ করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে যত্নশীল হয়েন,

মনের চাঞ্চল্য হইলে তাহাতে পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না; অতএব যাঁহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণ করেন তাঁহারা স্বভাবতই সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন; ইহাতে ব্রহ্মোপাসক দ্বারা সাংসারিক কর্ম্ম সুনিয়মে অতি পরিপাটী রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

পরমেশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারে দুঃখের বাহুল্য হইতেছে। যদি পরমেশ্বরের নিয়মমত সংসার নির্ব্বাহ সকলে করিত, তবে এই পৃথিবী স্বর্গ তুল্য হইত। পুরুষ যদি ব্যভিচার দোষে লিপ্ত না হয় এবং স্ত্রী যদি পতিব্রতা সতী হয়, পিতা যদি তাঁহার সকল পুত্রকে স্নেহ করেন এবং পুত্রেরা যদি পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করে। এবং কেহ যদি মিত্রদ্রোহী, মিথ্যাবাদী; কৃতঘ্ন, বিশ্বাস-ঘাতক, চতুর শঠ ও পরদ্বেষী না হয়, অথচ তদ্বিপরীত গুণ বিশিষ্ট মিত্রেষ্ট কারী, সত্য-বাদী কৃতজ্ঞ, বিশ্বাসী, সরল ও শান্ত পরো-

পকারী হয়, তবে এ পৃথিবীতে আর সুখের অভাব কি থাকে। এইরূপে পরমেশ্বরে প্রীতি করা এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করা ব্রহ্মোপাসিকদিগের উপাসনা হইয়াছে, সুতরাং যদি সকলে ব্রহ্মোপাসক হয়েন, তবে এই পৃথিবী সাংসারিক সমূহ সুখের স্থান হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম ব্যাখ্যান

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

পরমেশ্বর সমুদায় জড় বস্তুর সহিত আমারদিগের কর্ণের এপ্রকার সুচারু সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে তাহারদের পরস্পর প্রতিঘাত দ্বারা স্পন্দিত বায়ু কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে শব্দ জ্ঞান হয়। বাগযন্ত্রসক-

লের এপ্রকার সুন্দর রচনা করিয়াছেন, যে তাহারদিগের সুকৌশলযুক্ত প্রতিঘাতে এ রূপ অর্থবোধক বাক্যের উৎপত্তি হইতেছে, যে তদ্দ্বারা আমরা সুখ, দুঃখ, বাসনা প্রভৃ-তি মনের ভাব অন্যের নিকটে অনায়াসে ব্যক্ত করিতেছি। এই জড়ময় জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্রের সহিত নিরাকার মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, যে তাহাতে কোন ভাবের উদয় হইবা মাত্র বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতেছি, এবং সেই জিহ্বাদির পরস্পর প্রতিঘাতের সহিত কর্ণের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ নির্ম্মিত রহিয়াছে, যে এক ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র অন্য কত ব্যক্তি তাহা অনায়াসে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। এই বাক্য থাকাতে, রোগ বা যন্ত্রণা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতেছি। আত্মীয়তা, সদালাপ, সৎ পরামর্শ, জ্ঞানোপদেশ, ইত্যাদি অশেষ সুখের হেতু সকল এই বাক্য বিনা কোথায় থাকিত? কিন্তু বর্ত্তমানের এই যৎকিঞ্চিৎ

উপকার মাত্র কি বাক্যের সমস্ত ফল ? ইহা দ্বারা পৃথিবীর প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। বায়ুর সহিত পুষ্পের সৌরভ যে প্রকার সঞ্চালিত হয়, ভাষার স্রোতে মনুষ্যের জ্ঞানও সেই প্রকার পরম্পরা আবহমান হইয়া আসিতেছে, এবং তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর জ্ঞানের উন্নতি ও তজ্জনিত বিমল সুখ লাভের আধিক্য হইতেছে। মনুষ্য শতায়ু হইলেও অন্যের উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল আপন চেষ্টা দ্বারা যে প্রমাণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তদ্দ্বারা তাঁহার আপন জীবন পালন করাই দুঃসাধ্য হয়। ইহাতে বিশ্বাধিপের বিশ্বকার্য্য বিষয়ক পদার্থ বিদ্যাদি নানা প্রকার জ্ঞান শাস্ত্র কি প্রকারে কেবল এক ব্যক্তির যত্ন দ্বারা উদ্ভাবিত হইতে পারিত? এক ব্যক্তি জলের গুণ নির্ণয় করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি বায়ুর স্বভাব নিরূপণ করিয়াছেন, অপর কোন ব্যক্তি মৃত্তিকার গুণ অবগত হইয়াছেন, এই রূপে পদার্থ

বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন ব্যক্তি সূর্য্যের দূর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা গ্রহ চন্দ্রাদির গতিবিধি নির্ণয় করিয়াছেন, অপর কেহ গ্রহণ-গণনা স্থির করিয়াছেন, এই রূপে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এবম্প্রকারে পরস্পর সাহায্য দ্বারা সমুদায় বিদ্যা উৎপন্ন ও উন্নত হইয়া ভাষার সহিত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে আমরা গ্রন্থ পাঠাদি দ্বারা অনায়াসে জ্যোতিষাদি নানা শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি, এবং নির্ম্মল ধীশক্তি সম্পন্ন সাধুগণ-প্রণীত পরমার্থ বিষয়ক সুচারু গ্রন্থ সমুদায় অধ্যয়ন করিয়া করুণাময় পরমেশ্বরের পরম পবিত্র প্রীতিরসে আর্দ্র হইতেছি। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাষা, ভূতকালকে বর্ত্তমান করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানকে ভবিষ্যৎ করিতেছে, দূরকে নিকট করিতেছে, বিদেশকেও স্বদেশ করিতেছে। অতি প্রাচীন কালে অতি দূরদেশীয় মনুষ্যের চিত্তে যে ভাবের আ-

বির্ভাব হইয়াছিল, তাহা ভাষার দ্বারা এই-ক্ষণে আমারদিগের মনে স্থাপিত হই-তেছে। ভাষা না থাকিলে কোন গ্রন্থই প্রস্তুত হইত না, কোন বিদ্যারই অনুশীলন থাকিত না, সুতরাং বিদ্যার অভাবে মনু-ষ্যের আর কি মনুষ্যত্ব থাকিত?

শব্দের বিচিত্রতা দ্বারাও অনেক উপ-কার দর্শে। বৃক্ষের দুই পত্র যেরূপ সমান নাই, এবং দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যেপ্রকার সমান নহে, দুই জন্তুর স্বর সেইরূপ স-মান হয় না। শব্দের এইরূপ বিভিন্নতা সামান্যতই সুখের কারণ; এক শব্দ অতি সুশ্রাব্য হইলেও তাহা ক্রমাগত শ্রবণ করিতে হইলে বিরক্তি বোধ হয়। এক এক মনুষ্যের স্বর এক এক প্রকার হওয়া-তে কোন ব্যক্তির শরীর দৃষ্ট না হইলেও তাঁহার স্বর শ্রবণেই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাতা দুর হইতে সন্তানের ক্রন্দন শু-নিয়া তাহাকে দুগ্ধপান করাইতে গমন ক-রেন, এবং গাবী সহস্র বৎসর মধ্য হই-

তেও স্বীয় শাবকের চীৎকার শুনিয়া তাহা-র প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু যাহাতে আমারদিগের অতি আবশ্যক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় কেবল তাহাই কি পরমেশ্বর আমারদিগকে প্রদান করিয়া ক্ষান্ত আ-ছেন? যতক্ষণ আমরা বিশেষ সুখী না হই ততক্ষণ তাঁহার করুণা আমারদিগের প্রতি নিরস্তা নহে। তিনি বিহঙ্গ সকলকে সেই প্রকার সুস্বর প্রদান করিয়াছেন, যাহা শ্রবণে চিত্ত উদাস হয়। তিনি বাক্য যন্ত্রে সেই গুণ স্থাপন করিয়াছেন, যাহা-তে মনোহর সঙ্গীত উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে উল্লাস জন্মে। এ সকল আমারদিগের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক নহে, আ-মারদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তেও সম্যক্ আবশ্যক হয় না, আমরা যে বিশেষ রূপে সুখী হই এই নিমিত্তেই করুণাপূর্ণ পরমে-শ্বর মনুষ্যাদির স্বরকে বিশিষ্ট রূপ সুখ-জনক করিয়াছেন। হে পরমেশ্বর! তুমি কোন বিষয়ে আমারদিগকে বিস্মৃত হও

নাই, আমরা যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম ব্যাখ্যান

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

পরমেশ্বর আলোকের সহিত আমারদিগের চক্ষুর এ প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং চক্ষু ও মনকে পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যে কোন দ্রব্যস্থিত আলোক চক্ষুতে পতিত হইবা মাত্র তাহা আমরা দেখিতে পাই। চক্ষু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য আর কি আছে? চক্ষু অতি ক্ষুদ্র হইয়াও এক কটাক্ষে অর্দ্ধ জগৎ অবলোকন করিতেছে। চক্ষু অতি কোমল বস্তু, কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায়

করুণাপূর্ণ পুরুষ সেই চক্ষুর্দ্বারে এরূপ দুই কবাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে তাহারা নিমেষে নিমেষে রুদ্ধ হইয়া নানা বিপদে রক্ষা করিতেছে।" কি জানি এক চক্ষু কোন এক দুর্ঘটনা দ্বারা অকস্মাৎ নষ্ট হয়, এই বিবেচনায় মনুষ্যকে তিনি দুই নেত্র প্রদান করিয়াছেন। কি জানি নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়, এ জন্য তাহাতে এমত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে। নানা দিকে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন, এ নিমিত্তে তিনি চক্ষুর এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন যে তাহাকে ইচ্ছা মাত্র নানা দিকে চালনা করা যায়। স্থান বিশেষে আলোকের ন্যূনাধিক্য হয়, এ নিমিত্তে তিমি চক্ষুর পুত্তলিকার এরূপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে অল্প আলোক সংযোগে তাহা বিস্তৃত হয়, এবং অধিক আলোক সংযোগে সংকুচিত হয়। এই অপূর্ব্ব

নিয়ম বশতঃ ছায়াতে বা অল্প আলোক বিশিষ্ট স্থানে চক্ষুর পুত্তলিকা বিস্তৃত হইয়া তদ্দ্বারা অধিক আলোক গৃহীত হয়,এবং প্রখর আলোক বিশিষ্ট স্থানে সেই পুত্তলিকা সঙ্কুচিত হইয়া তদ্দ্বারা অল্পআলোক গৃহীত হয় ; এই জন্য অল্প আলোকে সম্পূর্ণ রূপে বস্তুর অদর্শন হয় না,এবং প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কালের পূর্ণালোকেও চক্ষুর পীড়া জন্মে না। এই আশ্চর্য্য চক্ষুর্দান দ্বারা পরমেশ্বর আমারদিগের প্রতি যে কি প্রকার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন,তাহা অন্ধব্যক্তির অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবেক। সে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি কত সুদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টিসুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, কত বিষয়ের জ্ঞান লাভে অক্ষম হইয়াছে এবং ঈশ্বরের কত মহিমা সন্দর্শনে অসমর্থ রহিয়াছে। সে পরের সাহায্য বিনা পাদ মাত্রও বিক্ষেপ করিতে পারে না এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভক্ষ্য আহরণ করিতেও সমর্থ হয় না। তাহার অপেক্ষা বুদ্ধি শূন্য

পশু জন্মকেও শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কিন্তু জগদীশ্বর চক্ষুর্দান দ্বারা আমারদিগকে এ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সহস্র প্রকারে জ্ঞান ও সুখের উপায় ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। যদি এরূপ কোন স্থান থাকে, যে সে স্থানের লোকেরা আমারদিগের ন্যায় আর আর সকল ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া কেবল দৃষ্টিমাত্র বিহীন হয়, এবং যদি তাহারদিগকে জ্ঞাপন করা যায়, যে চক্ষু নামক এক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অর্দ্ধ জগৎকে এক কালীন দর্শন করিতেছি, মনোহর পুষ্পোদ্যান দৃষ্টি করিয়া প্রফুল্ল হইতেছি, নির্ভয়ে নদ নদী সমুদ্র পার হইতেছি, মহোচ্চ পর্ব্বত সকলকে পরিমাণ করিতেছি, পৃথিবীর আকৃতি ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে শক্ত হইতেছি, এবং সূর্য্য চন্দ্র ধূমকেতু প্রভৃতির দূর এবং গতি নির্ণয় করিতেছি, তবে ইহা শুনিয়া কি তাহারা বিস্ময়াপন্ন হয় না? পরন্তু সূর্য্যোদয়ের, বারি বর্ষণের বা সন্ধ্যাকালের পূর্ব্ব

লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া যদি তাহারদিগের নিকটে ব্যক্ত করা যায়, যে আর এক দণ্ড পরে সূর্য্যোদয় হইবে, বারি বর্ষণ হইবে, বা সন্ধ্যাকাল আগত হইবে, অথবা শরীরের ভাব দেখিয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণের ক্রোধ, ভয়, আহ্লাদ প্রভৃতি যদি ব্যক্ত করা যায়, তবে তাহারা আমারদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া কি অপ্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞান করে না? আমরা যে সকল হিংস্র জন্তু দ্বারা বেষ্টিত আছি, এবং যে সমস্ত অস্বাস্থ্য দায়ক দ্রব্যে আবৃত রহিয়াছি, তাহাতে চক্ষুর অভাব হইলে এ অন্ধকার ময় সংসার কি কারাগার হইতেও ক্লেশাগার হইত না? চক্ষু না থাকিলে একটি মাত্র অট্টালিকার আকৃতি ও পরিমাণ, বিশেষ রূপে নির্ণয় করিতে সমস্ত জীবন গত হইত। ইহাতে বিদ্যা প্রচার, বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্য রক্ষণ করা কি প্রকারে সম্ভব হইত? যদি পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশক বিচিত্র বিশ্ব দর্শন করিবার সামর্থ্য না থাকিত, তবে "যস্যেষ-

মহিমা ভুবি দিব্যে ” এই উপদেশানুসারে পরমেশ্বরের মহিমাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিতাম, অতএব যিনি ভূমিকে সর্ব্বকালে শ্যাম বর্ণ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, এবং বসন্ত কালে নবপল্লব যুক্ত পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্কৃত করিয়া, দর্শনেন্দ্রিয়ের সুস্থতা সম্পাদন করিতেছেন, যিনি আকাশকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমারদিগের মনোরম্য করিয়াছেন, যিনি সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া আমারদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম ব্যাখ্যান

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
এষহ্যেবানন্দযাতি।

পরমেশ্বর বিচিত্র-শক্তি, অনন্ত-জ্ঞান, এবং সকল আনন্দের অদ্বিতীয় কারণ। মনু-

য্য নানা ক্লেশে নানা উপায় দ্বারা প্রস্তরময় কোন উচ্চ অট্টালিকা বা বৃহদাকৃতি কোন সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করিলে তাঁহার শক্তি-কে আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু যাঁহর ইচ্ছা মাত্র অনায়াসে মহোচ্চ পর্ব্বত, নি-বিড় অরণ্য, এবং প্রসারিত দেশ সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে, মহা সমুদ্র সকল বিস্তারিত হইয়াছে, নদী সকল বেগবতী হইয়াছে, বায়ু অবিরত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, এবং মদমত্ত প্রকাণ্ড হস্তি প্রভৃতি কোটি কোটি বিচিত্র জন্তু সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহার কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শক্তি! কিন্তু অ-সীম ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এই সমুদয়ের অ-ধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীও এক বিন্দু মাত্র। সূর্য্য এই পৃথিবী অপেক্ষা কত লক্ষ গুণে বৃহৎ এবং কত গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এই প্রভাকরকে পৃথিবীর ন্যায় প্রবল বেগে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাতে য-খন চিন্তা করি, যে এই অপরিমেয়, আকা-শব্যাপি, অগণ্য নক্ষত্র সকল প্রত্যেকে এক

এক প্রকাণ্ড সূর্য্য, কেবল অত্যন্ত দূর প্রযুক্ত এ প্রকার ক্ষুদ্র বোধ হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা কি প্রকারে নির্দ্দেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে? বিবেচনা কর, যে পুরুষের দ্বারা এই অসীমপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলাদি প্রবল বেগে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহার শক্তি কি বিচিত্র এবং অদ্ভুত! সেই অচিন্ত্য শক্তিকে ভাবনা করিতে চিত্ত বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হইতেছে-আশ্চর্য্য সাগরে মগ্ন হইতেছে।

পরমেশ্বরের জ্ঞানও পরমাশ্চর্য্য! মনুষ্যকৃত ঘটিকা যন্ত্র, বা বাষ্পীয় নৌকা দৃষ্টি করিয়া যদি তাহার কর্ত্তার জ্ঞানকে প্রশংসা করিতে হয়, তবে অসংখ্য প্রকার অদ্ভুত কার্য্যবিশিষ্ট এই জগৎকে দৃষ্টি করিলে তাহার রচনা কর্ত্তা পরমেশ্বরের কত ধন্য বাদ করিতে হয়। যে পরিমাণে সৃষ্টির পদার্থ জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণেই আমারদিগের নিকটে ঈশ্বরের অসীম

জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমত জন্তু নাই, এমত তৃণও নাই, যে তাহাতে পরমেশ্বরের বিশেষ কৌশল দৃষ্ট না হয়। সৌর জগতের রচনা যে অচিন্ত্য জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, সেই মহৎ জ্ঞানের চিহ্ন এক ক্ষুদ্র পিপীলিকার রচনাতেও প্রত্যক্ষ হইতেছে। তেজোময় সূর্য্য হইতে দুর্ব্বল খদ্যোতিকা পর্য্যন্ত, বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র হইতে সঙ্কীর্ণ শিশিরবিন্দু পর্য্যন্ত, মহোচ্চ পর্ব্বত হইতে নীচতম গহ্বর পর্য্যন্ত, বৃহদাকার বটবৃক্ষ হইতে সূক্ষ্ম শৈবালক পর্য্যন্ত, এবং প্রকাণ্ড হস্তি হইতে ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত, সকল বস্তুতে তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের নিদর্শন সমান রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিচিত্রতা পরমেশ্বরের সৃষ্টির এক প্রধান অলঙ্কার। গমনের জন্য ভূচর জন্তুদিগকে যে পদ প্রদান করিয়াছেন তাহাই স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া তাহারদিগের গুরুতর শরীরকে অনায়াসে বহন করিতেছে। কিন্তু দুর্ব্বল পদ বিশিষ্ট পক্ষি সকল যদি কেবল পদমাত্র

বিশিষ্ট হইয়া ভূমিতেই বদ্ধ থাকিত, তবে অনায়াসে হিংস্র জন্তুদিগের গ্রাস মধ্যে পতিত হইত। এ নিমিত্তে তাহারদিগকে অতি লঘু পক্ষ প্রদান করিয়াছেন। তাহারা যদ্দ্বারা অবলীলাক্রমে বায়ু সাগরে সন্তরণ করিতে পারে, এবং এরূপ কৌশল যুক্ত পুচ্ছ দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা তাহারা আপনারদিগের গতি ক্রিয়া সুন্দররূপে বিধান করিতে পারে। জল ও মৎস্যদিগের ভার প্রায় সমান এ প্রযুক্ত তাহারদিগের সন্তরণ জন্য বিহঙ্গের ন্যায় বিস্তৃত পক্ষের প্রয়োজন নাই: অতএব তাহারদিগকে পক্ষের ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহারা জলমধ্যে অতি সহজে গমনাগমন করিতে পারে। এবং শরীর মধ্যে এরূপ এক বায়ু কোষ সংস্থাপন করিয়াছেন, যে ইচ্ছানুসারে তাহার শৈথিল্য ও সঙ্কোচন দ্বারা উর্দ্ধ্ব অধঃ গমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সর্প, কিঞ্চুলুকা প্রভৃতি যে সকল কীট বিবর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে,

তাহারদিগের গমন ক্রিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। পদ বা পক্ষযুক্ত হইলে বিবর মধ্যে যাতায়াত করা দুঃসাধ্য হইত, এ নিমিত্তে পূর্ণ জ্ঞান পরমেশ্বর তাহারদিগের দেহমধ্যে এমত শিরা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন যে তদ্দ্বারা তাহারা বিনা ক্লেশে দেহ সঞ্চালন করিতে পারে। অতএব এক গমন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে জগদীশ্বর বিচিত্র উপায় প্রস্তুত করিয়া কি বিচিত্র নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন! কোন শিল্পকার অতি অল্প স্থানে যদি অধিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, ঘটিকাকার যদি এরূপ ক্ষুদ্র ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন, যে তাহা অঙ্গুলিতে ধারণা করা যায়, তবে তাঁহার নৈপুণ্যকে আমরা কত প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। ইহাতে যিনি মহাকায় হস্তি শরীরে যে সকল হস্ত, পদ, কণ্ঠ, মুখ, রক্ত, শিরা, মাংস, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অতি ক্ষুদ্র-পিপীলিকা, ও তদপেক্ষা সহস্র গুণ সূক্ষ্ম জীবদিগকেও সেই সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদান ক

রিয়াছেন, তাহাকে কত ধন্যবাদ করা যায়। মনুষ্য অদ্য কোন কার্য্য করিলে কল্য তাহাতে ভ্রমদৃষ্টি করেন, রাজা এক দিবস যে নিয়ম স্থাপন করেন, তৎপর দিবসে তাহা রহিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, গ্রন্থকর্ত্তা প্রত্যূষে যে বিষয় লিপি বদ্ধ করেন, সন্ধ্যাকালে তাহা শোধন করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জগদীশ্বর সৃষ্টির প্রথম কালে তাবৎ ভবিষ্যৎ সময়কে দর্শন করিয়া সংসারের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের জন্য যাহাকে যে স্বভাবযুক্ত ও যে নিয়মানুগত করিয়াছিলেন, সে সেই স্বভাবযুক্ত থাকিয়া সেই নিয়মানুসারে অদ্যাপি জগতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, এবং ভবিষ্যতে কোন কালে তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই প্রথম কালের নিয়মানুসারে অদ্যাপি সূর্য্য ষষ্টি দণ্ডান্তরে উদয় হইতেছে, ঋতু সকল একাদিক্রমে পরিবর্ত্ত হইতেছে, এবং যথাক্রমে সম্বৎসরের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই

প্রথম কালের বিধানানুসারে অদ্যাপি বায়ু প্রাণির জীবন রক্ষা করিতেছে, জল, সকল জন্তুর তৃষ্ণাশান্তি করিতেছে, এবং পৃথিবী শস্য ফলাদি উৎপন্ন করিয়া যাবতীয় জন্তুকে আহার দান করিতেছে। এমত পূর্ণ জ্ঞানের তুলনা আর কোথায় আছে? অনন্ত প্রায় ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত দূর পর্য্যন্ত আমারদিগের বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয়, তত দূরেই যখন সেই অখণ্ড্য জ্ঞানের স্পষ্ট নিদর্শন দেদীপ্যমান দেখিতে পাই, তখন কি প্রকারে তাহার সীমা করা সম্ভব হইতে পারে? অতএব পরমেশ্বর অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ।

পরমেশ্বরের করুণারও পার নাই। যে সমস্ত সুখ আমারদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক নহে তাহাও যখন তিনি আমারদিগকে অপর্য্যাপ্ত বিতরণ করিয়াছেন তখন ইহা তাঁহার অপার করুণার কার্য্য ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? পরমেশ্বর এই অভিপ্রায়ে যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন; যে আমরা তদ্দারা

শরীর পোষণ করিব, এই নিমিত্ত ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহার উদ্রেক হইলে আপনা হইতেই উপযুক্ত কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হই, এবং এই উদ্দেশে দেহ মধ্যে পাকস্থলী ও অন্যান্য আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, যে ভুক্ত অন্ন জীর্ণ ও রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিবে। কেবল এই সমুদয় দ্বারাই অনায়াসে আমারদিগের শরীর পোষণ ও সুস্থতা সম্পাদন হইতে পারে, তবে অন্নের রসাস্বাদনে সুখের অনুভব কি নিমিত্তে হয়? সুগন্ধ ঘ্রাণে, মধুর স্বর শ্রবণে, সৌন্দর্য্য দর্শনে চিত্ত কি নিমিত্তে প্রফুল্ল হয়? সংসার নির্ব্বাহ জন্য বুদ্ধি চালনা আবশ্যক বটে, কিন্তু বুদ্ধি পরিচালন করিয়া সুখের উৎপত্তি কি নিমিত্তে হয়? পদার্থ বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি নদী প্রবাহ ও বারিবর্ষণের নিয়ম জানিয়া কি নিমিত্ত আহ্লাদে পূর্ণ হয়েন? জ্যোতির্ব্বেত্তা চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা ও ধূমকেতুর উদয় নির্ণয় করিয়া কি

নিমিত্তে আনন্দে মগ্ন হয়েন? শিল্প শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাণও বাষ্প যন্ত্রের রচনা করিয়া কি নিমিত্তে পুলকে পরিপূর্ণ হয়েন? দীন দুঃখিদিগের দুঃখ হরণার্থ পরোপকার করা আবশ্যক বটে, কিন্তু অন্যের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া পরোপকারী ব্যক্তি কি নিমিত্তে নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করেন? এবং উপকৃত ব্যক্তিইবা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে কি নিমিত্তে বিমল সন্তোষ অনুভব করেন? পরমেশ্বরে সমাধান করিলেই মন কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হয় বটে, কিন্তু কি নিমিত্তে পরম পবিত্র অনির্ব্বচনীয় সুখে মগ্ন হয়? এই সমুদয় প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি আমারদিগের শরীর ও মন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার করুণার পরিসীমা নাই। এইরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত সুখের প্রাচুর্য্য কেবল মনুষ্যেতেই দৃষ্ট হয় এমত নহে, সকল প্রকার জন্তুই সুখরসে সিক্ত রহিয়াছে। পশু, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেইআহার বিহার ক্রীড়াদি ক-

রত অবিশ্রান্ত সুখ সম্ভোগ করিতেছে। বসন্ত কালে যখন নানা বিধ পশুগণ প্রসন্ন মনে ক্ষেত্র মধ্যে পরম আহ্লাদ প্রকাশ পুর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত নৃত্য করে, বিহঙ্গ সকল স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া বায়ু সাগরে ক্রীড়া করত মধুর স্বরে মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে, এবং মধুমক্ষিকা সকল বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া মধুপানে নিয়ত নিমগ্ন থাকে, তখন এই ধরণীকে সুখের ধাম ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?

ইহ লোকে কোন বন্ধুর নিকট প্রার্থনা করিয়া কোন উপকার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, ইহাতে যে পরমেশ্বর বিনা প্রার্থনাতে নানা প্রকার আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া ও তাঁহার প্রতি প্রীতি না করা কত অপরাধের হেতু!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম ব্যাখ্যান

একোবশীসর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

যিনি সকলের নিয়ন্তা ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিনি এক মাত্র। যখন বায়ু সেবন ব্যতীত নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন হয় না, যখন জল ব্যতীত আমারদিগের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, যখন অগ্নি ব্যতীত পৃথিবীতে উত্তাপ প্রাপ্তে হওয়া যায় না, এবং যখন ইহার এক বিষয়ের অন্যথা হইলে আমারদিগের শরীর রক্ষা পায় না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যিনি আমারদিগের জীবন দাতা তিনিই আমারদিগের প্রয়োজন অনুসারে জল বায়ু অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন। পরন্তু যখন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, এই সমুদায় বায়ু ব্যতিরেকে এক নিমেষ কালও জীবিত থাকিতে পারে না যখন সেই বৃক্ষাদি মৃত্তিকা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যখন জল বিনা মৎস্যাদি জল জন্তু প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, তখন বায়ু জলাদি-

জড় পদার্থে এবং পশু পক্ষি মৎস্য বৃক্ষলতাদি প্রাণি পদার্থে এক পরম পুরুষের রচনাশক্তির স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয় কি না ? বায়ু দ্বারা কেবল আমরা প্রাণ ধারণ করিতেছি এমত নহে, তদ্দ্বারা আমারদিগের বাক্যের উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু যদি দন্ত রসনাদি বাক্য-যন্ত্র না থাকিত, তবে বায়ুর সে শক্তি দ্বারা কোন ফলোদয় হইত না। কিন্তু বাগ্‌যন্ত্র থাকিলেও স্মরণ, চিন্তা, উদ্বোধ; কল্পনা প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম ব্যতিরেকেই কি প্রকারে ভাষার উৎপত্তি হইতে পারিত ? অতএব বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থের কারণ যিনি, তিনিই কে আমারদিগের শরীরের নির্ম্মাণ কর্ত্তা ও মনেরও রচনা কর্ত্তা ! এই পরম তত্ত্বে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংশয় হইতে পারে ! যখন জন্তুদিগের মনের সহিত শরীরের এপ্রকার সংযোগ দেখিতেছি, যে মনের প্রবৃত্তিমাত্র অঙ্গ সকল তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, ক্রোধের উদয় হইলে যখন তাহারা

আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হয়, স্নেহের উদ্রেক হইলে যখন অঙ্গ স্পর্শাদি দ্বারা সন্তানকে লালন করিতে অনুরক্ত হয়, এবং যখন শব্দের সহিত কর্ণের, রূপের সহিত চক্ষুর, গন্ধের সহিত নাসিকার, স্পর্শের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের, এবং রসের সহিত জিহ্বাদির এ প্রকার সম্বন্ধ দেখিতেছি, যে বিষয় বা ইন্দ্রিয়, ইহার একের অভাবে অন্যের বিফলতা হয়, তখন কাহার মনে এ সিদ্ধান্ত উপস্থিত না হয়; যে চরাচর সমুদায় জগৎ এক আশ্চর্য্য যন্ত্র স্বরূপ, এবং এক মাত্র পরম পুরুষ তাহার অদ্বিতীয় যন্ত্রী। যিনি দেখিয়াছেন, পক্ষিগণ কি প্রকারে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, ডিম্ব সকল প্রসব করিয়া কিরূপ যত্নে স্থাপন করে, তাহা স্ফোটন করিবার জন্য কি প্রকারে উত্তাপ প্রদান করে, ডিম্ব স্ফোটিত হইলে শাবকদিগের প্রতি কিরূপ স্নেহ প্রকাশ করে, সেই স্নেহ অনুসারে কিরূপে তাহারদিগকে আহারাদি প্রদান করে, এবং কিরূপে তাহার

দিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করে, তিনি তাহারদিগের মনের বৃত্তি ও শরীরের স্বভাব এক মাত্র অদ্বিতীয় পুরুষের কৃত জানিয়া তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে দৃঢ় নির্ভর করেন। পৃথিবীর প্রত্যেক অংশে এক জগৎ কর্ত্তারই কার্য্যের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কালে কালে নূতন দেশ সকল প্রকাশ হইয়াছে, নূতন জন্তু সকল দৃষ্ট হইয়াছে, নূতন বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন বস্তুর এ প্রকার নূতন স্বভাব,- নূতন নিয়ম, বা নূতন গুণ প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে তাহাতে বোধ হইতে পারে, আমরা দ্বিতীয় এক ঈশ্বরের অধিকারে আগমন করিয়াছি। এক বায়ু সকল স্থানের জীবকে স্নিগ্ধ করিতেছে, এক জল সকল দেশের জন্তুর তৃষ্ণাশান্তি করিতেছে, এক সূর্য্য সকল রাজ্যের শীত উষ্ণতা বিধান করিতেছে। সকল স্থানের জন্তু এক প্রকার নিয়মের অধীন রহিয়াছে; আহার দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, নিদ্রা দ্বারা

বিশ্রাম করে এবং স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগ দ্বারা স্বজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পরিপাকের নিয়ম, রক্ত সঞ্চালনের নিয়ম, শরীর পুষ্টির নিয়ম, দর্শন শ্রবণাদির নিয়ম সর্ব্বত্র তুল্যরূপ দৃষ্ট হইতেছে। সকল স্থানের মৃত্তিকারই এইরূপ গুণ দেখিতেছি যে তাহাতে বৃক্ষ, লতা, তৃণাদি উৎপন্ন হইয়া জীবদিগের যথোপযুক্ত উপকার করিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুর প্রকাশ, মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ, সেই রসের প্রতি শাখা পর্য্যন্ত সঞ্চলন ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধীয় নিয়মের অন্যথা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর কেবল আমারদিগের এই এক পৃথিবীরই ঈশ্বর নহেন, গ্রহ, চন্দ্র, নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমুদায় জগতের ঈশ্বর। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকার সহিত পুষ্প-পরমাণুর সম্বন্ধ বিশেষ থাকাতে যেরূপ তাহার গন্ধ অনুভূত হয়, সেইরূপ চক্ষুর সহিত আলোকের সম্বন্ধ বিশেষ নিরূপিত থাকাতে.

সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি সমুদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যিনি আমারদিগের ঘ্রাণ শক্তির স্রষ্টা, তিনিই যে গন্ধবান্ পুষ্পাদির সৃজন কর্ত্তা ইহার প্রতি যেরূপ কোন সংশয় হয় না, সেই রূপ যিনি আমারদিগের দৃষ্টি শক্তির কারণ, তিনিই যে সূর্য্য চন্দ্রাদি সমুদায় দৃশ্য বস্তুর সৃষ্টি কর্ত্তা ইহার প্রতি কি প্রকারে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? বিশেষতঃ যখন সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে এক খণ্ড প্রস্তর হস্ত হইতে স্খলিত হইলে যে আকর্ষণ দ্বারা ভূমিতে পতিত হয়, সেই আকর্ষণ শক্তি দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া গ্রহ, চন্দ্র, ধূমকেতু প্রভৃতি আকাশ পথে ধাবমান হইতেছে, এবং অতীব দূরবর্ত্তি নক্ষত্র সকলও যখন সেই নিয়মের অনুগামি দৃষ্ট হইয়াছে, তখন কি প্রকারে এ চিন্তা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায়, যে এক মাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কর্ত্তা, এবং সেই এক মাত্র পুরুষের নিয়ম-

দ্বারাই সমস্ত বিশ্ব-রাজ্য পরিপালিত হই-তেছে। কি আনন্দের বিষয়! যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমার প্রভু তিনি সমুদয় জগতেরই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সকলের প্রভু।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ ব্যাখ্যান

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং॥

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা এবং পরম ঈশ্বর হয়েন। পরমেশ্বর আমারদিগকে কেবল পিতার ন্যায় স্নেহ করেন না, তিনি ন্যায়বান্ রাজার ন্যায় আমারদিগকে পূর্ণ বিচারের সহিত পালন করেন। তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্তে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারে যিনি কার্য্য করেন, তিনি তাহার পুরস্কার

আনন্দ লাভ করেন; এবং যিনি তাহার বিপরীত ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিফল দুঃখ তিনি প্রাপ্ত হয়েন। ভূমিষ্ঠ কালে মনুষ্য সংপূর্ণ বল হীন এবং আশ্রয় বিহীন কিন্তু তাহার শরীর মধ্যে এবং মনোমধ্যে যে সকল শক্তির বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে তিনি এ পৃথিবীর রাজা হয়েন। জগদীশ্বর মনুষ্যকে যে সকল শক্তির সহিত বিভূষিত করিয়াছেন, তাহার সঞ্চালন জন্য নানা প্রকার উপযুক্ত বস্তুও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উর্ব্বরা ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার কর্ষণ দ্বারা আহার্য্য ব্যবহার্য্য নানা দ্রব্য উৎপন্ন হয়। নদী ও সমুদ্র সমুদায় বিস্তার করিয়াছেন, যাহাতে তরণি সকল ভাসমান করিয়া পদ ব্রজের শ্রান্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ও দূর দেশকে নিকট করা যায়। অরণ্য সমূহ প্রসারিত করিয়াছেন, যথা ইহাতে কাষ্ঠ প্রভৃতি লাভ করিয়া নানা প্রযোজন সিদ্ধ করা যায়. এবং আবশ্যক

হইলে তাহা ছেদন করিয়া নগর রাজধানী-ও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। এইরূপ সহস্র সহস্র বস্তু দ্বারা প্রকাশ্যরূপে কতক বা গূঢ়রূপে এই পৃথিবীকে পূর্ণা করিয়া জগদীশ্বর সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে কায়মনে পরিশ্রম দ্বারা আমরা আপনারদিগের জীবন পালন এবং সুখস্বচ্ছন্দতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি করিব। যাঁহারা এই পরম তাৎপর্য্যকে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জ্ঞান চর্চ্চা এবং কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শরীর মন নিযুক্ত করেন, তাঁহারা তৎফল জ্ঞান, মান, ধন যশ উপার্জ্জন করিয়া সুখি হয়েন, এবং যাঁহারা এই নিয়মকে অবহেলা করিয়া আলস্যেতে জীবন ক্ষেপ করেন, তাঁহারা তাহার শাস্তি দরিদ্রতা ও মূর্খতা দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন। আমারদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে পরমেশ্বর এই মনোহর নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যে উৎসাহের সহিত উপযুক্ত রূপে শরীর মন চালনা

করিলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ শরীরের সুস্থতা ও মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি তাহারদিগকে নিয়মানুসারে ব্যবহার না করে, সে ব্যক্তি সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন জন্য শাস্তি স্বরূপ শরীরগত পীড়া ও মনোগত গ্লানি ভোগ করে। ইহা সত্য যে অনেক ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্, ধার্ম্মিক হইয়াও অন্নাভাবে শীর্ণ হয়েন অথচ অনেকে পাপিরূপে খ্যাত হইয়াও অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করে। কিন্তু বিবেচনা করিলে ইহাও পরমেশ্বরের অখণ্ড্য বিচারের কদাপি অন্যথা নহে। মনুষ্য পৃথক্ পৃথক্ শারীরিক ও মানসিক নিয়মের অধীন রহিয়াছেন, এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড বা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এক নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি কদাপি অন্য নিয়ম পালন দ্বারা অন্যথা হয় না, এবং এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য

নিয়ম লঙ্ঘনের দ্বারা অপ্রাপ্ত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বর রোগের শান্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা কদাপি হিংসার যাতনা নষ্ট হয় না।° ঋষিতুল্য হইয়াও যদি মৃত্যুযোগ্য বিষ পান করেন, তথাপি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ জন্য অবশ্য তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। এবং মিথ্যাবাদী অপহারী ব্যক্তি তাহার কুকর্ম্ম জন্য আন্তরিক যাতনা ভোগ করুক, সকল লোকের অপ্রিয় হউক, কারাগারেই বা বদ্ধ থাকুক, তথাপি সেই পাপ জন্য কোন শারীরিক রোগ তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। লম্পট ব্যক্তি তাহার কুচরিত্র জন্য আপনার প্রতি গ্লানি বোধ করুক, ভদ্র সমাজে মানভ্রষ্ট হউক, রাজদ্বারে তিরস্কারই ভোগ করুক, তথাপি সে যদি নৈপুণ্য ও পরিশ্রম দ্বারা বাণিজ্য কর্ম্ম সমাধা করে, তবে সে পরমেশ্বরের তদ্বিষয়ক নিয়মানুগত কর্ম্ম করাতে অবশ্য ধনভাগী হইতে পারে।

ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যবান্ পুরুষ পরব্রহ্মকে সমাধি করিয়া নির্ম্মলানন্দ অনুভব করুন, সত্য ব্যবহার দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখুন, তথাপি ক্ষুধা কালে উপযুক্ত অন্নাহার না করিলে অবশ্য ক্লিষ্ট হইবেন। অতএব পরমেশ্বরের পূর্ণ বিচারের খণ্ডন কদাপি হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ নিয়ম ক্রমে কার্য্য করে, তাহার প্রতি তিনি তদনুরূপ শুভাশুভ ফল অবশ্য বিধান করেন। যে কোন দুঃখ আমরা প্রাপ্ত হই সে কেবল অপরাধের ফল কিন্তু সে দণ্ডও তিনি আমারদিগের প্রতি বিধান করিতেন না, যদি সেই শাসনের দ্বারা আমারদিগের মঙ্গল না হইত। তিনি কেবল এই নিমিত্তে অনিয়মিত কর্ম্মের দণ্ড করেন, যে সেই শাস্তির ক্লেশ জ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতীকার জন্য যত্নবান্ হই, এবং দুঃখ ভয়ে পুনর্ব্বার তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া সুখি থাকি। আমারদিগের দুঃখ প্রতীকারের কারণ যদি তাঁ-

হার শাস্তি না হইত, তবে তিনি আমার-দিগের প্রতি তাহা কদাপি নিরর্থক বিধান করিতেন না। অতএব যদি ইহলোকে সুখের ইচ্ছা কর, এবং পরলোকে কৃতার্থ হইবার অভিলাষ রাখ, তবে তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে সযত্ন হও, যিনি সকলের বিধাতা, সকলের সুখ দাতা, এবং সম্পূর্ণ ন্যায়বান্ হইয়া অভ্রান্ত বিচারানুসারে সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে সকলের প্রতি উপযুক্ত রূপে সুখ দুঃখ বিতরণ করেন।

ওঁএকমেবাদ্বিতীযং

দ্বাদশ ব্যাখ্যান

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন।

সত্য, তপস্যা, ও সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মা লব্ধ হয়েন।

তাঁহার তপস্যা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করা এবং তাঁহার সেই পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপে

প্রীতি পূর্ব্বক আপনার মনকে সম্পূর্ণ করা এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা তাঁহার মুখ্য উপাসনা হইয়াছে। যাঁহা হইতে আমরা তাবৎ আনন্দ লাভ করিতেছি, আর যিনি তাবৎ পৃথিবীকে আমারদিগের নিমিত্তে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণা করিয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষণেকের নিমিত্তে স্মরণ করা আমারদিগের মধ্যে অনেকে ভার বোধ করেন। যথার্থ বিবেচনা করিলে পরমেশ্বরের উপাসনা কোন ভার নহে। যখন সুগন্ধি রূপলাবণ্য বিশিষ্ট কোন মনোহর পুষ্প নিজ হস্তে রাখিয়া তাহার স্রষ্টার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারণ করি, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য রক্তিমবর্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আহ্লাদ জনক কিরণ সকলকে শিশিরশিক্ত দূর্ব্বাময় ক্ষেত্রোপরি বিস্তীর্ণ করিতে থাকেন, তখন যদ্যপি মনের সহিত কহি যে হা ঈশ্বরের কি বিচিত্র শক্তি ! তখনই তাঁহার উপা-

সনা হয়। যাহার তুষারাবৃত শৃঙ্গগগণ স্পর্শ করিয়াছে এমত কোন বৃহৎ ও উচ্চ পর্ব্বত দর্শন করিয়া মন তাহার ন্যায় উচ্চ হইয়া যখন জগদীশ্বরের মহিমা কী-র্ত্তন করে, তখনই তাঁহারি উপাসনা হয়। প্রখর ক্ষুধার পর আহার কালীন প্র-ত্যেক গ্রাসে শরীর যখন তৃপ্ত হইতে থাকে সেই সময়ে পরমেশ্বরের নিকটে স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই তাঁহার উপাসনা হয়। পরমেশ্বরের উপাসনায় যে কি সুখ, তাহা যিনি যথার্থ রূপে উ-পাসনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন। ঈশ্ব-রের শক্তি ও করুণার চিহ্ন চতুর্দ্দিকে দে-খিয়া যাঁহার চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কৃত-জ্ঞতারসে মগ্ন হয়, তিনিই জানেন যে ব্র-হ্মোপাসনার কি সুখ। এতদ্রূপ উপা-সকের চিত্ত হইতে আনন্দের উৎস ক্র-মাগত উৎসারিত হইতে থাকে, সে আনন্দ কোন প্রকারে ক্ষীণ হয় না। যদিও কোন ধন গর্ব্বিত ব্যক্তি, তাঁহাকে অনাদর

করেন, তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না। যিনি সকল সম্রাটের সম্রাট যাঁহার পদ তলে পৃথ্বীস্থ প্রতাপান্বিত ভূপতিদিগের এবং স্বর্গস্থিত মহিমান্বিত দেবতাদিগের শোভনতম মুকুট নত হইয়া রহিয়াছে, তিনি তাঁহার বন্ধু, অতএব তিনি ক্ষুদ্র ধনির ক্ষুদ্র দর্পের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কেন করিবেন? সমূহ দুঃখ দ্বারা আবৃত হইলেও যথার্থ ব্রহ্মোপাসক তাঁহার প্রিয়তমের স্নেহবাসে সন্তোষ থাকেন।

যে প্রেমাস্পদ পরম পুরুষ এতদ্রূপ নিয়ম সকলের মধ্যে আমারদিগকে স্থাপিত করিয়াছেন, যাহা প্রতিপালন করিলে সুখের আর সীমা থাকে না; আর যিনি পৃথিবীস্থ তাবৎ সুখ প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, যিনি আমারদিগের মনে এমত আশা গাঢ় রূপে স্থাপিত করিয়াছেন যে ঐলোক অপেক্ষা অন্য অন্য লোকে অধিক আনন্দ লব্ধ করিতে পারিব, হা! তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য

কর্ম্ম হইল না, আর যিনি ইহলোকে অল্প উপকার করেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল। বন্ধুর প্রতি যদি প্রীতি প্রকাশ না করা উচিত হয় না, পিতার প্রতি যদি ভক্তি না করা উচিত হয়না, এবং পাতার প্রতি যদি কৃতজ্ঞতা না করা উচিত হয় না, তবে যিনি আমারদিগের এককালে পিতা, পাতা, ও বন্ধু হয়েন, তাঁহাকে দিন দিন বিস্মৃত হইয়া থাকা কি উচিত হইল?

ব্রহ্মোপাসনার এক অঙ্গ তাঁহার প্রতি প্রীতি, আর এক অঙ্গ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। প্রথম অঙ্গ যথার্থরূপে সম্পন্ন হইলে অপরাঙ্গ আপনা হইতেই উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়। যাঁহার সর্ব্বমঙ্গলালয় পরম পবিত্র পরমাত্মাতে নিষ্ঠা আছে—যিনি জানেন যে পৃথিবীর আমোদ স্থায়ী নহে, যিনি সংসারকে অনিত্য জানিয়া কেবল পরমেশ্বরকে নিত্য জ্ঞান করেন, এবং যিনি আপনার সন্নিকৃট ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ

প্রত্যক্ষ দেখেন, তিনি কখন পাপ মোহে মুগ্ধ হয়েন না, তিনি কখন পাপের বিষ পূরিত মধুরাবৃত কোমল স্বরে প্রবঞ্চিত হয়েন না—তিনি তাঁহার কর্ম্ম ও বাক্য ও মন প্রত্যেক ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন।

অলীক সুখাসক্ত যুবকেরা কহেন যে মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থা ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে, আর যৌবনাবস্থা কেবল আমোদ প্রমোদের নিমিত্তে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে ইন্দ্রিয় সকল যখন নিস্তেজ হয়, ও মনের বৃত্তি সকল যখন দুর্ব্বল হয়, এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হইবার আর বড় অপেক্ষা থাকে না, তখন সম্যক্ রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি সম্ভাবনা? হে পরমাত্মন্! যে বিষমকালে রিপু সকল সম্পূর্ণ রূপে প্রবল ও তেজস্বি হয়, যে কালে, সকল রিপুর প্রধান হইয়া কাম রিপু প্রচণ্ড জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তাবৎ শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে, সেই কালে যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অবলম্বন

করিয়া এবং মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া তোমার নিয়ম প্রতিপালন করে, সেই সাধু যুবা, সেই ব্যক্তিই ধন্য। হা! এমত ব্যক্তি কোথায় যিনি যৌবনের প্রারম্ভে কহিতে পারেন যে আমার খ্যাতি কেবল ধর্ম্মপথে যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, আর এমত ব্যক্তি কোথায় যিনি এই বাক্য চির কাল পালন করিতে পারেন? যদ্যপি এমত ব্যক্তি কেহ থাকেন তবে তিনিই সাধু আর তিনিই ধন্য।

অলীক সুখাসক্ত যুবকেরা ব্রহ্ম পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বোধ করে, কারণ তাঁহারদিগের ন্যায় কুৎসিত আমোদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। এতদ্রূপ যুবকেরা জ্ঞাত নহেন যে যে আনন্দ অনেক ব্যয়ে ও নানা কষ্টে তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, তদপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির বদনে সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে—তাঁহারা জ্ঞাত নহেন যে বহু মূল্য ইন্দ্রিয় সুখদ দ্রব্য সে

বাতে যৎকিঞ্চিৎ যে অস্থায়ি আমোদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার পরিবর্ত্তে স্থায়ী ও অনায়াস লভ্য আমোদ সামান্য বস্তু মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের সামান্য সৃষ্টি দেখিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ যে পুণ্যেতে সুখ সঞ্চয় হয় কি না? পরীক্ষা করাতে কোন হানি নাই; পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে যে পুণ্যের কি মনোহর স্বরূপ! হে পুণ্য! তোমার লাবণ্য যে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছে সে তোমার প্রেমে মগ্ন হয় নাই এমত কখনই হইতে পারে না। প্রবল পবন প্রহার দ্বারা কুপিত জলধির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া কোন ব্যক্তি ভূমি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী হয়েন, তদ্রূপ পাপের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে পুণ্যের সহিত তাঁহার উত্তরোত্তর যত সহবাস হইতে থাকে, তত তাঁহার যেরূপ সুখের

বৃদ্ধি হয় তাহা বর্ণনার অতীত। যাঁহার মন ঈশ্বরে বিশ্রাম করে, পরোপকারে রত থাকে, ও সত্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নবান্, সেই ব্যক্তির নিকটে এই পৃথিবীই স্বর্গতুল্য হয়; তিনি কালে মুক্তি লাভ করেন, কালে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্য হয়, তিনিই কালে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মের সহিত বাস করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।

প্রীতির শৃঙ্খল সর্ব্বব্যাপি; এই শৃঙ্খলে সকল পদার্থই বদ্ধ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রেম স্থাপন করিয়া অনেকে ক্রন্দন করিতেছে। অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রেম অনেক যন্ত্রণা-

দায়ক ; কারণ অনিত্য বস্তুর কোন স্থির-তা নাই। অদ্য রাজা, কল্য দরিদ্র ; অদ্য মহোল্লাস, কল্য হাহাকার ; অদ্য অভিনব বিকশিত পুষ্পতুল্য লাবণ্য যুক্ত, কল্য ব্যাধি দ্বারা শুষ্ক ও শীর্ণ ; অদ্য পুত্রের সুচারু বদন দর্শন করিয়া আনন্দিত হওয়া, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করা ; অদ্য পুণ্যবতী রূপবতী গুণবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যার সহবাসে সুখেতে দ্রব হওয়া, কল্য তাহার লোকান্তর গমনে কেবল মনে তাহার প্রতিমা মাত্র রহিল ইহাতে হৃদয়কে বিদীর্ণ করা। হায়! হায়! কিছুই স্থির নাই। অদ্য, বুধ বাসরে এই সমাজে আমারা যে উপবিষ্ট আছি, সকলেই কি আগামি বুধবাসর পর্য্যন্ত অবশ্য জীবিতবান থাকিব ? হা! এ সংসারের এই সকল নিগূঢ় ভাব ভাবিতে হইলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে ; বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া মনের বৃত্তি সকল স্তব্ধ হয় ; বিষাদ ঘন দ্বারা জগৎ

আবৃত হইয়া অন্ধীভূত হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এ প্রকার দুর্ভাবনার একমাত্র ঔষধ। যিনি আনন্দ স্বরূপ, যিনি মঙ্গল স্বরূপ, যিনি সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য এবং যিনি আমারদিগের শেষ গতি, তাঁহাকে একদা সমনস্ক হইয়া ভাবিলে কাহার মনে প্রীতির উদয় না হয়? পরমেশ্বরে প্রেম স্থিত করিলে কোন ভয়, কোন দুঃখ থাকে না, অপার শান্তি—অপার সুখ হয়; সমস্ত বিশ্ব আর সমস্ত কাল যেন আনন্দনীরে ভাসিতে থাকে। যিনি ঈশ্বরের সহিত প্রীতি করেন, তিনি কখন শোক করেন না; তিনি সকল বস্তুকে অনিত্য জ্ঞান পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরকে নিত্য জানিয়া সংসারের কণ্টকময় পথে লৌহদণ্ডের ন্যায় গমন করেন; দুঃখ তাঁহার নিকটে সংকুচিত হয়। ধন অপহৃত হইলে তাঁহার কি হইবে? তিনি তাঁহার ধন এমত স্থানে সংস্থিত করিয়াছেন যেখানে অপহরণ অসম্ভব,—যেখানে কাল

পর্য্যন্ত আপনায় হরণশক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। যদ্যপি তিনি কৃচিৎ ঘোরতর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, তথাপি তিনি ভীত হয়েন না; তিনি এইরূপ বিবেচনা করেন, যে যদ্যপি দুর্ঘটনা অত্যন্তই হয়, তবে মৃত্যুই হইবেক, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? কিন্তু মৃত্যুকে তিনি সুখের বিষয় জ্ঞান করেন, কারণ প্রেমানন্দ বিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় লোকে তাঁহার আত্মা ধাবিত হইতে ব্যগ্র রহিয়াছে। এতদ্রূপ ধীর ব্যক্তি শরীরের রূপ লাবণ্য অঙ্গ সৌষ্ঠব দ্বারা আসক্ত হয়েন না, তিনি সুরূপা যুবাঙ্গনাকে মনোহর পুষ্পের ন্যায় অস্থায়ি দেখেন। সেই ব্যক্তি ইহা নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন, যে যে বন্ধুর প্রত্যেক বাক্য সুধাময় জ্ঞান হয়, যাঁহাকে স্মরণও করিলে পুলকিত হইতে হয়, তিনি এই রঙ্গভূমি পৃথিবী হইতে যে কখন্ প্রস্থান করিবেন, তাঁহার নির্ণয় নাই। কোন যুবাপুরুষ, যিনি কর্ম্ম ভূমিতে প্র-

থমারোহণ কালীন সৌভাগ্য বশতঃ বিষয় ও আমোদের অনুগত হইয়া সময়ের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকেন; পৃথিবী তাঁহার নিকটে উৎকৃষ্ট বর্ণ দ্বারা ভূষিত হইয়া দৃষ্ট হয়,বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোল তাঁহার নিকট উল্লাস বহন করে, আশাতে তাঁহার প্রফুল্ল চিত্ত নৃত্য করিতে থাকে; ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এতদ্রূপ যুবাপুরুষকে দেখিয়া এইরূপ বিবেচনা করেন, যে আর কত দিবস ইনি এই হর্ষের বর্ত্মে ভ্রমণ করিবেন, শমন ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে পদ নিঃক্ষেপ করিতেছে। কোন স্থানে এক যুবা তাঁহার শান্তা সুশীলা প্রিয়তমার শমনাধিকৃত মুখচন্দ্রকে নেত্র সলিলে আদ্র করিতেছেন; তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন যে হে যুবা! তুমি কাহার নিমিত্তে ক্রন্দন করিতেছ; তোমার কি প্রিয়তমার বিয়োগ হইয়াছে?. যিনি তোমার যথার্থ প্রীতির পাত্র তাঁহার উপরে জন্ম মৃত্যুর অধিকার নাই; সেই সৌন্দর্য্য

সমুদ্রে মন নিমগ্ন কর,তাঁহার সহিত প্রীতি কর, তবে নিত্য সুখভোগ করিবে ; মৃত্তিকা নির্ম্মিত খণ্ডন শীল বস্তুর প্রতি অজ্ঞানান্ধ হইয়া তোমার প্রেম স্থাপন করিবে না। কোন স্থানে এক তরুণবয়স্ক পুত্র, উপার্জ্জনশীল অথচ অসঞ্চয়ী পিতার দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া আসিতে ছিলেন, অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগে আপনাকে সংসার মধ্যে একাকি ও নিরাশ্রয় দেখিয়া শোকেতে মুহ্যমাণ হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন, যে হে যুবা! তুমি কাহার নিমিত্তে বিলাপ করিতেছ ; তোমার পিতার কি বিয়োগ হইয়াছে? যিনি এই জগতের পিতা তিনিই তোমার পরম পিতা, ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে স্মরণ কর, তিনি তোমাকে সুখি করিবেন এবং সংসারের বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানে এক ব্যক্তি তাঁহার দুঃখার্দ্ধকারি ও সুখ দ্বিগুণকারি বন্ধুর মৃত্যুতে পৃথিবীকে অ-

রণ্য জ্ঞান করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন, যে হে শোকার্ত্ত! তুমি কাহার নিমিত্তে শোক করিতেছ, তোমার মিত্রের কি বিয়োগ হইয়াছে? তোমার মিত্র এইক্ষণেই তোমার নিকটে আছেন, তিনি এইক্ষণেই তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন; তাঁহার সহিত নিত্য বন্ধুতা কর,—তাঁহার সংসর্গে চিরদিন থাকিয়া নির্ম্মল পরমানন্দ সম্ভোগ কর। যাঁহার মন পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন আছে, সমাধি কালে যখন তাঁহার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি জগৎসংসারকে বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ থাকেন। তিনি যৎকালে সাংসারিক কর্ম্ম মধ্যে পতিত হইয়া সংসারের কুটিল গতিতে বিরক্ত হয়েন, তখন সমাধি কালের বিমলানন্দের ইচ্ছায় কাতর হইয়া ব্যাকুল হয়েন। ঈশ্বরের প্রতি ভয় জ্ঞানের আরম্ভ; ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জ্ঞানের শেষ। প্রীতি বিহীন যে উপাসনা সে উপাসনাই

নহে; সে উপাসনা নীরস বৃক্ষের ন্যায় কোন ফল প্রদান করে না। ধর্ম্ম কেবল প্রেম মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমেতেই ঐহিক সুখ হয়। সেই প্রেমেই স্বর্গ হয়; সেই প্রেমেই মুক্তি হয়। মোক্ষাবস্থাতে কেবল প্রেমের ব্যাপার; পূর্ণ ও নিত্য সুখ, যাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে মনুষ্য মাত্রেই ব্যস্ত এবং যাহার অভাব নিমিত্তে পৃথিবীস্থ সকল কবিরা বিলাপ করিতেছেন, তাহা কেবল সেই মোক্ষাবস্থায়—সেই অখণ্ডনীয় প্রেমাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ঈশ্বরের প্রতি প্রেম অপেক্ষা কোন্ পদার্থ শ্রেষ্ঠতর আছে?. ' হে পরমাত্মন্ যখন সংসারের দুঃখরূপ ধূলি আমারদিগের মনেতে নিক্ষিপ্ত হয়; তখন তোমার প্রেম দ্বারা আমারদিগের চিত্তকে প্রক্ষালিত করিয়া আনন্দ রসে প্লাবিত কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ ব্যাখ্যান

নিত্যোঽনিত্যানাং।

কেবলই পরিবর্ত্তন সকলই অনিত্য।

জগতের সকল বস্তুরই পরিণাম আছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থাতে পরিণত হই-বার পূর্ব্বে কত মহাপ্লাবন হইয়াছে, কত জীব শ্রেণী নষ্ট হইয়াছে, কত স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। যে স্থলে এইক্ষণে পর্ব্বত সে স্থলে কখন সমুদ্র ছিল, যে স্থলে এইক্ষণে সমুদ্র সেস্থলে কখন পর্ব্বত ছিল। সেই আদিম সমুদ্র ও পর্ব্বত এতদ্রূপ জাতীয় জলচর ও স্থলচর জন্তু সকলের আশ্রয় ছিল, যাহারদিগের সাদৃশ্য এইক্ষণে দৃষ্ট হয় না, যাহারদিগের প্রকাণ্ড ভীষণ শরীরাংশ সকল এইক্ষণে কেবল মৃত্তিকা কিম্বা পর্ব্বত অন্তরস্থ স্তরে প্রস্তরীভূত দৃষ্ট হয়! এই-রূপ পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তনের পর মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যে মনুষ্য জাতির

উৎপত্তি কালের নির্ণয় হয় না, সে জাতিও কোন কালে নষ্ট হইবেক ।

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থাতে তদুপরি কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও কত পরিবর্ত্তন হইতেছে। মনুষ্যের শৈশবাবস্থার শরীরের এক অণু মাত্রও প্রৌঢ়াবস্থার শরীরে থাকে না; শৈশবাবস্থার জ্ঞান ও প্রৌঢ়াবস্থার জ্ঞান কত ভিন্ন! মত ও ভাব বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, প্রেম বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, স্নেহ বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, মান বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, ধন বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, সৌন্দর্য্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, শারীরিক সুস্থতা ও বীর্য্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে সুখেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। যখন দুঃখ ভোগ করা যায় তখন এতদ্রূপ মনে হয় যে এ দুঃখের আর শান্তি হইবেক না, যখন সুখ ভোগ করা যায় তখন মনে হয় যে এ সুখের কি শেষ হইবে? কিন্তু দুঃখেরও পরিবর্ত্তন আছে সুখেরও

পরিবর্ত্তন আছে ।" চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ।" এক দিবস অন্য দিবসের ন্যায় সমান নহে ; এক বর্ষ অন্য বর্ষের ন্যায় সমান রূপে গত হয় না। যে সকল স্থান পূর্ব্বে আনন্দ গান দ্বারা ধ্বনিত হইত তাহারা এইক্ষণে নিরানন্দ ও নিস্তব্ধ, আর পূর্ব্বে যে সকল স্থান নিরানন্দ ও নিস্তব্ধ ছিল তাহারা এইক্ষণে আনন্দ গান দ্বারা ধ্বনিত। এক স্থানে নব সৌভাগ্য বিরাজ করিতেছে, অন্য স্থানে নবদুর্ভাগ্য হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছে—শোচনাতে রাত্রিকে জাগরণাধিকরণ দিবস স্বরূপ করিতেছে। এক স্থানে নূতন ঐশ্বর্য্যবন্ত ব্যক্তির অট্টালিকা অপূর্ব্ব শোভা দ্বারা চক্ষুকে আমোদিত করিতেছে, অন্য স্থানে দুঃস্থ ধনাঢ্যের ভগ্ন নিকেতনোপরি অশ্বত্থ বৃক্ষ আপনার মূল নিবদ্ধ করিতেছে। বৃহৎ অরণ্য সকল ছেদন হইয়া নগরের আধার হইয়াছে ; মনুষ্য কোলাহল পূর্ণ নগর সকল অরণ্যে পরিণত হইয়া হিংস্র

জন্তুর আবাস হইয়াছে। এই স্থান যাহা এইক্ষণে সুমধুর ব্রহ্ম সঙ্গীত দ্বারা পবিত্র হইতেছে ইহাও কোন কালে অরণ্যস্থ ব্যাঘ্রের ভীষণ নাদ দ্বারা ধ্বনিত হইত। হা! কত কত সুশোভিত মহানগর জন সমূহের কলরবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যস্ততাতে পরিপূর্ণ ছিল; এইক্ষণে কতকগুলি ইষ্টক ব্যতীত সেই সকল নগরের চিহ্ন মাত্রও নাই, কেবল বৃহৎ স্তব্ধ ক্ষেত্র বিস্তারিত আছে। পূর্ব্ব কালে কত কত মহাবল পরাক্রান্ত গৌরবেচ্ছু ভূপাল সকল আপনারদের প্রতাপে পৃথিবীকে কম্পমান করিয়াছিলেন, ভয়ঙ্কর নদী পর্ব্বত অরণ্য সমূহ তুচ্ছ করত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া নূতন দারুণ জাতিদিগের মধ্যে জয়পতাকা উড্ডীমান করিয়াছিলেন, সেই সকল ভূপালেরা এই ক্ষণে কোথায় গমন করিয়াছেন! এদেশের ইদানীন্তন ভূপতিরা আপনারদিগের মহিমাকি বিস্তৃত করিয়াছেন, যাঁহারদিগের নাম মেদিনীর সর্ব্বস্থানে বিশ্রুত হইতেছে,

যাঁহারদিগের প্রতাপে পৃথিবীস্থ সকল জাতিরা ভীত, যাঁহারদিগের বাষ্পীয় রথ সকল তড়িৎ সম দ্রুত বেগে গমন করিয়া আরোহিদিগের মনোভীষ্ট অনতি বিলম্বে সুসিদ্ধ করিতেছে, যাঁহারদিগের বাষ্পীয় পোত সকল জল ও বায়ুর অত্যাচার অতিক্রম করিয়া মহাবেগে গমনাগমন করিতেছে, যাঁহারদিগের জাতীয় পতাকা সমুদ্র তরঙ্গ মধ্যে পোতোপরি সর্ব্বদাই উড্ডীয়মান দৃশ্য হয়; এমত জাতিরও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও সৌভাগ্য কোন সময়ে বিনাশ পাইবেক, এমত জাতিরও প্রধান রাজধানীস্থ অপূর্ব্ব মহান্ অট্টালিকা সকলের পতিত ভগ্ন রাশির উপরি উপবিষ্ট হইয়া অভিনব সভ্য জাতীয় লোক মানবীয় মহিমার অনিত্যতার প্রতি চিন্তা করিবেক। পূর্ব্ব কালে কত কত কবি ছিলেন যাঁহারা আপনারদিগের মানসোদিত শোভন ভাব সকল চিরস্থায়ি করিবার বাসনায় তাহা কাব্য প্রবন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিলেন কত

কত সুমধুর গায়ক জন্ম গ্রহণ করিয়াছি-
লেন যাঁহারা আপনারদিগের ঐন্দ্রজালিক
শক্তির দ্বারা চিত্তকে সুধার্দ্র করিতেন—
মনকে পরমসুখে অবগাহন করাইতেন ;
কত কত চিত্রকর ও ভাস্কর বিরাজিত
ছিলেন যাঁহারা পট এবং প্রস্তরোপরি
বস্তু সকলের যথার্থ প্রতিরূপ আশ্চর্য্যরূপে
প্রকাশ করিয়াছিলেন ; হা ! তাঁহারদিগের
কোন কীর্ত্তি কোন স্মরণীয় চিহ্ন বর্ত্তমান
নাই, কোন বৃত্তান্ত নাই, নাম পর্য্যন্ত পৃথি-
বীতে লুপ্ত হইয়াছে । পূর্ব্বকালে কত
কত গৌরবান্বিত ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা
অনিত্য মহিমাজনিত গর্ব্বে সর্ব্বদা পূর্ণ
থাকিতেন, মৃত্যু ভাবনা তাঁহারদিগের মনে
এক কালে উদয়ই হইত না ; কিন্তু এই-
ক্ষণে এমত স্থির নাই যে যে কোন ভূমি-খ-
ণ্ডের উপর আমরা পদ নিক্ষেপ করি তাহার
পরমাণু সকল কোন কালে কোন গৌরবা-
ন্বিত ব্যক্তির শরীরের অংশ না ছিল । পৃথি-
বীতে যে সকল বস্তু অতীব সুখজনক রূপে

বর্ণিত হয় সে সকল বস্তু অচির। নবযৌবন অচির, সৌন্দর্য্য অচির, প্রেম অচির। স্ত্রী পুত্র পরিবার ও বিষয় বিভব এবং ঐশ্বর্য্যের কথা কি কহিব? প্রত্যুষে দেখিলাম এক তরুণ বয়স্ক পুত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেক, আশা ও ভরসায় বাসনা ও কল্পনায়, বীর্য্য ও উদ্যমে পরিপূরিত। হায়! সে শয্যায় আর সে শয়ন করিলেক না, সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বীর্য্য ও উদ্যম পূর্ণ শরীর ভস্মসাৎ হইল। মধ্যাহ্ন সময়ে এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি প্রফুল্ল বদনে উজ্জ্বল নয়নে বলিষ্ঠ চিত্তে কার্য্য স্থানে গমন করিলেন, কিয়দ্দণ্ড পরে তাঁহাকে বিষণ্ণ বদনে ম্লাননয়নে ভগ্নচিত্তে প্রত্যাগমন করিতে হইল, তাঁহার কার্য্য ও ব্যবসায়ের পতনে তাঁহার আবাস বাটী,—তাঁহার পিতৃ পুরুষদিগের নিকেতন পর্য্যন্ত অন্যের আবাস স্থান হইল। হায়! হায়! কেবলই পরিবর্ত্তন সকলই অনিত্য। পৃথিবীর সকল বস্তুই নাশের দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন; এত-

রূপ এক এক সময় বোধ হয় যে যে সকল পদার্থ অতীব শোভনতম ও প্রিয়তম, তাহারাই নাশ্যতম। যখন সংসারের অনিত্যতা মনে প্রকৃতরূপে প্রকাশ পায়, তখন কোথায় বা বেশবিন্যাশ, কোথায় হাস্য পরিহাস, কোথায় প্রেম বিলাস, কোথায় ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র শোভনতম আড়ম্বর, কোথায় প্রতাপ বিশিষ্ট পদের উচ্চ মহিমা, কোথায় নিজযশোবিস্তারের বিবরণ শ্রবণ, কোথায় প্রিয়তম বন্ধুর বসন্ত সম আহ্লাদকর সাক্ষাৎকার, কোথায় বা প্রিয়তমা ভার্য্যার সরল চিত্তদ্রবকারি প্রিয় ব্যবহার, কোথায় বা শিশু সন্তানের সুমিষ্ট অর্দ্ধ-স্ফুট ভাষা; কিছুতেই আর সুখী করিতে পারে না। যখন মনে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে সকল বস্তুই অনিত্য, তখন মনে কি বিষাদ ও কি যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনার অসাধ্য। এই সকল যন্ত্রণার এক মাত্র ঔষধ সেই পরম মঙ্গল স্বরূপের জ্ঞান, যাঁহার অধিষ্ঠানে সকল বস্তুরই গতি মঙ্গলের দিকে হইতেছে।

সকল ঘটনা সকল দুঃখ, মঙ্গল কৌশল সম্পন্ন হইবার প্রতি সহকারী হইয়াছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস ধৈর্য্যের প্রধান কারণ হইয়াছে সকল যন্ত্রণার মহৌষধ হইয়াছে। যে পরম পুরুষে কোন বিকার নাই, কোন পরিবর্ত্তন নাই, সেই পরম পুরুষ আমারদিগের মঙ্গল স্বরূপ পরম বন্ধু, তিনি আমারদিগের বামে দক্ষিণে ঊর্দ্ধে নিম্নে অন্তরে সর্ব্বদা আছেন এবং তাঁহার কৌশলে পরিশেষে নিত্য কাল নিমিত্তে আমারদিগের পরম মঙ্গল হইবেক—তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস হইবেক এইরূপ প্রতীতি গাঢ়রূপ থাকিলে ভয় ও ভাবনা মোহ ও শোচনা দূরীকরণ হয়, এবং মন তাঁহার প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ ব্যাখ্যান

এষহ্যেবানন্দযাতি।

প্রাতঃকালে প্রভাকর মেঘের বর্ণ ও চি-
ত্রর ভূয়োভূয়ঃ পরিবর্ত্তন করত তাঁহার পূ-
র্ব্বদিক্স্থ শোভনতম প্রাসাদ হইতে কি আ-
শ্চর্য্য রূপে বহির্গত হয়েন! বহির্গত হইলে
জগৎ হর্ষ পরিচ্ছদ পরিধান করে; মনুষ্য,
পশু, পক্ষী, স্থাবর পর্য্যন্ত সচেতন হয় ও আ-
নন্দরসে আর্দ্র দেখায়, তাহাতে কোন্ সুস্থ
মনে আহ্লাদ প্রবাহ সঞ্চরণ না করে? হির
ণ্যকেশীয় সেই সূর্য্যের অস্তকালীন বিবিধ
সুরম্য বর্ণ ভূষিত আকাশ দর্শন করিলে কে
না পুলকে পূর্ণ হয়? রজনীতে নিশানাথ
পূর্ণচন্দ্র কি নির্ম্মল কোমল মনঃস্নিগ্ধকারী
জ্যোতি দ্বারা জগৎ সংসারকে আবৃত করে-
ন! গাঢ় ঘোরান্ধ তিমির দ্বারা আবৃত, প্রব-
লোন্মত্ত বায়ু দ্বারা আন্দোলিত, বক্রগামিনী
বিদ্যুল্লতা দ্বারা ক্ষণ ক্ষণ উজ্জলিত, ঘোরতর
ভীষণ মেঘনাদ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত, এ
প্রকার কোন সমুদ্র কিম্বা বৃহৎ পর্ব্বত স্থিত

গম্ভীরারণ্যকে দর্শন করিলে চিত্তে কি আশ্চর্য্য আনন্দের উদ্ভব হয়। প্রাবৃট্‌কালে যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বারিবর্ষণ দ্বারা জগৎকে বিষাদ জনক ঘোর হইতে মুক্ত করে, তখন প্রভাকরের বিদায় কালের শোভনতম কিরণ প্রকাশিত হইলে দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র ও তরু সকলের নব ধৌত কলেবর কি উজ্জ্বল সজল শ্যামল শোভা যুক্ত হয়। বিহঙ্গগণ তাহারদিগের সুমিষ্ট বন্য সঙ্গীত দ্বারা মনের স্ফূর্ত্তি কি রূপ ব্যক্ত করে। পশু সকল হর্ষযুক্ত হইয়া নিজ নিজ স্বর ধ্বনি দ্বারা পর্ব্বত গুহাদিকে কিরূপ ধ্বনিত করে। মনুষ্যগণ জগতের স্নিগ্ধ শোভা ও আনন্দ বেশ দর্শন করিয়া কি প্রফুল্ল আনন বিশিষ্ট হয়। বৃদ্ধাবস্থার জীর্ণ কম্পিত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী বসন্ত কালে কি অপূর্ব্ব নবযৌবন বিশিষ্ট শরীর গ্রহণ করে। উজ্জ্বল শ্যামল নবীন কোমল পল্লব দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া বন ও উদ্যান সকল কি মনোহর হয়। সুগন্ধি

সুকুমার সুখবাহক সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে কি আনন্দ বিস্তার করে। চেতন বিশিষ্ট কোন বস্তু বসন্তের সর্ব্বব্যাপী আহ্লাদকরী শক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? এমত সময়ে মেদিনী সুখের আলয় ব্যতীত আর কি শব্দে উক্ত হইতে পারে? এইরূপ জগতের শোভা দর্শন, পবিত্র সুখের এক মহৎ কারণ হইয়াছে। অধ্যয়ন, সেই সুখের আর এক মহৎ কারণ। গ্রন্থ সকল কি অকপট মিত্র! তাহারা কখন পরোক্ষে নিন্দা করে না, তাহারা বাহ্যে সৌহার্দ্দযুক্ত আনন প্রকাশ করিয়া মনেতে অপকার আলোচনা করে না। গ্রন্থ হইতে পৃথিবীর পুরাবৃত্তের আবৃত্তি দ্বারা মনুষ্যের শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা, ও জ্ঞানের মহৎ মহৎ দৃষ্টান্ত সকল প্রতীত হইয়া মনে কি উৎকৃষ্ট সুখ উপস্থিত হয়। সন্তাপনাশিনী মনঃশ্রীপ্রদায়িনী কবিতা আমারদিগের নেত্র ও আননকে উল্লাসে কি সুশোভিত করে। বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা সৃ-

ষ্টির কার্য্য সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হ-
ইলে কি বিশুদ্ধ আনন্দের সম্ভোগ হয়।
কিন্তু স্বদেশোপকারের—পরোপকারের
সুখের সহিত কি এ সকল সুখের তুলনা হই-
তে পারে? যিনি স্বদেশের প্রেমে সর্ব্বদা
নিমগ্ন থাকেন—স্বদেশের হিতানুষ্ঠান ব্রত
পালনে অহর্নিশি ব্যস্ত থাকেন, তিনি অতি
পবিত্র—অতি রমণীয় সুখাস্বাদন করেন।
নাগরূপী মিথ্যাপবাদের হলাহল পূর্ণ
সহস্র মুখ দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাঁহার কি
হইবে? তিনি কেবল সেই এক পরম পুরু-
ষার প্রসন্নতা লাভ হইলেই কৃতার্থ হ-
য়েন। স্বদেশ প্রেমী ব্যক্তি আপনার দে-
শীয় ভাষাকে সুচারু করা ও তাহাকে
জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি সাধন প্রস্তাব সকলের
রচনা দ্বারা সুসম্পন্ন করা কি সুখদায়ক
কর্ম্ম বোধ করেন। স্বদেশীয় লোকের
মন, বিদ্যা দ্বারা সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান
ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানা-

মৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এবং সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য জাতি সমূহের মধ্যে এক গণ্য জাতি হইবেক, এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করত সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন। পরোপকার ব্যতীত ব্রহ্ম জ্ঞানের ফল অপূর্ণ। পরোপকার মধুরভাবে পরিপূর্ণ। নিরাশ্রয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তোমাকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবে, অনাথার অন্তঃকরণ তোমার দয়া তোমার করুণাকে লাভ করিয়া আনন্দে গান করিবেক, ইহার অপেক্ষা সংসারে সুখজনক বিষয় আর কি আছে? কিন্তু এই রূপ পবিত্র সুখের মহৎ মহৎ কারণ সকলের মধ্যে মহত্তম কারণ ব্রহ্মজ্ঞান; পরমেশ্বর ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার সহিত অত্যন্ত সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। যখন ব্রহ্ম জ্ঞান আলোচনাতে বিরক্ত না হইয়া অনু-

পম আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবে, তখন জানিবে যে তুমি মুক্তির নিকট। যে ব্যক্তি এই সংসারে পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন, আর স্মরণ করিলেই তাঁহার প্রেমানন্দে মগ্ন হয়েন, সেই ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করেন, সেই ব্যক্তিই আপনার প্রিয়তমের সহবাসে নিত্য কাল সঞ্চরণ করেন।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ষোড়শ ব্যাখ্যান

সন্তোষং পরমাস্থায়সুখার্থী সংযতোভবেৎ॥

এই সুখ দুঃখময় পৃথিবীতে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিরা এইরূপে খেদ করেন, যে পৃথিবী কেবল দুঃখের আলয়; যে পৃথিবীতে রোগ জরা মৃত্যুর আর-বিশ্রাম নাই, শোক বিলাপ ক্রন্দনের আর শেষ নাই; যে পৃথিবীতে এক অসুখের কারণ নিরাকরণ না করিতে অন্য এক অসুখের কারণ উপস্থিত

হয় ; যে পৃথিবীতে অজ্ঞান তিমির ঘোরান্ধরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; যে পৃথিবীতে প্রবল ভয়াবহ মোহতরঙ্গ মহা বেগে আগমন করিয়া চিত্তক্ষেত্রকে প্লাবিত করত জ্ঞান ও ধর্ম্মের অঙ্কুর সকল বিনষ্ট করে; যে পৃথিবীতে নিবাসি সকল পরস্পারের প্রতি পরস্পর পিশাচ স্বরূপ হইয়াছে ; যে পৃথিবীতে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ সময়ে সাংসারিক লোকের নির্দ্দয় আনন দর্শন করিয়া মনেতে অত্যন্ত কাতর হইতে হয়; যে পৃথিবীতে অসংখ্য ধনশালি ব্যক্তির অনাবশ্যক শোভা ও ইন্দ্রিয় সুখদ দ্রব্যেতে পরিপূরিত অট্টালিকার নিকটে পর্ণকুটীরস্থ দরিদ্রের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয় ; যে পৃথিবীতে নির্ম্মল নিত্য সুখের যে ইচ্ছা সে কেবল ইচ্ছা মাত্র কখন পরিতোষ হয় না; যে পৃথিবীতে মান প্রীতি স্নেহ প্রাপ্তি কেবল মুদ্রা সংখ্যার প্রতি নির্ভর; যে পৃথিবীতে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্তে আপনার সুহৃৎ হইতে ব্যাপক

কাল দূর প্রযুক্ত কত সৌহার্দ্দের লোপ হয় ; যে পৃথিবীতে কত কত সুন্দর যুব তনু মনোহর মুকুলের ন্যায় অসময়ে পতিত হইয়া ভূমিতে পরিণত হয় ; যে পৃথিবীতে কত কত মহান্ ও সুচারু বুদ্ধি ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যাবস্থা হেতু নত ও শ্রীহীন হয়।

মনের কি আশ্চর্য্য স্বভাব। কখন দুঃখেতে আকুল,কখন আনন্দ হিল্লোলের আর শেষ থাকে না। যখন দুঃখেতে আকুল,তখন বিষণ্ণ বেশ ধারিণী পৃথিবীকে কেবল দুঃখেরই আলয় বোধ হয়; যখন আনন্দের উৎস চিত্ত হইতে উৎসারিত হইতে থাকে,তখন সকল বস্তু আনন্দে পূর্ণ দেখিয়া মন কেবল আনন্দের মহিমা এইরূপে কীর্ত্তন করে, যে পৃথিবী কি আনন্দ ধাম ! যে পৃথিবীতে এই শরীর বিষয়ক কতক গুলিন নিয়ম পালন করিলে শারীরিক সুস্থতা বোধের আর সীমা থাকে না ; যে পৃথিবীতে রাজা অবধি কৃষক পর্য্যন্ত আপনারদিগের মনের আনন্দ গানেতে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছে, যে

পৃথিবীতে কোন অভাব মোচন করিলে— কোন অসুখের কারণ নিরাকরণ করিলে আপনারদিগকে অতি স্বচ্ছন্দ বোধ করা যায়; যে পৃথিবীতে যতোধিক পরিশ্রম ততোধিক বিশ্রাম সুখ, যদ্রূপ ক্লেশ তৎপরিমাণে আরাম প্রাপ্তি; যে পৃথিবীতে সাংসারিক বিষয়ক জ্ঞান যত আয়ত্ত হয় তত তাহা ভবিষ্যতে কুশলের প্রতি কারণ হয়; যে পৃথিবীতে প্রচুর বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন হইতে পারে; যে পৃথিবীতে সর্ব্বোপরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের জ্ঞান পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করা যায়; যে পৃথিবীতে যথার্থ শূরত্ব দ্বারা মোহঁকে জয় করিলে অতি উচ্চ ও বিমলানন্দের সম্ভোগ হয়; যে পৃথিবীতে কত কত সাধু ব্যক্তির দর্শন হয়, যাহাঁরা কি সুধীর কি সুশীল কি বিনয়ী কি নির্দ্দোষচরিত্র কি বাৎসল্য কি সারল্য স্বভাব, বোধ হয় যেন কোন বিশেষ কারণ নিমিত্তে দেব লোক হইতে আগত হইয়া এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারদিগের মন সুস্থ ও পাপে অনাসক্ত এবং মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরেতে নির্ভর করে, তাঁহারা বিষণ্ণ ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন ভাবকে অবলম্বন করেন। যত কাল আনন্দে থাকা যায়, তত কাল যথার্থ জীবন সম্ভোগ হয়; নতুবা দুঃখে যত কাল ক্ষেপণ হয়, তত কাল তাহার পরিবর্ত্তে জীবন শূন্যই থাকা ভাল। সকল বস্তুর কল্যাণ রূপ দেখাই কল্যাণ সাধন। সকল মঙ্গলালয় প্রিয়তম ব্রহ্মের সহবাসে রহিয়া সর্ব্বদা অকৃত্রিম প্রফুল্লা-
[illegible] প্রকৃত ধর্ম্ম। মনুষ্য যদি ইচ্ছা করে, তবে অনায়াসে সুখী হইতে পারে, কিন্তু সে কি আশ্চর্য্য জন্তু কেবল দুঃখকে আনয়ন করিতে আপনার মনের বৃত্তিদিগকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখিয়াছে। মনুষ্য ধার্ম্মিক হউক তবে দেখা যাইবে যে সে কি প্রকারে সুখী না হয়। যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক হয়েন, তাঁহাকে যে অবস্থাতে ঈশ্বর রাখিয়াছেন, সেই অব-

স্থাতে আপনার পরম পাতার প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি সন্তোষ থাকেন। ফলতঃ যথার্থ বিবেচনা করিলে সাংসারিক সকল অবস্থার সুখ দুঃখ সমান; ধনাঢ্য ব্যক্তির বাহ্য শোভা, অপূর্ব্ব সুসজ্জিত অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান, উৎকৃষ্ট বেশ ভুষা, শোভনতম যান, লোকের আড়ম্বর, বিখ্যাত নাম, উদ্যত ভৃত্য, পদানত বন্ধু, ইত্যাদি দর্শন করিয়া দরিদ্র কৃষক মনে করে, যে ইনি ঈশ্বরের কি অনুগৃহীত ব্যক্তি, ইনি কি সুখ সম্ভোগ না করিতেছেন। কিন্তু হায়! সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি [illegible] সেই কৃষকের স্বচ্ছন্দাবস্থা ও অল্পাভাববিশিষ্ট নিকেতনের নিমিত্তে সংগোপনে কখন না কখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস অবশ্যই পরিত্যাগ করেন। সংসারের এক অবস্থা হইতে তাহার অব্যবহিত উপরের অবস্থাতে উত্থিত হইলে মান বৃদ্ধি হইয়া সুখোৎপত্তি হয় বটে কিন্তু কোন্ স্থান হইতে যে কত প্রকার পূর্ব্ব হইতে অধিকতর অভাব ও

ভাবনা সকল উপস্থিত হয় তাহা কিছুই নি-র্ণয় করা যায় না। অতএব যখন সাংসা-রিক সকল অবস্থার সুখদুঃখ সমান হই-ল, তখন সন্তোষ চিত্তই সুখের আকর, পিপাসার অন্ত নাই সন্তোষই পরম সুখ। সকল মনুষ্যের উচিত যে আপ-নারদিগের মনে এই সত্য সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখেন, যে ধনেতে সুখ নহে, মনেতেই সুখ। যদি বল যে দরিদ্রাবস্থায় থাকিয়া লোকের নিকট মান্য হওয়া যায় না, এ সংশয় প্রকৃত নহে, অপ্রতারক ও ধার্ম্মিক হও, অবশ্য মনুষ্যের নিকট মান্য হইবে; আর যদ্যপি মনুষ্যের নিকট মান্য না হও, দেবতাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম সকল অবস্থাকে শোভা যুক্ত করে, সন্তোষ সকল বস্তুকে আনন্দ বর্ণ দ্বারা ভূষিত করে, পর্ণ কুটীরকে রাজবাটীর ন্যায এবং তন্নিকটস্থ স্বভাব জাত বৃক্ষ পুঞ্জকে বহু মূল্য প্রচুর শ্রমজ উদ্যানের ন্যায় করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন, যে যদ্যপি তিনি দরি-

দ্রতা প্রযুক্ত লোকের নিকট অনাদৃত হয়েন, তথাপি তাঁহার পুরস্কার কখন অ-প্রাপ্ত থাকিবেক না, যখন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি কোন স্বপ্ন কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অদর্শন হইবেক এবং পৃথিবীর অ-নিত্য প্রতাপ গর্ব্বিত মুকুট সকল বিনাশকে পাইবেক, তখনও তাঁহার পুরস্কার উপা-র্জ্জনের শেষ হইবেক না। যদ্যপি ধন হয় ভালই, যদ্যপি সৌভাগ্য হয় ভালই, কিন্তু তাহারদিগের অভাবে তিনি অসন্তোষ থাকেন না। . ধন সৌভাগ্য প্রার্থনীয় শ্রম যোগ্য বটে, কারণ তদ্দ্বারা অনেক উপকার করা যায়; কিন্তু পরমেশ্বর আমারদিগকে তাহা প্রদান করেন নাই বলিয়া ইহাকে অ-সন্তোষের প্রতি কারণ করা কখন উচিত নহে। ধার্ম্মিক ও জ্ঞানি ব্যক্তি এই সুখদুঃখ ময় লোকে স্থিত হইয়াও তাহাতে অসন্তুষ্ট নহেন, কারণ তিনি এইরূপ বিবেচনা করেন, যে বিশ্বের মঙ্গল পূর্ণ কল্পনা সম্পন্ন করি-বার নিমিত্তে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁ-

হাকে স্থাপিত করিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীতে তিতিক্ষাকে আপনার চিরবন্ধু করিয়া রাখিয়াছেন। তিতিক্ষা সকল দুঃখেরই ঔষধ হইয়াছে! যদ্যপি ধার্ম্মিক ব্যক্তি চতুর্দ্দিক্ হইতে দারুণ দুঃখ সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন তথাপি তাঁহার মস্তক নত হয় না; কারণ তিনি আপনার অন্তঃকরণকে ত্রিবৃত লৌহ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ পৃথিবীতে পূর্ণ নিত্য সুখের নিমিত্তে আশা করাই অন্যায় কারণ এ পৃথিবী সেরূপ নহে। মনুষ্যের উচিত যে সাংসারিক সুখ দুঃখ বিষয়ে তিনি কূর্ম্মের ন্যায় ব্যবহার করেন। যখন নির্দ্দোষ সুখ উপস্থিত হয় তখন তাহা ঈশ্বর প্রেরিত জানিয়া আপনার মনকে ব্যক্ত করিয়া তাহাতে সঞ্চরণ করিবেন, আর যখন দুঃখ উপস্থিত হয় তখন সাংসারিক অনিত্য সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করত পরমাত্মাতে অভিনিবেশ করিয়া সংযত রহিবেন।

পরমেশ্বর যে সকল পূর্ণ ও নিত্য সুখের প্রত্যাশা ও ইচ্ছা আমারদিগের অন্তরে

গাঢ় রূপে স্থিত করিয়া দিয়াছেন; এমত প্রতীত হইতেছে যে তাহা তিনি অবশ্য সার্থক ও সম্পূর্ণ করিবেন। উপরে কি শোভনতম দৃশ্য, ধর্ম্মের কি মনোহর পুরস্কার; উত্তম লোকের পর উত্তম লোক, আনন্দের পর আনন্দ; কিন্তু কোন্ লোকের আনন্দের সহিত সেই মোক্ষাবস্থার আনন্দের তুলনা হইতে পারে? যে অবস্থাতে পাপ তাপ হইতে মুক্তি পাইয়া আমার আত্মা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিচরণ করিবে, যে অবস্থাতে সমুদায় বিশ্ব আমারদিগের ঐশ্বর্য্য হইবে, যে অবস্থাতে এই বিশ্ব কৌশল সম্যক্ রূপে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবেক। হা; যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অণু স্বরূপ এই পৃথিবীতে প্রত্যেক বৃক্ষ পত্র ব্রহ্ম বিদ্যার পুস্তকের এক পত্র হইয়া প্রচুর অধ্যয়ন সুখ প্রদান করে, তখন এক কালে সকল ব্রহ্মাণ্ড যে অবস্থাতে আমারদিগের পাঠ্য হইবেক; সে অবস্থাতে ঈশ্বরের মঙ্গল পূর্ণ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি সম্যক্ রূপে অনুধাবন হইয়া কি অনির্ব্বচনীয়

মহান্ সুখ সম্ভোগ হইবেক। আহা! তাহা কি সর্ব্বোত্তম কি অনুপম অবস্থা, যে অবস্থাতে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মেতে বাস করা যাইবে ; যে অবস্থাতে পরমেশ্বরের সহিত সমুদায় বিমল কামনা ভোগ করা যাইবে ; যে অবস্থাতে চির বসন্ত চির যৌবন চির প্রেম পূর্ণ পরিশুদ্ধ পাপাবিদ্ধ প্রেম, যাহাতে মোহের লেশ মাত্রও নাই, মোহ তরঙ্গের কোলাহল অতি দুর হইতে শ্রুত হইতে থাকে। সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই ; কেবল যোগানন্দের উৎস প্রেমানন্দের উৎস ব্রহ্মানন্দের উৎস নিত্য কাল অবিশ্রান্ত উৎসারিত হইতে থাকে। " তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভাবতি ।..

ওঁএকমেবাদ্বিতীযং

সপ্তদশ ব্যাখ্যান

যস্যৈবমহিমা ভুবি দিব্যে

প্রভাত সময়ে দিবাকর যখন ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার শোভন কিরণ দ্বারা দিগ্দিক্স্থিত অন্ধকারকে নষ্ট ক-রেন, তখন তাঁহার কি এক আশ্চর্য্য সৌ-ন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, যেন এক বিশুদ্ধ তপ্ত কাঞ্চন পাত্র সমুদ্র হইতে স্বয়ং উত্থান করিতেছে, এবং যেন সর্ব্ব স্রষ্টা পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিতেছেন। তখন এই পৃথিবীর কি মনোহর শোভা হইতে থাকে? কোন স্থানে অপূর্ব্ব সরোবর মধ্যে শত শত নলিনী সকল, যাহারা গত যা-মিনী সূর্য্য বিরহে অতি ম্লান হইয়া কাল যাপন করিতেছিল, এক্ষণে যেন প্রিয়বন্ধু-কে প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল হইতে লাগিল, এবং রাজহংস রাজহংসী প্রভৃতি জলচর পক্ষি সকল মুক্ত কণ্ঠে স্বজাতীয় ধ্বনিতে স্বীয় স্বীয় চিত্তের আহ্লাদ প্রকাশ করি-

তে লাগিল। কোন স্থানে নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে রজনী বদ্ধ বিহঙ্গ সকল দিবাকর জ্যোতিঃ সন্দর্শনে আপন আপন আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্য পথে গমন করিতেছে। কোথাও বা অতি উঁচ্চ বৃক্ষের নবীন পত্র মণ্ডিত শাখা হইতে কোকিল কোকিলা তাহারদিগের আনন্দ রব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে ঘোর অরণ্য মধ্যে মৃগ প্রভৃতি বন্য পশু সকল নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আপন আপন সন্তানদিগকে স্তন্য পান করাইতেছে এবং তাহারদিগের গাত্র লেহন করত কি এক আশ্চর্য্য স্বাভাবিক বাৎসল্য ভাবের প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। কুত্রাপি বা উচ্চতর পর্ব্বতোপরি সিংহাদি হিংস্র জন্তু সকল স্বকার্য্য সাধনের অসময় জানিয়া সে স্থানকে নিরাপদ করত গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে শয়ান রহিয়াছে। কোন স্থানে রাত্রির অনাহারি মেষ মহিষাদি আপন আপন ক্ষুধা দূর করিবার নি-

রব ছিল, সে খানে শব্দ মাত্র রহিল না; কিন্তু দিবা ভাগে যে সমস্ত তিমিরাবৃত ঘোর-অরণ্য নিঃশব্দ ছিল সেই সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর গম্ভীর নাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই কালে যদি কেহ কোন উচ্চ স্থানে থাকিয়া আপনার চতুঃ পার্শ্ব নিরীক্ষণ করেন, তবে তাঁহার এই মাত্র বোধ হইবে যে জগদীশ্বর লোক সকলকে কেবল প্রলয়ের প্রতিরূপ দর্শাইবার অভিপ্রায়ে রজনী সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্রূপ বিচিত্র বিশ্ব কার্য্য দর্শনে ঈশ্বর পরায়ণ মহাত্মাদিগের মনে কত পরম রমণীয় ভাবের উদয় হইতে থাকে! অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বরের নৈপুণ্য ও করুণা অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গেও জাজ্জ্বল্যতর প্রকাশ পাইতেছে। এই বিচিত্র রচনা দর্শন করিয়াও যে ব্যক্তি সেই করুণা পূর্ণ স্রষ্টা ও পাতার অনন্ত মহিমা অনুভব না করে সে কি মনুষ্য? যে সমস্ত নদ নদীর জল প্রবাহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অতি ম-

নোরম শান্ত সুখ অনুভব করি, তাহারাই আমারদিগের দারুণ পিপাসার কঠোর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। যে সকল পুষ্প-মুকুল-ভূষিত তরু দর্শনে আমারদিগের মন অতি প্রফুল্ল হয়, যে সমস্ত শস্য ক্ষেত্রের শোভা অবলোকনে আমারদিগের নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, তাহারাই বিবিধ সুস্বাদু ফল শস্য প্রদান দ্বারা নিয়ত আমারদিগের জীবন ধারণ করিতেছে। বৎসরের প্রতি মাসেই নূতন পুষ্প এবং নূতন ফল আমারদিগের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাতে জগদীশ্বরের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে, যে বিশ্ব ক্ষেত্র কোন মতে এককালে সম্পূর্ণ শূন্য না থাকে। কাহার নিকট হইতে আমরা এই অসংখ্য সাংসারিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি? কে দয়া করিয়া আমারদিগের এই সমস্ত অভাব ও যন্ত্রণা দূর করত মুহুর্মুহুঃ সন্তোষ প্রদান করিতেছে? হে মানবগণ! যদি তোমারা ইহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা

কর, তবে এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা কর,—অত্রস্থ অরণ্য এবং অচল সচল সকলেই তোমারদিগকে অবগত করিবে। এই পৃথিবী সেই অরূপী পরমেশ্বরের রূপ প্রকাশ করিতেছে, ঝঞ্ঝা ঝটিকা তাঁহার বল প্রকাশ করিতেছে এবং দ্যুলোক তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে। মনোরম বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র যাহা সুবর্ণ বর্ণ রঞ্জিত সুপক্ক শস্য দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে; সকানন পর্ব্বত শ্রেণী, যাহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকল মেঘ মধ্যে অদৃষ্ট হইতেছে; অরণ্যস্থ বৃক্ষ সকল, যাহারদিগের সমস্ত শাখা ফল ভরে নত রহিয়াছে; এবং সেই পরম রমণীয় পুষ্পময় উদ্যান সকল, যাহারা দিবা নিশি শীতল বায়ুকে সুগন্ধ দ্বারা বাসিত করিতেছে; সকলেই একত্র হইয়া তাঁহার হস্তের সুনিপুণ কৌশল ব্যক্ত করিতেছে। ক্রীড়াসক্ত মেষ শাবকগণ, বনবাসী মৃগ সমূহ, সাগরস্থ ভয়ানক কুম্ভীর মকরাদি, অরণ্যস্থ মাতঙ্গ দল,

দূর্ব্বাশায়ী কীট পতঙ্গ, সকলেই তাঁহার অস্তিত্ব, এবং মাহাত্ম্য অহরহঃ প্রকাশ করিতেছে। এই অনন্ত কৌশল জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও যদি ইহার আদি কারণ কৌশল কর্ত্তার প্রতি মনো-নিবেশ না করিলাম, তবে আমারদিগের এই মনুষ্য জন্ম বৃথা হইল। অতএব হে মানবগণ! এই দুর্ল্লভ জন্ম সার্থক কর, পরমেশ্বরে প্রীতি কর; পরমেশ্বরে প্রীতি করিলে নির্ম্মল সুখ যেমন পাইবে এমন আর কদাপি কিছুতেই পাইবে না।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ ব্যাখ্যান

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে

করুণাময় পরমেশ্বর এই অখিল ব্রহ্মা-ণ্ড মধ্যে বিচিত্র মনুষ্য. পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি অসংখ্য

স্থাবর জঙ্গম রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকে নিরীক্ষণ করিলে পরমেশ্বরের অতুল্য এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান, শক্তি, কৌশল, ও মহিমা এবং কৃপা প্রকাশ পায়। কি আশ্চর্য্য নিয়ম এবং শাসন দ্বারা দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল বিভাস পাইতেছে। কেহ কখন এমত দর্শন কিম্বা শ্রবণ করিয়াছেন, যে তাহারদিগের নির্দ্দিষ্ট উদয়াস্তের কাল লেশ পরিমাণেও কদাপি অন্যথা হইয়াছে? "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, এবং মেঘ, বায়ু, মৃত্যু সকলে স্ব স্ব কার্য্যে ধাবমান হইতেছে। পরন্তু অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র জন্তু পর্য্যন্ত সকলের প্রতি অবলোকন করিলে দেখিবেন, যে প্রত্যেকের জীবন পালন এবং সুখ সম্ভোগের উপযুক্ত শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, করুণাময় পরমেশ্বর পরিপাটী রূপে প্রস্তুত

করিয়াছেন। প্রকাণ্ড হস্তিতে যে প্রকার উপ-
যুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদনু-
যায়ি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকাতেও তাহার উপ-
যুক্ত তাবৎ অঙ্গাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। জল
বায়ু প্রভৃতি নানা ভূতে পিপীলিকা অপে-
ক্ষাও শত গুণ সূক্ষ্ম অদৃশ্য জীব আছে,
তাহাতেও তাদৃক্ যোগ্য অঙ্গ সকল রচনা
করিয়াছেন। এমত পরম নিপুণ শিল্প-
কার বিশ্বরচকের জ্ঞান ও মহিমা বাক্য
দ্বারা কি কহিব, মনেরও গম্য হয় না। মনু-
ষ্যের জীবন তিনি কি আশ্চর্য্য করিয়াছেন,
তাহা স্থির হইয়া বিবেচনা করিলে বিস্ম-
য়াপন্ন হইতে হয়। এক বিন্দুমাত্র রেতঃ-
দ্বারা প্রথমতঃ স্ত্রী গর্ভে জীবের সঞ্চার
হয়, দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে থাকিয়া পরে
ঈশ্বরেচ্ছায় সে ভূমিষ্ঠ হয় এবং তদ্গা-
র্ভ ধারিণী কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়া
ক্রমে ক্রমে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বৃ-
দ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রত্যেক অব-
স্থার ক্রমশঃ বৃদ্ধি বিবেচনা করিলে আ-

শ্চর্য্য সাগরে মগ্ন হইতে হয়। তাঁহার কি অসীম ও অনুপম কৃপা, যে তিনি গর্ভে জীবের সঞ্চার করিয়া তাহার ভূমিষ্ঠানন্তর আহারের আবশ্যকতা প্রযুক্ত পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সংস্থান করেন, যাহা বালক প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত পান করিয়া বলিষ্ঠ হয়। শান্ত স্বরূপ পরমেশ্বর সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া প্রজাবর্গের পালনের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। মনুষ্যাদির চিত্তে যদি জগদীশ্বর স্নেহের সঞ্চার না করিতেন, তবে মাতা পিতার স্নেহাভাব প্রযুক্ত সন্তানেরা কোন মতে রক্ষা পাইত না। অতএব তাঁহার কৌশল ও মহিমা ও কৃপা কি আশ্চর্য্য! জগদীশ্বর মনুষ্যকে পশুর ন্যায় অন্য অন্য সকল ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়া তাহার অতিরিক্ত সদসৎ বিবেচনা শক্তি প্রদান দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। অতএব আমারদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হয় কি না যে তাঁহাকে আমরা সর্ব্বদা স্মর-

ণ ও উপাসনা করি, এবং যেরূপ আমরা তাঁ-
হার নিকট হইতে সাধারণ রূপে উপকার
প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্রূপ সাধারণে একত্র হ-
ইয়া তাঁহার ধন্য বাদ করি ? হা ! কি ক্ষো-
ভের বিষয় যে যিনি সকলের কর্ত্তা ও যিনি
পিতার পিতা এবং যিনি রাজাধিরাজ
হইয়া উপযুক্ত রূপে আমারদিগের কা-
মনা পরিপূর্ণ করেন, তাঁহাকে আমরা নি-
মেষের নিমিত্তেও স্মরণ করি না। যে
বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহাত্মারা তাঁহাকে স্মরণ ক-
রেন এবং প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা
করেন, তাঁহারা অমৃত লাভ করেন।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনত্রিংশ ব্যাখ্যান

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সকলের অন্তরে এবং
সকলের বাহিরে স্থিতি করিতেছেন। অ-

নন্ত জ্ঞান পরমেশ্বরের অপার করুণাতে সর্ব্ব কালে বেষ্টিত থাকিয়াও কত ব্যক্তি দিবা রাত্রিতে এক বারও তাঁহাকে স্মরণ করে না! তাহারা কেবল এই সাংসারিক বিষয় ভোগেই হত জ্ঞান হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীর নিরর্থক বা অপবিত্র আমোদেই মগ্ন রহিয়াছে; এই সংসারের কারণ এবং বিধাতা যে করুণা পূর্ণ পুরুষ তাঁহাকে ক্ষণ মাত্রও আলোচনা করে না। কিন্তু যিনি আলোচনা দ্বারা জানিয়াছেন যে কোন্ পরম কারণ হইতে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন, কাহার আশ্রয় দ্বারা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, এবং যাহা কিছু সম্ভোগ করিতেছেন তাহা কাহার প্রসাদাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেই পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ জানিয়া কুকর্ম্মত্যাগে ও সুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকেন। ইহ লোকে পিতা মাতা ভ্রাতা বা অন্য সম্ভ্রান্ত শিষ্ট ব্যক্তির নিকটে লজ্জা

ভয়ে কত কুকর্ম্ম হইতে লোক ক্ষান্ত হই-
তেছে, সাধারণের নিকটে কলঙ্ক ভয়ে কত
দুর্ব্ব্যবহার হইতে নিরস্ত হইতেছে। ইহা-
তে সমুদায় বিশ্বের যিনি পরম পিতা, যাঁহার
সমান আরাধ্য বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, তাঁ-
হার সাক্ষাতে পাপহ্রদে কি প্রকারে
লোক মগ্ন হইতে পারে? পিতা মাতা প্র-
ভৃতির নিকটে অনেক কুকর্ম্ম গোপন করা
যাইতে পারে; কিন্তু যিনি সকলের বাহি-
রে এবং অন্তরে এক কালে বসতি করিতে-
ছেন, এবং যিনি আমারদিগের চিত্ত প-
টের প্রতি বৃত্তান্ত প্রতিক্ষণ পাঠ করিতে-
ছেন, সেই সর্ব্ব সাক্ষি পরম পুরুষের
নিকটে কোন্ বিষয় গোপন রাখা যাইতে
পারে? বরঞ্চ ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তঃস্থ
জানিয়া মনোমধ্যে কুকর্ম্মের আলোচনা
করিতেও লজ্জিত ও ভীত হয়েন। পরমে-
শ্বরকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিয়া সাধু ব্যক্তি
যেরূপ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, সেই
রূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেও উৎসাহী থা-

কেন। মনুষ্য যে প্রকার পক্ষপাতের অধীন তাহাতে এসংসারে লোকের যথার্থ গুণ গৃহীত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর; যদিও কেহ পক্ষপাত শূন্য হয়েন, তথাপি তাঁহার ভ্রম দ্বারা অনেক কপট বেশী অকপটের ন্যায় গণ্য হইতে পারে। বহুমূল্য হীরক এ সংসারে কাচের ন্যায়ও অনাদৃত হইতে পারে, এবং হীরকের ন্যায় কাচও মান্য হইতে পারে; এই প্রকার লোকের ভ্রম প্রযুক্ত কত অযোগ্য ব্যক্তি মহা সমাদর লাভ করিতেছে, যোগ্য ব্যক্তিও তত্তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হয় না। অন্ধ কূপস্থ মণির ন্যায় বা সমুদ্র তলস্থ রত্নের ন্যায় কত সিংহাসনের যোগ্য ব্যক্তি কুটীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই ভূষণ স্বরূপ রত্ন সকল মনুষ্যের নিকটে গোচরও হয় না। কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ ন্যায়বান্ পুরুষ, যিনি আমারদিগের মনেরও অন্তরাত্মা হয়েন, অণু প্রমাণ দোষ গুণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে অপ্রকাশ থাকে না, কোন ছদ্ম ব্যব-

হারও তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতে শক্ত হয় না। তিনি মনুষ্যের ন্যায় একদেশ দর্শী নহেন, তিনি আমারদিগের আজন্ম স্বভাবকে জানেন, আমারদিগের সমুদয় অবস্থাকে দৃষ্টি করেন, এবং মনোগত তাবৎ অভিপ্রায়কে গ্রহণ করেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানস পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেও তিনি আমারদিগের সাধু ইচ্ছাকে দেখেন, এবং তদনুসারে তাহার পুরস্কার স্বরূপ আনন্দ প্রদান করেন। অতএব সৎকর্ম্মের ফল সুখ লাভের প্রতি নিঃশঙ্ক হইয়া ব্রহ্মোপাসক শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই আনন্দিত থাকেন। জগদীশ্বর জানেন, যে ধূলিকণা দ্বারা আমারদিগের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ভ্রমের সহিত আমারদিগের চিত্ত জড়িত রহিয়াছে, অতএব মোহাচ্ছন্ন হইয়া দৈবাৎ কোন অপরাধ করিলেও তজ্জন্য যদি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সাবধান হই, তবে তিনি অবশ্যই আমারদিগকে ক্ষমা করেন। সর্ব্বজ্ঞ

সর্ব্বত্র ব্যাপি এবম্প্রকার করুণাপূর্ণ পর-মাত্মাকে জানিয়া সাধু ব্যক্তিরা কদাপি নৈরাশ পঙ্কে পতিত হয়েন না। যিনি এই প্রকার পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানেন, তিনি সাংসারিক নানা দুঃখ মধ্যে-ও আকুল হয়েন না—গুরু বিপদ্‌কেও বি-পদ্ জ্ঞান করেন না। তিনি যদি মহাদুঃখে মগ্ন হয়েন, পিতা মাতা ভ্রাতৃ বন্ধু হইতে পরিত্যক্ত হয়েন, স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেও বাধ্য হয়েন, তথাপি তিনি একেবারে নি-রাশ হয়েন না। তিনি নিশ্চিতরূপে জা-নেন, যে যে স্থানে থাকুন তাঁহার পরম পিতা পরমেশ্বর, যিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের প্রতি সমান স্নেহ করেন, এবং সর্ব্বত্র প্রকা-শক সূর্য্যের ন্যায় ধনি নির্দ্ধন সকলকেই উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করেন, তিনি এক নিমেষের নিমিত্তেও তাঁহার সঙ্গ পরি-ত্যাগ করিবেন না, এবং করুণা প্রকাশেও বিরত হইবেন না। দাম্ভিক ব্যক্তি যদি

তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, বিপক্ষ যদি গ্লানি করে, শত্রু যদি অত্যাচার করে, বন্ধু যদি প্রতারণা করে, তথাপি তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েন না। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বর যথা উপযুক্ত রূপে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার করিবেন। অশ্রুপাত হইবার পূর্ব্বে যিনি আমারদিগের আন্তরিক যাতনা জানিতেছেন, তাঁহার স্নেহের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে হৃদয়ে সে দুঃখ কত ক্ষণ বাস করিতে পারে। শীত বসন্ত তাঁহারই নিয়মে পরিবর্ত্ত হইতেছে, সুখ দুঃখ তাঁহারই নিয়মাধীন যাতায়াত করিতেছে, জন্ম মৃত্যু তাঁহারই বিধান দ্বারা সঞ্চারিত হইতেছে,—তিনি যাহা করিতেছেন তাহাই মঙ্গলের হেতু হইয়াছে, এই বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়তা থাকিলে পুত্র শোক মনুষ্যকে কতক্ষণ যন্ত্রণা গ্রস্ত করিতে পারে এবং সাংসারিক মোহ তাঁহাকে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখিতে পারে?

"তত্র কোমোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপ-শ্যতঃ।"

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ ব্যাখ্যান

আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীত হইবেক, যে ঈশ্বরের দয়ার আর শেষ নাই, ক্ষমার আর পার নাই। দেখ এক শরীর বিষয়ে অহোরাত্র আমরা কত নিয়ম ভঙ্গ,—কত অত্যাচার করিতেছি, যাহা আমারদিগের নিকটে অত্যাচারই বোধ হয় না, অথচ আমরা কত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। যিনি এই শরীর বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ না করেন,—যিনি আহার, বিহার ব্যায়াম, নিদ্রা প্রভৃতি

তাবৎ শারীরিক কার্য্য উপযুক্ত মত সম্পন্ন করেন, তিনি অতি অপূর্ব্ব সুখাস্বাদন করেন। শরীরের স্বচ্ছন্দতা থাকিলে সুখ আপনা হইতে উপস্থিত হয়। রাজা যদ্যপি হীরক রচিত সিংহাসনোপবিষ্ট হয়েন, আর সুগন্ধি পুষ্প বিস্তৃত কোমল শয্যোপরি শয়ন করেন, তথাপি চিররোগী হইলে তাঁহার তদ্দ্বারা সুখের সম্ভাবনা কি? যে সুস্থকায় কৃষক সমস্ত দিবস পরিশ্রম পূর্ব্বক কেবল শাকান্ন আহার করত পর্ণ কুটীরে কাল যাপন করে; তাহার সুখের নিকটে সে রাজার সুখ কোথায় থাকে; হা! জগদীশ্বরের করুণার কি সীমা আছে? তাঁহার নিয়মানুযায়ি প্রত্যেক কর্ম্মে তিনি বিচিত্র সুখ সংযোগ করিয়াছেন; দিবারম্ভে মুখ প্রক্ষালন, স্নান, ব্যায়াম প্রভৃতি সমস্ত নিত্য কর্ম্ম যথা নিয়মে সম্পন্ন করিলে প্রফুল্লতার হিল্লোলে শরীর কিরূপ আর্দ্র হয়! কোন নীতি কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে চিত্তে কি হর্ষের উদয় হয়!

প্রভুর বদনে সন্তুষ্টির চিহ্ন স্বরূপ ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিলে ভৃত্যের মনে কি আহ্লাদ উপস্থিত হয়! মনোযোগী ছাত্র স্বীয় আচার্য্যের হস্ত নিজ মস্তকোপরি স্থিত দেখিলে আপনার পরিশ্রমকে কিরূপ সার্থক বোধ করে! বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানানুশীলনে যে ব্যক্তি নিমগ্ন হয়েন, তাঁহার তন্নিষ্পন্ন সুখের পরিবর্ত্তে জগৎ সংসারের ঐশ্বর্য্য লইতে প্রবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠ পরোপকারী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি আনন্দ মারুত মধ্যে চিরজীবন যাপন করেন। গঙ্গা যেমন চিরকাল গোমুখী হইতে নির্গতা হইতেছে, তাঁহার মন হইতে তদ্রূপ নির্ম্মল সুখ ক্রমাগত উৎপন্ন হইতে থাকে। ইতর ব্যক্তির হৃদয়ে তাহার অনুরূপ সুখ কি কখন উদয় হইতে পারে? পরমেশ্বর কেবল আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সুখ সংযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি অনায়াস লভ্য বিবিধ সুখের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে মনোহর করিয়া-

ছেন। কোন স্থানে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানের সুসৌরভ ব্রহ্ম রন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত ক- রিতেছে। কোন স্থানে বিহঙ্গ কূজিত সুশব্দ, কর্ণ কুহরে অনবরত সুধা বর্ষণ করি- তেছে। স্থানে স্থানে নবীন দুর্ব্বাময় ক্ষেত্র রমণীয় শ্যাম বর্ণ দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে স্নিগ্ধ করিয়া তৃপ্ত করিতেছে। কুত্রাপি বা নির্ম্মল সরোবর স্থিত অরবিন্দ, রূপ লাব- ন্য দ্বারা চিত্ত হরণ করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীময় এই সকল বিস্তীর্ণ সুখের দ্বারাও পরমেশ্বরের কৃপা তাদৃশ ব্যক্ত হয় না যাদৃশ আমারদিগের দুঃখাবস্থাতে তাহার উপলব্ধি হয়। যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বি- পদের দ্বারা আবৃত হই—যখন সকলে আমারদিগকে পরিত্যাগ করে, তখন তিনি পরিত্যাগ করেন নাঃ তিনি তৎকালে আমা- রদিগের মনে তিতিক্ষাকে প্রেরণ করেন, যাহার সাহায্যে আমরা সমুদায় দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। হা! আমরা এই স্থানে—এই পৃথিবীতে কি করিতেছি।

আমারদিগের এমত পাতা, এমত সুহৃৎ, এমত বন্ধুকে ভুলিয়া রহিয়াছি। আমারদিগকে স্বয়ম্ভূ—এই দেহকে নিত্য জ্ঞান করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছি। এমত করুণাকরকে একবার ভ্রমেও স্মরণ করিনা। এই পৃথিবীতে কাহারও কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে তাহার প্রতি কত কৃতজ্ঞ হইতে হয়। কিন্তু যাঁহার করুণা স্রোতে আমরা অহর্নিশি সন্তরণ করিতেছি—যাঁহা হইতে আমরা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহাতে আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, যাঁহার দ্বারা আমরা তাবৎ সুখসম্পত্তি লাভ করিতেছি, তাঁহাকে স্মরণ না করা কি বুদ্ধিমান্ জীবের উচিত? এই মনুষ্য লোকে সাধারণ অপেক্ষা জ্ঞান যাহার কিঞ্চিৎ অধিক থাকে, তাঁহার প্রতি আমরা কত অনুরাগ প্রকাশ করি; কিন্তু যিনি জ্ঞান স্বরূপ, যাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, তাঁহাতে অনুরাগ করা কি এক কালে উচিত নহে। কোন সুন্দর বস্তু

প্রত্যক্ষ হইলে কত প্রেমের উদয় হয়; কিন্তু যিনি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার প্রতি যাহার প্রেম না হয়, সে কি মনুষ্য? বন্ধু যিনি নেত্রাঞ্জনের ন্যায় প্রিয় হয়েন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইবেক। স্ত্রী কিম্বা পুত্র বা আমাত্য ঐ ন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায়। যে প্রিয় বস্তু—যে বন্ধুর সহিত আমারদিগের নিত্য সম্বন্ধ, যিনি "সএবাদ্য সউশ্বঃ" অদ্য যেমন কল্য তেমন, তাঁহার সহিত প্রীতি হইলে আর বিচ্ছেদের শঙ্কা নাই। যিনি পরমাত্মার সহিত প্রীতি করেন, তিনি আর অন্য কোন বস্তুতে সুতৃপ্ত হয়েন না। তিনি অন্য সকল কথা ত্যাগ করিয়া কেবল আপনার প্রিয়তমের মুখ দর্শনে আনন্দিত থাকেন। পরমাত্মাতে যাঁহার রতি, যিনি পরমাত্মার সহিত ক্রীড়া করেন, তাঁহার কি সুখের অভাব আছে? তিনি সর্ব্বস্থান হইতে—সর্ব্ব বস্তু হইতে সুখ নিষ্পীড়ন করেন। তাঁহার নিকটে এই পৃথিবীই

ব্রহ্ম লোক হয়; তিনি এই স্থানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। "এষ ব্রহ্মলোকঃ।" "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ ব্যাখ্যান

নিত্যোঽনিত্যানাং।

সমুদায় অনিত্য পদার্থের মধ্যে কেবল তিনি মাত্র এক নিত্য পদার্থ হয়েন।

সংসারের কোন বস্তু স্থায়ী নহে। এই মর্ত্ত্য লোকের যে অংশে দৃষ্টি পাত করা যায়, তাহাতেই জন্ম মৃত্যু পরিণামেরই চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়। বৃহদাকার হস্তী হইতে সূক্ষ্মতম কীট পর্য্যন্ত—প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইতে ক্ষুদ্রতম তৃণ পর্য্যন্ত, কোন বস্তু এই স্বভাব হইতে বর্জ্জিত নহে। নদী প্রবাহ ক্রমশঃ পরিবর্ত্ত হইয়া গ্রাম সকলকে ভগ্ন করিতেছে, কুত্রাপি সঙ্কুচিত হইয়া তীরস্থ ভূমিকে

বিস্তার করিতেছে। সমুদ্র কোন স্থানে শুষ্ক হইয়া প্রসারিত দ্বীপ সকল উৎপন্ন করিতেছে, কুত্রাপি তরঙ্গ বলে দেশ সমুদয় ভঙ্গ করিয়া জলসাৎ করিতেছে। অনেক রম্য স্থান, যাহাতে এইক্ষণে রাজার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও এককালে গভীর সাগরের গর্ভ ছিল, এবং সমুদ্র মধ্যে এ প্রকার স্থানও মগ্ন আছে; যাহা কোন কালে রাজ্য, রাজধানী, বা নগরী রূপে বিখ্যাত ছিল। সহস্র বৎসরের অরণ্যও প্রবল বায়ু বেগে ছিন্ন হইয়াছে, বা দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে; এবং ভূমিকম্প দ্বারা কত মনোহর নগর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

এই বিচিত্ররত্না পৃথিবীতে কত সুরম্য রাজ্য, রাজধানী, নগর স্থাপিত হইয়াছিল—কত শোভনতম পাষাণময় অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কালবশে সে সকলও লুপ্ত হইয়াছে—তাহার সংবাদও প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠি-

রাদি কত ধর্ম্ম স্বরূপ ভূপতি অবনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—কত মহামহা দুর্জ্জয় বীর সকল যশঃ সৌরভে পৃথিবীকে আমোদিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের পরাক্রমের চিহ্ন কি আছে ?

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোষলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

তাহারা কি মূঢ়! ক্রমাগত এই অনিত্য পদার্থ সকলের ধ্বংস দেখিয়াও এবং অহরহ মনুষ্যের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও যাহারদিগের চৈতন্য হয় না—অজ্ঞান নিদ্রা তথাপি যাহারদিগের ভঙ্গ হয় না! তাহারা এই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পৃথিবীর উৎপত্তি দ্বারা জীবনকে ধারণ করিতেছে, এই পৃথিবীর সুখেই আসক্ত রহিয়াছে, এই পৃথিবীতেই যেন চিরকাল বাস করিবেক, মুগ্ধ হইয়া তদ্রূপই ব্যবহার করিতেছে; সংসার পার যে অভয় পদ তাঁহাকে নিমেষের নিমিত্তেও স্মরণ করে না।

তাহারা মনে করে না, যে এ সংসারে নিত্য পদার্থ কেহ নাই ; কেবল এক মাত্র তিনিই নিত্য, যিনি এই সংসারের অতীত, সকলের কারণ, অনন্ত স্বরূপ হয়েন। যেরূপ আকাশের পরিচ্ছেদ্য তিনি নহেন, তদ্রূপ কালেতেও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যে সূর্য্য চন্দ্রের উদয়াস্তাদির দ্বারা কালের নির্ণয় হইতেছে, তাহারদিগের জন্মের পূর্ব্বে যিনি বিরাজিত ছিলেন, কাল দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে পরিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে ? এমত কাল উপস্থিত হয় নাই যাহার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন না, এমত কালও বর্ত্তমান হইবেক না, যখন তিনি থাকিবেন না। তাঁহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, বিকার নাই, ধ্বংস নাই।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ।

অতএব যদি নিত্য আনন্দ ইচ্ছা কর, তবে সেই নিত্য পরম সত্য পরমেশ্বরের আরাধনাতে মগ্ন হও, তাঁহার প্রীতিতে

আর্দ্র হও, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে চেষ্টাবান্ থাক, যদ্দ্বারা জন্ম মরণ ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিত্য পরম সুখ মুক্তি লাভ করিবে।

তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান

সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শান্ত জ্ঞান সমুদ্র দ্বারা বিমল আনন্দ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন। সংখ্যাযুক্ত ধন প্রাপ্ত হইলে যখন মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যিনি অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই আনন্দিত কেন না থাকিবেন? আপনার ভূমিতে এক স্বর্ণ খনি প্রাপ্ত হইলে স্বচ্ছন্দাবস্থায় ইহকাল যাপন করিবার আশায় যখন লোক হর্ষ

যুক্ত হয়, তখন যিনি সেই স্বর্ণ খনি লাভ করিয়াছেন, যাহা নিত্যকাল তাঁহাকে ভাগ্যবান্ রাখিবেক, যাহা সকল সময়েই পূর্ণ, যাহা কখনই হ্রাস হয় না, তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত কেন না থাকিবেন? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্র ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত হউন, হৃদয় গত ভার্য্যা কিম্বা মিত্র তঁহাকে প্রতারণা করুক, স্বাভাবিক স্বাধীনত্ব বিনষ্টকারি দারুণ দরিদ্রতাতে তিনি পতিত হউন, কিন্তু তাঁহার নিকট এমত এক কুঞ্চিকা আছে যদ্দ্বারা ইচ্ছা করিলেই তিনি মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রগাঢ় সুখ লাভ করেন, যে সুখের সহিত কোন সাংসারিক সুখের তুলনা হইতে পারে না। যদ্রূপ শারদীয় রজনীতে প্রবল বায়ুর অত্যাচার ও প্রচুর বারিবর্ষণ পরে পরিষ্কৃত আকাশে পূর্ণ শশধর প্রকাশ হইলে অভিনব বিরাম প্রাপ্ত বৃক্ষ সকল তাঁহার সুচারু আলোক স্তব্ধ পুলকে পান করিতে থাকে, নদী হ্রদ সকল স্থির আনন্দে তাঁহার সেই রমণীয়

কোমল জ্যোতি সম্ভোগ করে, সমস্ত জগৎ নির্ম্মল শান্ত সুখ ক্রোড়ে বিশ্রাম করে, তদ্রূপ দুঃখ ঝটিকা ও চক্ষু সলিল বর্ষণ পরে জ্ঞান চন্দ্রালোক প্রকাশ পাইলে চিত্ত বিমল পরিশান্ত সুখ সম্ভোগ করে। পরমেশ্বর যে রোগের ঔষধ নাই তাহার ঔষধ, যে দুঃখের উপায় নাই তাহার উপায়। অর্থ হীন হইলে পিতা নিন্দা করেন, মাতাও নিন্দা করেন, ভ্রাতা সম্ভাষণ করেন না, ভৃত্য অমান্য করে, পুত্র বশে থাকে না, কান্তা অসন্তুষ্ট হয়েন, সুহৃৎ অর্থ প্রার্থন ভয়ে আলাপ মাত্রও করেন না; কিন্তু পরমেশ্বর একরূপ নহেন, তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যিনি তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি ধনী হউন বা দরিদ্র হউন, তাঁহার নিমিত্তে তিনি আপনার ক্রোড় সর্ব্বদাই প্রসারিত রাখিয়াছেন। যদ্যপি রক্ত মাংসের গুণ প্রযুক্ত মনের ধৈর্য্যতা কখন কখন দ্রব হইয়া চক্ষু সলিলে পরিণত হয়, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ক্লেশ দ্বারা এককালে ভগ্ন

চিত্ত হইয়া ম্রিয়মাণ হয়েন না; তিনি ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপে গাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ও আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করিয়া আপনার মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখেন। তিনি এতদ্রূপ দুঃখাবস্থাতে ঈশ্বরের কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন; কারণ তিনি যত আপনার ধৃতি শক্তি বর্দ্ধমান দেখেন, ততই মানবীয় ক্ষীণতার উপর আপনাকে উত্থিত দেখেন, এবং ততই মহত্তর সুখাস্বাদন করেন। তিনি সেই দুঃখকে মঙ্গল-পূর্ণ বিশ্বকর্ত্তার বিশ্ব কৌশলের প্রতি সহকারী জানেন, সন্তোষ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই কৌশল চক্রকে যথাসাধ্য অগ্রসর করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। দুঃখ তাঁহাকে কি প্রকারে কাতর করিতে পারিবে, যখন প্রেমাভিষিক্ত আনন্দময় লোক সকলের প্রতি এবং সেই নিত্য কালের প্রতি তাঁহার মনশ্চক্ষু সর্ব্বদাই স্থির রহিয়াছে, যে নিত্য কা-

লের তুলনায় ইহকাল এক পল মাত্র, যে নিত্য কালে সেই বিশ্বের কৌশল ও স্রষ্টার লক্ষ্য পূর্ণ রূপে প্রকাশ দেখিবেন, যে নিত্য কালে পরম পাতা তাঁহাকে অখণ্ড শাশ্বত সুখ প্রদান পূর্ব্বক আপনার অনুরূপ ও সহবাসি করিয়া রাখিবেন। এতদ্রূপ ব্যক্তির বিত্ত অপহৃত হউক, কিন্তু পরমেশ্বরের প্রসন্নতা যে তাঁহার পরম ধন তাহাকে কে অপরণ করিতে পারে? যথা সংস্থান কিম্বা উপজীবিকা থাকিলে তাহাতেই তিনি আপনার বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা, পরিমিত ব্যয় দ্বারা, স্পর্শমণি স্বরূপ সন্তোষ দ্বারা অনায়াসে কালযাপন করিয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করেন। তিনি যদি ধন সৌভাগ্যের নিমিত্তে যত্ন করেন, আর সে যত্ন যদি তাঁহার সিদ্ধ না হয়, তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না, কারণ তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে যে পরম পুরুষ তাঁহাকে ধন প্রদান করেন নাই, তিনি তাঁহার কুশল তাঁহা হইতে উত্তম রূপে জানেন। অন্যায় উপায় দ্বারা

ধনোপার্জ্জন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ তিনি এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন যে পরমেশ্বর " মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং " তিনি জানেন যে যে মিথ্যাচরণ করে " সমূলোবাএষ পরিশুষ্যতি " সমূলে সে পরিশুষ্ক হয়। তিনি ইহাও বিবেচনা করেন যে সেই ব্যক্তি সংসারিক কর্ম্ম বিষয়ে সুচতুর, যিনি অন্তরস্থ রিপু ও অজ্ঞ বন্ধুদিগের অসৎ মন্ত্রণার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্ম হইতে এক পাদও অন্যগতি হয়েন না—ইহ কালের নিমিত্তে পরকাল নষ্ট করেন না। লোকের নিকট যশ ও মান না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বিমর্শ থাকেন না, কারণ তিনি জানেন যে এই অনিত্য সংসারে যশ ও মান নিত্য নহে। যে সুখ চঞ্চল প্রশংসা-বায়ুর প্রতি নির্ভর সে সুখের প্রতি নির্ভর কি! এইরূপ চিন্তা সকলের দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ধৈর্য্য ও সন্তোষ অভ্যাস করেন। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে দুঃখ সময়ে সন্তোষ ও ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ

চিত্ত দ্বারা ব্রহ্ম চিন্তা করিলে আনন্দের উদ্ভব অবশ্যই হয়। জল শূন্য আতপোত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুময় মরুভূমিতে পথিক অনেক দূর গমন করত তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্তিযুক্ত হইয়া পরে হঠাৎ সুশীতল ছায়া ও জল প্রাপ্ত হইলে যদ্রূপ পরিতৃপ্ত ও সুখী হয়েন, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি উত্তপ্ত বালুকা ক্ষেত্র এই দুঃখময় সংসারে ঈশ্বর পদার্থ পাইয়া সুতৃপ্ত ও সুখী হয়েন। এতদ্রূপ দুঃখ মোচনকারী পদার্থের মূল্যের কথা কি কহিব? এপদার্থ প্রিয়তম ব্যক্তিকে প্রদান করা তাঁহার প্রতি প্রীতির মহত্তম চিহ্ন হইয়াছে। যে পদার্থকে যথার্থ রূপে চিন্তা করিলে মহান্ সুখের উদ্ভব অবশ্যই হয়, তাঁহাকে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুখী থাকেন—আনন্দকর বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তিনি জগৎ কেবল মঙ্গলের আলয় রূপে দেখেন, তাঁহার নিকট সকল বস্তুই মধুস্বরূপ হয়। তাঁহার নিকট বায়ু মধু বহন করে, সমুদ্র মধু

ক্ষরণ করে, ওষধি মধুরাবৃত দেখায়, রাত্রি মধুরূপে প্রতীত হয়, উষা মধুস্বরূপ হয়, পৃথিবী মধুর বেশ ধারণ করে, বনস্পতি মধু স্বরূপ হয়, সূর্য্য মধু স্বরূপ হয়, সমস্ত বিশ্ব মধু রূপে প্রকাশ পায়।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা-
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

জল পান দ্বারা তৃষ্ণা শান্তি হইলে যে প্রকার সন্তোষের উদয় হয়, জ্ঞানামৃত পান দ্বারা জ্ঞান পিপাসার পরিতোষ হইলে তদ্রূপ নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয়। এই জ্ঞানাভিলাষ বশতঃ মাতৃক্রোড়স্থিত শিশু স্বীয় জননীর বদন নিঃসৃত অদ্ভুত কথা সকল ব্যগ্র হইয়া শ্রবণ করে, বয়স্ক ব্যক্তি পুরাণ ইতিহাসের আশ্চর্য্য বর্ণনা সকল ব্যা-

কুল হইয়া গ্রহণ করে, জিজ্ঞাসু অধ্যায়ী ঘোর নিস্তব্ধ রজনীতে পুস্তকোপরি নেত্রকে নিযুক্ত করিয়া একাকী কেবল দীপ আলোক সঙ্গে অবস্থিতি করেন, ও তাবৎ সংসারকে বিস্মৃত হইয়া শাস্ত্র সিদ্ধান্তে চিত্তকে নিমগ্ন করেন। এই স্বভাব বশতঃ দূর দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক অকস্মাৎ কোন অজ্ঞাত অসাধারণ বস্তু সন্দর্শন করিলে তাহার গুণাগুণ জানিবার জন্য আমারদিগের আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হয়, এবং তাহার জ্ঞান লাভের পরিমাণ ক্রমে আমারদিগের আনন্দের বিস্তার হয়। সে বস্তুর দ্বারা আমরা কোন সাংসারিক উপকার প্রাপ্ত না হই, আমারদিগের রসনাকে তৃপ্ত না করি, অপর কোন বাসনা পূর্ণ না হয়, তথাপি কেবল তাহার জ্ঞান আলোচনা মাত্রেই এমত প্রগাঢ় হর্ষের উদয় হয় যে তজ্জন্য শারীরিক ও সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও সে রমণীয় জ্ঞান আলোচনাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। জ্যোতিষ

আদি তাবৎ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে যে উৎসাহ জন্মে, তাহার এই কারণ, এবং তাহাতে যে আনন্দের অনুভব হয়, সে এই প্রকার আনন্দ। অজ্ঞ ব্যক্তি যে সংসারকে পরস্পর অসংলগ্ন কেবল বিশৃঙ্খল বস্তু রাশি মাত্র দৃষ্টি করে, বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা সুচারু সজ্জীভূত প্রাসাদের ন্যায় তাহাকে সুশৃঙ্খল ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখেন। তিনি আনন্দের সহিত চিন্তা করেন যে এক এক সুকৌশলযুক্ত ক্ষুদ্র কারণে সংসারের কি বিচিত্র ও পরস্পর বিপরীত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে! ইহা অপেক্ষা আনন্দ জনক চিন্তা আর কি আছে যে যে কারণে চতুর্দ্দিক্ দেদীপ্যমান হইয়া মনুষ্য পশু বিহঙ্গ সমুদয়কে দাহানল জ্বালাতে অস্থির করে, সেই কারণে কোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করে, এবং সমুদ্র নদী নির্ঝর সেই কারণ দ্বারাই আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রমণীয় বারিধারা বর্ষণ পূর্ব্বক ভূষিত মেদিনীকে

সুশীতল করে! শুভ্র জ্যোতি অমূল্য হীরক যে পদার্থে রচিত হইয়াছে, কুৎসিত মলিন অঙ্গার খণ্ডও তাহারই দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে! জীবন শূন্য পৃথিবীস্থ ধূলিকণা সকল নানাবিধ তৃণ শস্য বৃক্ষ রূপে সজীব হইতেছে, সেই শস্যাদি মনুষ্য পশু পক্ষি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহারদিগের শরীরের মাংস শোণিত রূপে পরিগণিত হইতেছে, এবং সেই শরীর সকল নির্জীব ভূমিসাৎ হইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়ম ক্রমে শস্যাদি রূপে পুনর্ব্বার অন্য জীবের দেহকে পোষণ করিতেছে—একবার যাহা এক মনুষ্যের দেহ ছিল দ্বিতীয় বার তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া তাহার পুত্র পৌত্র আত্মীয় প্রতিবাসি বা অন্য মানবের শরীর রূপে পরিণত হইতেছে! যে সূর্য্য প্রভা উজ্বল রৌপ্য বর্ণে সমুদায় জগৎ শুভ্র করিতেছে, তাহার প্রত্যেক কিরণ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়া উষা কালকে রক্তিম বসনে শোভিত করিতেছে, সন্ধ্যাকে বিবিধ সুরম্য

বর্ণে চিত্রিত করিতেছে, তৃণ পল্লবকে সুচারু শ্যামল শোভাতে মনোহর করিতেছে, এবং সেই সূর্য্য প্রভাই শ্বেত রক্ত শ্যাম পীত বিচিত্র অলঙ্কারে কুসুম দলকে রমণীয় করিতেছে! যে শক্তি বশতঃ তরু শাখা বিগলিত ফল পুষ্প ভূমিতে পতিত হয়, সেই শক্তি দ্বারা প্রতি দিবস নদী সাগরের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এবং সেই শক্তি দ্বারা নিয়মিত থাকিয়া চন্দ্রলোক পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে ও গ্রহ ধূমকেতু সমুদায় স্ব স্ব পথে নিয়োজিত থাকিয়া আকাশে ভ্রাম্যমাণ হয়, এই সকল মহৎ চিন্তা অপেক্ষা চিত্তের মহোৎসব আর কিআছে? কিন্তু এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের পরম ফল তখন লাভ হয় যখন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই বিদ্যার সহিত ব্রহ্মবিদ্যাকে সংযুক্ত করেন,—বিশ্বরূপ যন্ত্রের আলোচনা দ্বারা তাহার পরম যন্ত্রি বিশ্বাধিপের সহিত সাক্ষাৎ করেন—যখন সেই মহতী শক্তিকে অনুধাবন করেন, যে শক্তি এই দেদীপ্যমান দিবাকরকে প্রজ্বলিত

করিয়া জগৎ প্রদীপ্ত করিয়াছে, মেদিনী অপেক্ষা সহস্র গুণ প্রসারিত মহাবেগে ঘূর্ণায়মান ধূমকেতু সকলকে অনন্ত আকাশ সাগরে ভাসমান করিয়াছে এবং অসংখ্য জ্বলন্ত সূর্য্যকে গগনময় বিস্তৃত করিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছে, যাহারদিগের জাজ্বল্য প্রভা কোটি যুগেও নির্ব্বাণ হয় না! তখন বিশ্ব আলোচনা দ্বারা তাঁহার চিত্ত বিশ্বের ন্যায় প্রসারিত হইয়া বিশ্বপাতার আশ্চর্য্য স্বরূপে মিলিত হইয়া যায়। তখন আনন্দ ভোগ জন্য তাবৎ বিশ্বই তাঁহার ঐশ্বর্য্য হয়। গণিত শাস্ত্র বেত্তা কেবল গণিত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আহ্লাদিত হয়েন, জ্যোতির্ব্বেত্তা কেবল সূর্য্য চন্দ্রাদির গতিবিধি পরিমাণ সিদ্ধান্ত করিয়া আনন্দিত হয়েন, শারীরিক বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি শোণিত সঞ্চালনাদি শরীর ধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, কিন্তু ব্রহ্ম বিদ্যাতে নিপুণ পুরুষ তাবৎ বিশ্ব কার্য্যকে তাহার কারণের সহিত এককালে

প্রতীতি করেন—জ্যোতিষ কি গণিত কি অন্য পদার্থ বিদ্যা, সমুদায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে তিনি সেই এক অনন্ত কৌশলের অঙ্গ সকল দৃষ্টি করেন—এক বিন্দু বালুকা কি অসীম নক্ষত্র মণ্ডল, সর্ব্ব বস্তুতে এক অখণ্ড জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ দেখেন; অপর মনুষ্য যে স্থানকে সূর্য্য প্রভাতে দীপ্তবান্ দেখেন, তিনি সেখানে তাঁহার বরণীয় পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন; নক্ষত্র জ্যোতিতে তাঁহারই জ্ঞান জ্যোতিকে অবলোকন করেন, সুশীতল বৃষ্টি ধারাতে তাঁহাকেই তৃপ্তিকর রূপে বিরাজমান দেখেন, ঘন বিরল শ্যামবর্ণ শস্য ক্ষেত্রে তাঁহাকেই পাতা রূপে প্রতীতি করেন, নদী নির্ঝরের নির্ম্মল লহরী লীলাতে সেই পরম মঙ্গল স্বরূপের মঙ্গল লীলা প্রত্যক্ষ করেন, এবং দিব্য লাবণ্য শোভিত পূর্ণচন্দ্রের অমৃত ধারাকে তাঁহারই করুণারসে আবৃত দেখেন। অপর ব্যক্তি যে স্থানকে শূন্য দেখে, তিনি সেখানে তাঁহাকে পূর্ণ দেখেন। তিনি তদ্বৎ

বিশ্বকে ব্রহ্ম সত্তাতে পরিপূরিত দেখেন, এবং অবশেষে ব্রহ্ম জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া ব্যক্ত করেন, যে

সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ॥

বিজ্ঞান আলোক দ্বারা তিনি সর্ব্বভূত ও সর্ব্ব নিয়মকে পূর্ণ মঙ্গলের আলয় জানিয়া তাহার মঙ্গল কারণ আনন্দ স্বরূপের প্রেমস্নেহে দ্রব হয়েন—তখন অখণ্ড শাশ্বত পূর্ণ সুখ, যাহার তুলনায় অপর সুখ সুখই নহে, এবং যে সুখ পিপাসায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছিল, সেই মুক্তি সুখাস্বাদন ইহ লোকেই প্রাপ্ত হয়েন, এবং এখানে অল্প কাল নিমিত্তে যে আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন তাহার নিত্য উপভোগ জন্য মোক্ষ সাধনায় নিয়ত রত থাকিয়া পরান্ত কালে পরামৃত লাভ করেন।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্ব্বিংশ ব্যাখ্যান

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান যন্তেব বাজিনা।

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ অপহরণশীল বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে জ্ঞানি ব্যক্তি যত্ন করিবেন।

কিন্তু এবাক্যের সম্যক্ তাৎপর্য্য গ্রহণ অভাবে কত অনিপুণ ব্যক্তি মহাভ্রমে অন্ধীভূত হইয়া সবল ইন্দ্রিয় সকলকে অবশ করিতেছেন। সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় সুখকে এককালে প্রকৃত পাপ সম অপবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহার উচ্ছেদে সচেষ্ট হইতেছেন। ইহা প্রত্যক্ষ প্রতীত হইয়াছে যে কোন কোন সাধক লৌহ শলাকা প্রবেশ দ্বারা স্বীয় নেত্রকে অন্ধ করিয়াছেন, কেহ বা কোন স্থূল পদার্থ নিবিষ্ট করিয়া কর্ণ কুহরকে অবরোধ করিয়াছেন, কত শত ভ্রান্ত ব্যক্তি হস্তপদাদি অঙ্গ বিশেষকে

সম্যক্ রূপে অবশ করিয়াছেন। দোষযুক্ত ইন্দ্রিয় সুখের ন্যায় নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় সুখও তাহারদিগের নিকটে দূষ্য, এবং ইন্দ্রিয় সকলকে উচ্ছিন্ন করাই তাঁহারা কর্ত্তব্য জানিয়াছেন। ইহা তাঁহারা আলোচনা করেন না যে যে জগদীশ্বর এই বিশ্ব রাজ্য মধ্যে নিষ্প্রয়োজনীয় এক তৃণ মাত্র, কি এক কণা মাত্র সৃষ্টি করেন নাই, তিনি তাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় সকলকে সুতরাং তাঁহারদিগকে কি নিরর্থ এই মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছেন? সুখ অবশ্য মঙ্গল, ও দুঃখ অবশ্য অমঙ্গল, এবং মঙ্গল সকলেরই প্রার্থনীয়। যদিও সর্ব্বাপেক্ষা অনন্ত গুণ উৎকৃষ্টতর মঙ্গল ধর্ম্ম হইয়াছে, এবং শত সংসার সুখের পরিবর্ত্তে এক ধর্ম্ম লাভ অতি শ্রেষ্ঠ লাভ; তথাপি যে স্থলে ধর্ম্ম হানি না হয়, সে স্থলে আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার উদার করুণাবিতরিত আনন্দকে প্রতিজ্ঞার সহিত পরিত্যাগ করা কখন কর্ত্তব্য নহে। যখন ইন্দ্রিয় সুখ দ্বারা বীর্য্য হানি, ধৈর্য্য-

ক্ষয়, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মোপযোগী কাল হরণ বা অন্য নির্ম্মলতর আনন্দের নিবারণ না হয়, তখন সে সুখ সম্ভোগ পরম পুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার সহিত কর্ত্তব্য। জগদীশ্বরের পরম মহিমা এবং আম্মারদিগের পরম সৌভাগ্য যে বিকৃত বুদ্ধি দ্বারা আয়াস যুক্ত চেষ্টা একান্ততঃ করিয়াও সেই মঙ্গল স্বরূপের মঙ্গল অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণ রূপে হেলন করা কাহারও সুসাধ্য নহে। বসন্ত কালে যখন রসপূর্ণা পৃথ্বী সুরম্য সুবর্ণপুষ্প পরিচ্ছদ পরিধান করে, যখন পুষ্প ভারাবনত তরু শাখা সকল সুন্দর মরুৎ হিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত কুসুম বর্ষণে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে, ও সুগভীর নিগূঢ় অরণ্য মধ্য হইতে পক্ষিদিগের নানাবিধ সুমধুর সঙ্গীত স্বর অনবরত কলিত হইতে থাকে প্রাবৃট্ কালে যখন ঘন বিরল দল পল্লবাবৃত শাখা সংযুক্ত নিবিড় তরু লতা সুচারু শ্যামল শোভাতে নয়নকে পরিতৃপ্ত করে; শরৎকালে যখন অমং-

খ্য দিব্য হীরক খচিত নীলোজ্জ্বল বিমল গগন চন্দ্রাতপে সুধাকর পূর্ণচন্দ্র ললিত লাবণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলকে সুধা-ময় করে; তখন যাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে, ও শ্রবণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহার সবশ আছে, তা-হার চিত্ত সুখ রসে আর্দ্র না হইবার কি সম্ভাবনা আছে? আমারদিগের পরম পিতা আমারদিগকে নানা মতে সুখমগ্ন করিবার অভিপ্রায়েই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহার এক উপায় স্বরূপ সুসেব্য সুখদ দ্রব্যেতে বিশ্বকে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। আমার-দিগের কি উচিত যে আমরা তাহার এই উদার প্রসন্নতাকে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ও তজ্জন্য তাঁহার অপার মহিমা ধ্বনি উচ্চারণে পুলকিত না হইয়া ম্লান বদনে নিরুৎসাহে স্থিতি করি, এবং তাঁহার মঙ্গল কৌশলের বিপক্ষে সেই সুখ সম্ভোগ শক্তি উচ্ছেদ জন্য স্বেচ্ছা পুর্ব্বক সচেষ্ট হই? নিয়মিত ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ দোষ যুক্ত নহে, বরঞ্চ

প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তাহা হইতে বর্জ্জিত হইলে বা সুখাকর ইন্দ্রিয় দ্বার সকলকে বিনষ্ট বা অবশ করিলে মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মার পরম করুণাকে অবহেলা করা হয়, এবং এরূপ ব্যবহারকে তাঁহার সাধনা রূপে গ্রহণ করাও অপরাধের কারণ হয়। ইন্দ্রিয় সুখ শক্তির অত্যাচরণই পাপের হেতু হইয়াছে, এনিমিত্ত মিতাচার এক পৃথক্ ধর্ম্ম রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সুখ লালসাকে যাঁহারা অসাধারণ প্রজ্বলিত করেন তাঁহারদিগের প্রত্যক্ষ শাস্তি ইহ লোকেই সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়। যদিও ইহার পারত্রিক ফল না হইত, তথাপি বীর্য্যহানি, অলস বৃদ্ধি, ও শত প্রকার শরীর যাতনাই ইহার বিষম শাস্তি। কিন্তু এ সমস্ত ব্যতিরেকেও প্রকট আমোদ সম্ভোগের অভ্যাসবশতঃ সর্ব্ব স্থান এবং সর্ব্বাবস্থা প্রাপ্য সহস্র বিধ ক্ষুদ্র আনন্দ ভোগে যে বিতৃষ্ণা জন্মে ইহাও অল্প যন্ত্রণা নহে। কিন্তু অমিত ভোগের এই সকল ফলও

তখন অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়. যখন ইহার দ্বারা মুখ্য রূপে ধর্ম্ম হানি সম্ভাবনার প্রতি বিবেচনা করা যায়। যিনি আপনার আত্মাকে কেবল ইন্দ্রিয় সুখ সেবনেতেই বিমুগ্ধ রাখেন, মোহ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকর্ষণ করে, এবং তখন তিনি পাপ প্রলোভকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া অধর্ম্মের দাসত্বে নিযুক্ত হয়েন ; ও যে সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে পরমেশ্বর তাঁহার সুখাভিপ্রায়ে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহারা তখন তাঁহার চির দুঃখের কারণ হয়। অতএব ইন্দ্রিয় বৃত্তির অত্যাচরণ মহা অপরাধের হেতু।

মনুষ্যের কি বিপরীত সংস্কার ! কেহ স্বীয় স্বভাবের অত্যাচরণ দ্বারা গভীর মোহ পঙ্কে নিমগ্ন হয়, কেহ বা অত্যাচরণ ভয়ে পলায়িত হইয়া কণ্টক ময় দুঃখারণ্যে প্রবেশ করে ; কিন্তু সংসারের মধ্যবর্ত্তি পথে—সেই এক মাত্র সুখপ্রদ পথে চিত্ত চালনা করিতে অতি অল্প লোকে প্রবৃত্ত

হয়। যে নিপুণ পুরুষ সেই সত্য পথকে আশ্রয় করিয়াছেন—যিনি এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে আপনার ও জগতের মঙ্গল-ব্রতে ইন্দ্রিয়গণকে ব্রতী করাই যথার্থ ইন্দ্রিয় সংযম, তিনিই বিশ্ব রাজার প্রিয় প্রজা হয়েন—তিনিই সংসার পার পরম পদকে অচিরাৎ প্রাপ্ত হয়েন।

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যান

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব॥

করুণাময় পরমেশ্বরের সত্তা ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা এই পৃথিবীর চেতনাচেতন ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ বস্তু দ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছে। ইহা জগৎ বিদিত যে যে অর্ব্ব-

সুতরাং অর্থোপার্জ্জনেতে পরমার্থ উপাসনা বিস্মৃত হয়েন। ঐ সকল লোকেরা যে ধনোপার্জ্জনার্থে আত্যন্তিক চেষ্টা করেন, তাহার বিশেষ এক কারণ এই, যে তাঁহারা ধনকেই তাবৎ সুখের মূল বোধ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, সে রূপ বোধ কেবল তাঁহারদিগের ভ্রম মাত্র। ধন দ্বারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোগ এবং উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান নির্ব্বাহ হয় বটে, কিন্তু তন্মাত্রকে সুখ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; সুখ ও দুঃখ মনের ধর্ম্ম। মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইবার যদি কোন উপায় থাকিত, তবে অবশ্য দেখা ও দেখান যাইত, যে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া ভ্রমণকারিদিগের মধ্যে শত শত ব্যক্তি মানসিক দুঃখে দুঃখিত রহিয়াছেন। বাস্তবিক সদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা যদিও গর্হিত এবং নীতি বিরুদ্ধ না হউক, তথাপি তাহাতে আসক্ত হইয়া কেবল তদর্থ চেষ্টায় জীবন ক্ষেপ

করাতে মনুষ্য জন্মের সার্থক্য কদাপি নাই; যেহেতু নীতিজ্ঞ হইয়া উত্তম রূপে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ এবং জগদন্তর্গত ভৌতিক পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্তে পরমেশ্বর মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঐ বিভু স্বসৃষ্ট মনুষ্য পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে সামান্যতঃ আহার নিদ্রা প্রভৃতি কতিপয় সাধারণ ধর্ম্ম প্রদান করিয়া মনুষ্য-জাতিকে পশ্বাদি হইতে পৃথক্ এবং প্রধান করিবার নিমিত্ত তাহারদিগকে বুদ্ধি এই এক পদার্থ অধিক দিয়াছেন। অতএব যে মনুষ্য পশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় সেবা সম্পন্ন হইলেই আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করেন, তিনি পশ্বাদির মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। আর পরাৎপর পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য মানব জাতিকে বুদ্ধি দিয়াছেন, যে ব্যক্তি শিক্ষা দ্বারা ঐ বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদন পুরঃসর তত্ত্বজ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া উক্ত অভিপ্রায় সফল না করেন তিনি কখনই

নিরতিশয় আধ্যাত্মিক সুখাস্বাদনে অধিকারী হইতে পারেন না।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ষড়্‌বিংশ ব্যাখ্যান

শান্তং শিবমদ্বৈতং ॥

পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি করা এবং সকল অবস্থাতে তাঁহার প্রতি মনের তুষ্টি রাখা ব্রহ্মোপাসকদিগের উপাসনা হইয়াছে। এই বিশ্বের রচনা যে কেবল তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে এমত নহে; ইহার প্রত্যেক অংশ তাঁহার অনন্ত করুণাকেও সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিতেছে। যে পরিমাণে জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে, সেই পরিমাণে মনুষ্যের মনে পরমেশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মিতেছে। যাহার বোধ হই-

য়াছে যে সাধারণরূপে আমারদিগের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা জন্য ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সুবোধ ব্যক্তির মন তাঁহার প্রতি প্রেম রসে কেন না আর্দ্র হইবে? যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে পরমেশ্বর অতি সুশ্রাব্য যে স্বর, সেই স্বর পক্ষিগণকে প্রদান করিয়া এবং যাহার ঘ্রাণ অতি মনোরম্য, সেই সৌরভ দ্বারা পুষ্প সকলকে রমণীয় করিয়া ধরণীর সকল ভাগে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং যে বর্ণেতে দৃষ্টির সুখ জন্মে, সেই বর্ণ দ্বারা যখন উপরে তাবৎ আকাশকে এবং নিম্নে তৃণ পত্রাদিকে চিত্রিত করিয়াছেন, তখন তিনি আমারদিগের সুখের জন্য যে এই পৃথিবীর রচনা করিয়াছেন, তাহার-সন্দেহ কি? কোন কোন বিষয়ে আপাততঃ ক্লেশ বোধ হয় বটে, কিন্তু বিচারতঃ সে ক্লেশ পর্য্যন্ত আমারদিগের হিতের জন্য হইয়াছে। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যদি ক্লেশের অনুভব না হইত, তবে নিয়মিত কালে ক্ষুধা শান্তির যত্ন না

করাতে শরীর ক্রমে ভগ্ন হইতে পারিত। নিদ্রার প্রয়োজন হইলে যদি দুঃখ অনুভব না হইত, তবে আমোদ বা অন্য কার্য্য দ্বারা সমস্ত রাত্রি জাগরণ হইলে অনায়াসে পীড়া উপস্থিত হইতে পারিত। রোগগ্রস্ত হইলে যদি অসুখ বোধ না হইত, তবে আরোগ্যের জন্য চেষ্টা না করাতে ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষয় হইয়া নষ্ট হইত। পুত্রাদির পীড়া এবং বিয়োগ জন্য যদি যন্ত্রণা এবং শোক অনুভূত না হইত, তবে তাহারদিগকে পালন করিতে যত্নের ত্রুটি হইত। অতএব প্রত্যক্ষ স্পষ্ট সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দূরে থাকুক, যে সকল বিষয় দুঃখের কারণ জ্ঞান হয়, তাহাতেও পরমেশ্বরের পূর্ণ দয়া প্রকাশ পাইতেছে। যদিও অনন্ত পরমেশ্বরের করুণার দৃষ্টান্তও অনন্ত এপ্রযুক্ত সে সমুদয় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য, তথাপি এক বিষয় যাহা পুনঃ পুনঃ অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে, তাহা বলিতে অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিতেছে। পরমেশ্বর

মনুষ্যকে যে এক অভ্যাস শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্ত আর কি অবশিষ্ট রাখিয়াছেন? ইহার দ্বারা তিনি সকল দুঃখের শমতা করিয়াছেন, এবং আপনার পক্ষপাতের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর করিয়াছেন। যিনি যে অবস্থায় থাকুন, তাঁহার জীবন অভ্যাস দ্বারা সেই অবস্থার যোগ্য হয়। ধনি ব্যক্তি প্রতি দিন পায়সান্ন ভোজন দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট হয়েন, নির্দ্ধন ব্যক্তি শাকান্ন আহার দ্বারা তদপেক্ষা অল্প সুখী হয়েন না, অট্টালিকার অধিকারী অট্টালিকায় বসতি করিয়া যেরূপ সুখী হয়েন, পর্ণ নির্ম্মিত কুটীর বাসী তাহার অপেক্ষা অল্প সুখী হয়েন না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বে যিনি গৃহ মধ্যে স্নিগ্ধ ছায়াতে থাকিয়াও গ্রীষ্ম জন্য কাতর হইতেন, অভ্যাস বশতঃ তাঁহার শরীরে সূর্য্যের উত্তাপও সহ্য হইতেছে দিন দিন মনুষ্যের অবস্থা যেমন পরিবর্ত্ত হইতে

থাকে, তাহার সঙ্গে দিন দিন তিনি সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থার যোগ্যতাও উপার্জ্জন করিতে থাকেন। এই আশ্চর্য্য সামর্থ্য না থাকিলে মনুষ্য এ পৃথিবীর যোগ্য হইত না। হে জগদীশ্বর তোমার এই করুণা এবং মহিমা যেন ক্ষণ কাল নিমিত্তে বিস্মৃত না হই।

আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করিতেছি যে তিনি প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি বিশেষ বিশেষ উপকার করিতেছেন। কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার শৈশব কাল অবধি সমুদয় অবস্থা আলোচনা করেন, তবে তাঁহার স্মরণ হইবে যে তিনি কত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং কত আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন, এবং কত বিষয়ে আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অবশ্য উপলব্ধি করিবেন যে চক্ষুর অগোচর এক জন রক্ষা কর্ত্তা রজনীতে নিদ্রাকালে এবং দিবসে জাগ্রৎ কালে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। এবম্প্রকার করুণাপূর্ণ

পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া যাহার মন পুলকিত না হয়, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যায়?

তিনি আমারদিগকে যেপ্রকার স্বভাব যুক্ত করিয়াছেন, এবং যেরূপ অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল আমারদিগের হিতের নিমিত্তেই হইয়াছে; আমরা অন্ধ জীব, অন্ধকার কুটীর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় জ্ঞানের আলোক দ্বারা এক এক বার কিঞ্চিৎ মাত্র দর্শন করি। আমরা সকল বিষয়ের একদেশ মাত্র দৃষ্টি করি, সমুদয়ে নেত্র ক্ষেপ করিতে অশক্ত থাকিয়া সকল অংশ পরিষ্কাররূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে আপনার দূর দৃষ্টির অভাব স্বীকার না করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ করা আরও কি অজ্ঞানের কর্ম্ম? যদি বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ মনে করেন যে পরমেশ্বর মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে এইক্ষণ অপেক্ষা অধিক বল-

বান্ না করিয়াছেন কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে আমারদিগের ঐ ইন্দ্রিয় গণকে বর্ত্তমান অপেক্ষা যে অধিক বল না দিয়াছেন সে আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়াছে; যদি তাহারদিগকে অধিকতর বলবান্ করিতেন তবে তাহারা আমারদিগের কেবল দুঃখের কারণ হইত। শ্রবণ শক্তি যদি এইক্ষণ অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক হইত, তবে অধুনা যে সকল শব্দ অতি কোমল বোধ হইতেছে তাহা বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ঙ্কর ধ্বনি জ্ঞান হইত, যে সকল বাদ্য যন্ত্র ও বিহঙ্গাদির মধুর স্বর দ্বারা এইক্ষণে চিত্ত প্রফুল্ল হইতেছে, তাহা বিকট হইয়া চিত্তের বিকলতাকেই জন্মাইত, এবং নানা কর্কশ শব্দ প্রতি নিমেষে অন্তঃকরণকে বিরক্ত করিত। তদ্রূপ আঘ্রাণ শক্তি যদি অধিক হইত, তবে যে সকল অল্প দুর্গন্ধ এইক্ষণে মনের গোচরও হয় না, তাহা প্রতিক্ষণ অনুভূত হইয়া কেবল ঘৃণাকর হইত; যেহেতু অল্প দুর্গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের অব-

স্থিতি প্রায় সকল স্থানেই আছে, এবং দূর স্থিত গলিত বস্তুর গন্ধ যাহা এইক্ষণে নিকটস্থ হইতে পারে না, ঘ্রাণ গোচর হইয়া তাহা চিত্তকে নিয়ত বিকল করিত। ইহা হইলে এই পৃথিবীতে কি জীবন রক্ষা পাইত।

পরমেশ্বর আমারদিগকে কি জন্য অধিক উৎকৃষ্ট করেন নাই, এ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে তিনি কি নিমিত্ত আমারদিগকে অধিক অপকৃষ্ট করেন নাই। শরীর নির্ম্মাণের নিমিত্তে যে রূপ অধঃস্থিত পদ, মধ্যস্থিত উদর, এবং উপরিস্থিত মস্তক আবশ্যক হইয়াছে, সেই রূপ বিশ্ব রচনার নিমিত্তে উত্তম মধ্যম অধম সকল প্রকার অবস্থাবিশিষ্ট বস্তু এবং জীব রচিত হইয়াছে, যাহারদিগের প্রত্যেকে আপন আপন নিয়মিত কর্ম্ম করাতে সমুদায় বিশ্ব জীবিত রহিয়াছে। সমুদায় জগতের মধ্যে পৃথিবী এক অংশ এবং সমুদায় জীবের মধ্যে মনুষ্য এক জীব মাত্র

তাহারা জগতের কার্য্য করিবার নিমিত্তে উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। লতা যে জন্য বৃক্ষ অপেক্ষা স্থূল হয় নাই, বৃক্ষ যে জন্য পর্ব্বত অপেক্ষা গুরু হয় নাই, এবং পর্ব্বত যে জন্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ হয় নাই, মনুষ্যও সেই জন্য অন্য উৎকৃষ্ট জীব হইতে শ্রেষ্ঠ হয় নাই; পদ যে জন্য উদরাপেক্ষা অধঃস্থানে রহিয়াছে এবং উদর যে জন্য মস্তক অপেক্ষা নিম্ন স্থানে রহিয়াছে, মনুষ্যও সেই জন্য বর্ত্তমান পদে স্থাপিত হইয়াছে।

বিশ্ব মধ্যে এক সাধারণ মনুষ্য জাতি থাকা যেরূপ যুক্তি সিদ্ধ, সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে পত্যেক ব্যক্তি যদি বিবেচনা করেন, তবে দেখিবেন, যে তাঁহার জীবনও তদ্রূপ আবশ্যক। প্রজা ব্যতীত কি রাজা হওয়া সম্ভব হয়? রাজা, কর্ম্মচারী, বিচারপতি, সৈন্য, সেনাপতি, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি রাজ্যের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়? বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী,

সেবাকারী ইহারদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়? তত্ত্ববেত্তা, কর্ম্মবেত্তা, জ্যোতির্ব্বেত্তা, পদার্থবেত্তা, ইত্যাদি নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কাহারও অসত্ত্বে আলোচ্য বিদ্যার কি ক্রটি হয় না? এই সকল মনুষ্যের প্রত্যেকে বিবেচনা করিলে জানিবেন, যে তাঁহার কর্ম্ম নিমিত্তে অবশ্য এক জন এসংসারে আবশ্যক; অতএব ঈশ্বর যদি তাঁহাকেই সেই মনুষ্য করিয়াছেন তবে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় তুষ্ট হওয়া কি অত্যন্ত উচিত নহে? বিশেষত প্রত্যেক মনুষ্যের অবস্থাতেই বিশেষ বিশেষ সুখের সম্বন্ধ আছে, যাহা অন্য অবস্থাতে প্রাপ্ত হয় না। ধনী তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগে সুখী হয়েন, সেনাপতি যুদ্ধে জয়ী হইলে আনন্দিত হয়েন, জ্যোতির্ব্বেত্তা সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ এবং ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি ভবিষ্যৎ ঘটনা গণনা করিয়া প্রফুল্ল চিত্ত হয়েন, গণিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এক রেখা বা এক ত্রিভুজ বা অন্য

কোন রাশিকে আলোচনা করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েন, কিমিয়া বিদ্যাতে বিদ্বান ব্যক্তি জল ও বায়ুকে বিভাগ করিয়া এবং ছিন্ন বস্ত্র হইতে শর্করা নির্গত করিয়া মহা উল্লসিত হয়েন; ইঁহারা সকলে আপন আপন সুখের এরূপ প্রিয় হয়েন, যে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন সুখের ইচ্ছা করেন না। ইহাতে পরমেশ্বরের কি করুণা এবং অপক্ষপাত প্রকাশ পাইতেছে!

আমারদিগের রচনা কর্ত্তা জগতের মঙ্গল জন্যই কেবল সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। আমারদিগের দুর্ব্বল বুদ্ধিতে যদি কোন বিষয় অন্যায় বোধ হয়, সে আমারদিগেরই ভ্রম। যিনি সকলের আদি অন্ত এক কালে জানিতেছেন, যিনি এক কটাক্ষে জগতের এক শেষ হইতে অন্য শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, যিনি সকলের বাহ্য ও অন্তর্গত সমুদায় ব্যাপার অবিভাগে অবিকল দেখিতেছেন, যিনি প্রতি নক্ষত্রবাসি ও প্রতি গ্রহবাসি জীবকে আমার-

দিগের সহিত তুলনা করিয়া যথাক্রমে উত্তম মধ্যম অধম পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই জানেন, কি কারণে আমরা এখানে জন্মিয়াছি এবং কি কারণেই বা এ অবস্থায় রহিয়াছি। অতএব আনন্দ পূর্ব্বক তাহার নিয়মে তুষ্ট থাকিয়া কর্ম্ম কর। সকল বিষয়ে সেই এক সকলকর্ত্তার প্রতি নির্ভর কর, এবং তাঁহার অনন্ত দয়াতে বিশ্বাস রাখিয়া সদা প্রফুল্ল থাক। তিনি যাহা করেন তাহাই মঙ্গলের কারণ,এই প্রত্যয় যেন অন্তঃকরণকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ না করে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তবিংশ ব্যাখ্যান

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিমিত্তে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত

সমাহিত হয় নাই, আর ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

ঈশ্বর এই সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এই সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্তে তাবৎ বস্তুই অন্য অন্য বস্তুর উপকারার্থে নিয়োগ করিয়াছেন। সূর্য্য সৃষ্টি করিয়া উত্তাপ দ্বারা, বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া ফল দ্বারা এবং নদ নদী সৃষ্টি করিয়া জল দ্বারা নানা বিধ বস্তুর নানা প্রকারে উপকার করিতেছেন। সেই প্রকার অন্যের উপকারের নিমিত্তে পরমেশ্বর মনুষ্যেরও সৃষ্টি করিয়াছেন।

মনুষ্যেরা পরস্পর উপকার না করিলে একেবারে সংসার উচ্ছিন্ন হইত। যে প্রকার পিতা মাতা এইক্ষণে পুত্রদিগকে প্রতি পালন করিতেছেন, তাহা যদি না করিতেন, তবে সেই বালকদিগের ক্ষীণ শরীর রক্ষার উপায় আর কি হইত? এই বালকদিগের রক্ষার নিমিত্তে পরমেশ্বর মনুষ্যের মনে স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই স্নেহ না থাকিলে পুত্রদিগকে যে প্রতিপালন করা আমারদিগের কর্ত্তব্য, তাহাও আমরা জানিতে পারিতাম না। যে প্রকার কোন মক্ষিকা বা পিপীলিকার জন্ম মৃত্যুতে আমারদিগের কোন লভ্য হানি বোধ হয় না, সেই প্রকার স্নেহ না থাকিলে পুত্রদিগের জন্ম মৃত্যুতেও কোন লভ্য হানি বোধ হইত না ; সুতরাং পুত্রদিগের রক্ষার নিমিত্তে কোন যত্ন করিতাম না, তাহাতে সংসার নির্ব্বাহ কি প্রকারে হইত? সংসারের মঙ্গলার্থে আমরা অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিব, ঈশ্বর এনিমিত্তে স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই স্নেহ যে কেবল জীবদিগের রক্ষার নিমিত্তে হইয়াছে, তাহা পশুদিগের দৃষ্টান্তে দৃঢ়তর বোধ হইতেছে। পশুরা বুদ্ধি বিহীন, তথাচ আপনার শাবক গণকে এই স্নেহ জন্য কি সুন্দর রূপে প্রতিপালন করিতেছে! এই শাবকদিগের হিংসার্থে

বলবত্তর জন্তু আইলেও সেই শাবকদিগের মাতা সাধ্যমত তাঁহাকে দূর করিতে ক্ষান্তা থাকে না, এবং প্রাণ পণে আপনার শাবক গণকে রক্ষা করিতে ত্রুটি করে না। কিন্তু যত দিবস মাতৃ দুগ্ধ বা মাতার অবলম্বনের আবশ্যকতা হয়, তত দিবস তাহারদিগের মাতার স্নেহ সম্পূর্ণ থাকে; কিন্তু যখন তাহারদিগের মাতার আশ্রয়ের আর আবশ্যকতা হয় না, তখন স্নেহেরও অভাব হয়।

মনুষ্যদিগের চিরজীবনই অন্যের আশ্রয়ের প্রয়োজন, এ নিমিত্তে পুত্রের প্রতি স্নেহ যাবজ্জীবন থাকে। বিশেষ পরিশ্রম ও অন্যের সাহয্য ব্যতীত মনুষ্যদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি জন্য আহারের উপায় হয় না, পশুদিগের মত বিস্তীর্ণ তৃণ বা প্রচুর পত্রাদি ভোজন করিয়া মনুষ্যেরা কিছু ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে না। মনুষ্যদিগের শীত নিবারণ জন্য বস্ত্রের আবশ্যকতা হয় শীত নিবারণ নিমিত্তে পশুদিগের মত প্রচুর

লোমাদি আমারদিগকে দেন নাই। নানা বিধ ক্লেশ উত্তীর্ণ জন্য মনুষ্যদিগের গৃহ আবশ্যক হয়, পশুদিগের মত আমরা গহ্বর প্রভৃতিতে বাস করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না। এই প্রকার আমারদিগের অসঙ্খ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইয়াছে; ইহাতে যদি পশুদিগের মত আমারদিগের স্নেহ অল্প কাল থাকিত, তবে এই পৃথিবীতে যন্ত্রণার আর পরিসীমা থাকিত না। এনিমিত্তে পরমেশ্বর যাবজ্জীবন আমারদিগের পুত্রের প্রতি স্নেহ করিয়া দিয়াছেন।

যে রূপ পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি নিকট সম্বন্ধিকে প্রতিপালন জন্য স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, সাধারণ উপকারের নিমিত্তে সেই রূপ দয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। যে প্রকার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি নিকট সম্বন্ধ না হইলে স্নেহের প্রকাশ হয় না, সে প্রকার দয়ার গতি নহে; বরং যে ব্যক্তির সঙ্গে কখন চাক্ষুষ নাই, তাহাকেও দুঃখ যুক্ত

দেখিলে তৎক্ষণাৎ দয়ার উদয় হয়। মনুষ্য অন্যের দুঃখ মোচন করিবে, এনিমিত্ত পরমেশ্বর এই প্রকার মনের ভাব করিয়াছেন, যে অন্যের কোন যন্ত্রণা দৃষ্টে আপনারও যন্ত্রণা হয়। আমরা যদি এপ্রকার দেখি, যে কেহ কোন ব্যক্তির হস্ত বা পদকে করপত্র দ্বারা বিদারণ করিতেছে, তৎক্ষণাৎ আমারদিগের মনে যন্ত্রণা বোধ হয়, এবং সাধ্য হইলে সেই নির্দ্দয় ব্যক্তিকে তন্নিষ্ঠুর কর্ম্ম হইতে নিবারণ করি। এই দয়ার জন্য লোকালয়ে দুষ্ট ব্যক্তিরা হঠাৎ লোককে যন্ত্রণা দিতে পারে না, যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হইলে অন্য ব্যক্তিরা তাহাকে সেই দুষ্ট হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে যত্ন করে। দয়া না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে দুঃখ হইতে অনায়াসে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও তৎকর্ম্ম করিতে আমারদিগের প্রবৃত্তি হইত না। দয়া থাকাতে আপনার প্রাণ রক্ষার চিন্তা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোককে দুঃখ হইতে উদ্ধার

করিতেছি। দয়া না থাকিলে আমার-দিগের সম্মুখস্থিত কোন অন্ধকে যদি পথ-ভ্রমে কোন কূপে পতিত হইতে দেখিতাম, তথাপি তাহাকে উদ্ধার করিবার কিছু মাত্র যত্ন করিতাম না। দয়া থাকাতে আপনার শরীরের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়াও কখন কখন সমুদ্র হইতেও মনুষ্য-দিগকে উদ্ধার করিতেছি।

এই স্নেহ, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি যখন ঈশ্বর আমারদিগের মনের ধর্ম্ম করিয়াছেন, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে আমারদিগকে কেবল অন্যের উপকারের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। এনিমিত্তে যে ব্যক্তি পরের উপকারের নিমিত্তে চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক নিয়মের অনুগত জন্য সুখী হয়।

কুকর্ম্ম দ্বারাই আপনার ও পরের অনিষ্ট হয়। এই কুকর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে বিরত করিবার নিমিত্তে ঈশ্বর লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে কর্ম্মকে আপনার মনে কুকর্ম্ম জ্ঞান হয়, সেই কর্ম্ম করিলে আমরা তাহাকে অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা করি; কারণ প্রকাশ হইলে লজ্জায় যন্ত্রণা গ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু কুকর্ম্মকে নিগূঢ় গোপন করিলেও অপ্রকাশ থাকে না। যদি বারেকদ্বয় কোন কুকর্ম্ম গোপন থাকে, তথাপি সেই গোপন থাকাতেই সাহসের বৃদ্ধি জন্য পুনঃ পুনঃ সেই কর্ম্ম করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই, যত ক্ষণ তাহার সমুদায় প্রকাশ না হয়। অতএব কুকর্ম্ম করিলেই প্রকাশ হয়, এবং প্রকাশ হইলেই লজ্জা জন্য যন্ত্রণা পাইতে হয়, এই বিবেচনাতেও অনেকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে।

যে প্রকার কোন দুর্গন্ধ বস্তুকে দেখিলেই আমারদিগের ঘৃণা হয়, সেই প্রকার কুকর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও দেখিবা মাত্র ঘৃণা হয়। তাহার সঙ্গে সহবাসে বা আলাপে কদাপি মনের তৃপ্তি হয় না। যে প্রকার হীরক, রজত, কাঞ্চন নির্ম্মিত বস্তুতে কলঙ্ক

হইলে কলঙ্কের অধিক প্রকাশ হয়, সেই প্রকার বিদ্যা ধন বা উচ্চ পদ বিশিষ্ট ব্যক্তি কুকর্ম্মে রত হইলে কুকর্ম্মের প্রকাশ অধিক হয়। এনিমিত্তে কুকর্ম্মশালি ব্যক্তি নানা গুণে গুণবান্ ও নানা ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও ঘৃণাপাত্র ব্যতীত কখন প্রিয় হইতে পারে না। অতএব, বিবেচনা করুন যে এই ঘৃণা কুকর্ম্মের প্রতিবন্ধক কি পর্য্যন্ত হইয়াছে।

ঈশ্বর মনুষ্যের মনে ভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এনিমিত্তে দুষ্ট ব্যক্তিরা সহসা কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না। যদি দুষ্কর্ম্ম করে, তবে প্রকাশের ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির থাকে। প্রকাশ হইলে রাজভয়ে স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আপনার আহার পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবার উপায় বিহীন হইয়া লোকালয় পরিত্যাগে বনে বনে ভ্রমণ করে। সেখানেও নির্ভয় হইতে পারে না, বৃক্ষের পল্লবের শব্দেও রাজ দূত অনুমান করিয়া সচকিত হয়।

যখন পাপাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় উপস্থিত হয় এবং পাপাচরণ করিলে পরে মন অত্যন্ত গ্লানিযুক্ত হয়, এবং আপনাকে অতি অপবিত্র বোধ হয় তখন পরমেশ্বরের এই অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে আমরা সকলে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকি এবং পুণ্যানুষ্ঠানে রত থাকি। ইহাতে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের এই শুভ অভিপ্রায় অবহেলন করিয়া তাঁহার সংস্থাপিত ধর্ম্মসেতু ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত, সে ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিতে সমর্থ হয়; অতএব দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত না থাকিলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় না।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাবিংশ ব্যাখ্যান

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ।

আমারদিগের প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎপদার্থ। যে কালে পৃথিবী সেই সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম বৎসর। এই বৎসরের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে! শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি এই নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ মাসের মধ্যে যথাক্রমে গমনাগমন করে। প্রতি বৈশাখে গ্রীষ্ম, প্রতি আষাঢ়ে বর্ষা, প্রতি ভাদ্রে শরৎ, প্রতি কার্ত্তিকে শিশির, প্রতি পৌষে শীত, এবং প্রতি ফাল্গুনে বসন্ত কাল অবাধে হইতেছে; কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে বৃক্ষাদিতেও এ প্রকার স্বভাব আছে, যে তাহারদিগের ফল পুষ্প উৎপত্তি প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্য সকল ঋতুর সহযোগে ঐ এক বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দিন দিন বৃক্ষাদির

অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইতে থাকে, এবং সম্বৎসরে সেই সমুদয় ব্যাপার সমাধা হওয়াতে যথা নির্দ্দিষ্ট কালে ফলাদির উ-দ্ভব হয়। আম্রবৃক্ষে ফাল্গুনমাসে মুকুল হইবে এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে সেই মুকুল পক্ক আম্র হইবে, ইহা যত কাল বৎসরের এই পরিমাণ থাকিবে, এবং যত কাল বৃ-ক্ষাদিরও এই গুণ থাকিবে, তত কাল অন্য-থা হইবার নহে। জগদীশ্বর বৎসরকে বৃ-ক্ষাদির যোগ্য করিয়াছেন, এবং বৃক্ষাদিকে বৎসরের উপযুক্ত করিয়াছেন। এই উ-ভয়ের পরস্পর এতদ্রূপ সম্বন্ধ প্রযুক্ত পর-মেশ্বরের উদ্ভিজ্জ-যন্ত্র নিয়ম মত সর্ব্বদা ভ্র-মণ করিতেছে তাহাতে প্রতি বৎসর যথা নির্দ্দিষ্ট কালে পুষ্প ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল উন্নতি হইতেছে।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বৎসরের প-রিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক বা অল্প করিলেও করিতে পারিতেন, তাহার প্রতি সন্দেহ কি? পৃথিবী এইক্ষণে সূর্য্য হইতে

প্রায় এক কোটি পঞ্চ লক্ষ যোজন* অন্তরে স্থাপিত আছে, কিন্তু যদি এই অন্তরের পরিমাণ ইহার অষ্টম ভাগ ন্যূন হইত, তবে গণনা দ্বারা নিশ্চয় হয়, যে বৎসরের পরিমাণ প্রায় এক মাস অল্প হইয়া একাদশ মাস হইত, এবং অষ্টম ভাগ অধিক হইলে বৎসরের পরিমাণ প্রায় একমাস অধিক হইয়া ত্রয়োদশ মাস হইত। অথবা যে শুক্র গ্রহ, সূর্য্য হইতে প্রায় ত্রিসপ্ততিলক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, তাহার স্থানে থাকিয়া তাহারই পথে পৃথিবী ভ্রমণ করিলে এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইত; বা যে মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় এক কোটি অষ্টপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, পৃথিবী তাহার পথে থাকিয়া প্রদক্ষিণ করিলে এইক্ষণকার ত্রয়োবিংশতি মাসে বৎসর হইত। এই রূপে বর্ত্তমান অপেক্ষা কেবল বৎসরের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে

---

* চারি ক্রোশে এক যোজন হয়।

এ পৃথিবীর কি সাঙ্ঘাতিক দুরবস্থা হইত! পৃথিবীর সেই কল্পিত অবস্থানুসারে বৃক্ষাদির গুণ সংস্থাপিত না হইলে শস্য ফলাদি উৎপন্ন হইবার কোন নিয়ম, কোন শৃঙ্খলা থাকিত না—সমুদয় উচ্ছেদ দশায় পতিত হইত।

এ প্রকার ফল আছে, যাহা পক্ব হইবার জন্য এক সম্পূর্ণ বৎসর আবশ্যক হয়। বিল্ব এবং আম্রাতক যাহা প্রায় দ্বাদশ মাসে সুপক্ব হয়, সপ্ত মাসে বৎসর হইলে কি প্রকারে তাহা পক্ব হইতে পারিত? দুই মাসের বর্ষাতে যে ধান্য প্রস্তুত হয়, এক মাসের বৃষ্টিতে কি প্রকারে তাহা পুষ্ট হইতে পারিত? গাঢ় শীত মধ্যে মুদ্গ চণক প্রভৃতি যে সকল শস্য বৃদ্ধি হয়, বৎসরের হ্রাস দ্বারা শীতের ভাগ অল্প হইলে কি প্রকারে তাহা উৎপন্ন হইতে পারিত? এই রূপ দীর্ঘতর বৎসর হইলেও মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত না। শস্য বা ফল সকল যে পরিমিত কাল পর্য্যন্ত

গ্রীষ্ম, শীত, বা বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে সুন্দররূপে পুষ্ট হইতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক ভাগে অধিক সময় পর্য্যন্ত শীতে সঙ্কুচিত, উত্তাপে তপ্ত, বা বর্ষাতে সিক্ত থাকিলে অবশ্য নষ্ট হইয়া যাইত। শীতকালে মুকুল হইয়া পরে গ্রীষ্ম দ্বারা আম্র প্রভৃতি উন্নত এবং পক্ক হয়, কিন্তু যদি ক্রমশঃ ছয় মাস শীতই থাকিত এবং তাহাতে গ্রীষ্ম মাত্র না হইত, তবে কি প্রকারে আমরা একপ সুস্বাদু আম্রের আস্বাদ জানিতাম? মুকুল সকল ক্রমে উচ্ছিন্ন হইত। এবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে জম্বু ও পনস হইয়াছে এবং তাহারদিগের স্বভাব দ্বারা অত্যন্ত সম্ভাবনা আছে, যে তাহারা দ্বাদশ মাস অন্তে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবেক; কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা তিন গুণ দীর্ঘতর বৎসর হইয়া ছত্রিশ মাসে এক বৎসর হইলে এবং ছয় মাস পরিমিত কাল এক এক ঋতুর পরিমাণ হইলে সেই বৎসরের প্রথমেই ছয় মাস গ্রীষ্মের দ্বারা জম্বু ও পন-

সের উৎপত্তি দূরে থাকুক, দ্বিতীয় ঋতু বর্ষাকাল আসিবার পূর্ব্বেই তাহারদিগের আধার বৃক্ষ সকল সমূলে দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইত—ইহাতে এ পৃথিবীতে কে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত? কিন্তু জগদীশ্বর উৎকৃষ্ট নিয়ম এবং পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ দ্বারা পৃথিবীকে আমারদিগের সুখের আলয় করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যকে সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন, ও সেই প্রকার আকর্ষণ শক্তি দিয়াছেন, এবং পৃথিবীকেও সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন এবং সেই প্রকার বেগ শক্তি দিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবী দ্বাদশ মাসে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া সময়কে বৎসরে বিভক্ত করিতে পারিতেছে; তিনি সূর্য্যকে সেইরূপ তেজস্বি ও সেই পরিমিত দূরে স্থাপিত করিয়াছেন, যাহাতে ঋতু সকল সম্বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্ত হইয়া যথোচিত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দ্বারা বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জকে পোষিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারিতেছে; এবং বৃক্ষাদিকে এমত

কৌশলে রচনা করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা ঐ এক বৎসর কালের মধ্যে ঋতুর সঙ্গে ঐক্য থাকিয়া ফল পুষ্পের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইতেছে। এই বৃহৎ পৃথিবী যাহা আমারদিগের পদতলে পতিত রহিয়াছে, তাহার সহিত কত লক্ষ যোজন দুরস্থিত মহাপরাক্রমি বৃহত্তর সূর্য্যকে অতি উপযুক্ত রূপে বদ্ধ করা কি প্রকার জ্ঞান এবং কি প্রকার শক্তি দ্বারা সম্ভব হয়? ইহা সেই প্রকার শক্তি ও সেই প্রকার জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয়, যাহাকে চিন্তাতেও সীমা করা যায় না।

ফলতঃ বিবেচনা কর, যে পরমেশ্বর কি উপকারের জন্য পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির স্বভাব অনুসারে বৎসরের পরিমাণ করিয়াছেন এবং বৎসরের পরিমাণের উপযুক্ত পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির গুণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন; বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবে যে ইহা কেবল আমারদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্তেই করিয়াছেন। সূর্য্যের সহিত আ-

মারদিগের পৃথিবীর এই সম্বন্ধ না থাকিলে ইহাতে তৃণ, লতা, বৃক্ষ কিছুই উৎপন্ন হইত না; সুতরাং জীবন রক্ষার মূলাধার যে শস্য ও ফল তাহা আমরা প্রাপ্ত হইতাম না—আমরাই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইতাম? কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর আমারদিগকে উক্ত সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। হে জগদীশ্বর তুমিই ধন্য!

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনত্রিংশ ব্যাখ্যান

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং।

রসেন্দ্রিয় জিহ্বার সহিত রসবান্ দ্রব্যের সংযোগ হইলে যে প্রকার স্বাদু জ্ঞান হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকাতে আঘ্রেয় দ্রব্যের পরমাণু সকল লগ্ন হইলে সেই প্রকার গন্ধের অনুভব হয়। এই উভয় ইন্দ্রিয়ের রচনাতে জগদীশ্বর কি সুখ-বিধায়ক কৌ-

শল সকল প্রকাশ করিয়াছেন ! তাহারদিগকে পরস্পর নিকটবর্ত্তি করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা স্বাদু গ্রহণ কালে পীড়াজনক গলিত দ্রব্যের দুর্গন্ধ জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছি, এবং সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ দ্বারা আস্বাদন সুখ দ্বিগুণ হইতেছে ; ক্ষুধার সহিত তাহারদিগের এ প্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ করিয়াছেন, যে ক্ষুধাকালে যে দ্রব্যকে অমৃত তুল্য সুস্বাদু জ্ঞান হয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি পরে যখন অতিরিক্ত আহার দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, তখন সেই দ্রব্যকে বিস্বাদু বোধ হয়, এবং তাহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত গ্লানিজনক হয়, এই সঙ্কেত দ্বারা আমরা পান ভোজনের পরিমাণ অনায়াসে জানিয়া শরীরের সুস্থতা বিধান করিতেছি। অন্য অন্য প্রয়োজন অপেক্ষা মুখ্য রূপে সুখ বিতরণের জন্যই পরমেশ্বর এই দুই ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘ্রাণ বিনা পদ্মের নাম কি মনোহর হইত ? স্বাদু বিনা আম্র ফল কি এইরূপ আহ্লাদের কারণ হইত ?

এবং উদ্যানের স্মরণে চিত্তে কি এই প্রকার প্রফুল্লতার উদয় হইত? বিশেষতঃ এই সকল সুগন্ধি ও সুস্বাদু দ্রব্য এক প্রকার নহে—শত প্রকারও নহে; দেশ বিশেষে, স্থান বিশেষে বিচিত্র রচনা দ্বারা অগণ্য প্রকার সুখ সেব্য বস্তুতে জগদীশ্বর পৃথিবীকে পরিপূর্ণা করিয়াছেন। বসন্ত কালের নানা বিধ কুসুম সৌরভ, এবং গ্রীষ্ম শরদাদি কালের বিচিত্র স্বাদু শস্য ফলোৎপত্তি স্মরণ করিলে পরমেশ্বরের অপার দয়া কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়?

ইহা সত্য যে এ পৃথিবীতে দুর্গন্ধ ও বিস্বাদু বস্তুও আছে, কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরের করুণারই প্রকাশ দেখিতেছি। অপরিষ্কৃত দ্রব্য লিপ্ত বায়ু সেবন দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, অতএব কৃপাবান্ পরমেশ্বর সেই দ্রব্যকে দুর্গন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা সাবধান হইয়া সেই পীড়াদায়ক বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ থাকি। গলিত দ্রব্যের ভক্ষণ দ্বারাও

রোগোৎপত্তি হয়, অতএব তিনি তাহাতে বিস্বাদু প্রদান করিয়াছেন, যে তৎ প্রযুক্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমরা শরীরের স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করি। অতএব ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন দ্রব্য কি অহিতকারী আছে?

জগদীশ্বর কি সূক্ষ্মরূপে—কি আশ্চর্য্য রূপে এই উভয় ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে] পরিমাণ করিয়াছেন। যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয় এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বল ধারণ করিত, তবে যে সকল দুর্গন্ধ দ্রব্য দূরস্থ প্রযুক্ত তাহার অল্প মাত্র পরমাণু নাসিকাতে লগ্ন হওয়াতে এইক্ষণকার অল্প ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা তাহার গন্ধ অনুভূত হইতেছে না, ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তাহার সেই অল্প পরমাণুই সর্ব্বদা দুর্গন্ধ দায়ক হইত; এবং যে সকল অল্প দুর্গন্ধ লোকালয়ের সকল স্থান হইতে পরিত্যাগ করা অসাধ্য, তাহাও সহস্র গুণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ মহা বিরক্তির কারণ হইত। এই রূপ ঘ্রাণ শক্তি যদি সহস্র গুণ অল্প হইত,

তবে যে সকল নিকটস্থ দুর্গন্ধি বস্তু মিশ্রিত বায়ু সেবন দ্বারা সহসা পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহার দুর্গন্ধ অনুভূত হইত না, সুতরাং অসাবধান প্রযুক্ত সেই পীড়া দায়ক দ্রব্যের অণু সকল দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে শরীরের অসুস্থতা জন্মাইত; এবং যে সকল দ্রব্যের মনোহর সৌরভ দ্বারা যথেষ্ট রূপে চিত্ত আমোদিত হইতেছে, ঘ্রাণ শক্তির হ্রাসতা প্রযুক্ত এইক্ষণকার ন্যায় তাহার প্রচুর সুগন্ধ অনুভব করিতে অসমর্থ হইলে পৃথিবীর কত সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। এই প্রকার রসেন্দ্রিয়ের শক্তিও অন্যথা হইলে মহা দুঃখের কারণ হইত; যে সকল উপকারি বস্তুর স্বাদু এইক্ষণে কিঞ্চিৎ কটু বোধ হয়, আমারদিগের রস গ্রহণ শক্তি শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া তাহা শত গুণ কটু হইলে রসনাতে কি স্পর্শ করিতে পারিতাম? অনেক বিধ ভক্ষ্য পেয় বস্তুতে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ মি-

শ্রিত হইলে তদ্দ্বারা সুস্থতা জন্মে, কিন্তু রসেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বল দ্বারা লবণ রসের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা হইলে তাহাকে জিহ্বাতে সংলগ্ন করিতেও অশক্ত হইতাম, সুতরাং তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারিত। এইরূপ স্বাদু শক্তি হ্রাস হইলেও অনেক অমঙ্গলের সংঘটনা হইত, বিস্বাদু প্রযুক্ত যে সকল পীড়া জনক গলিত দ্রব্য এইক্ষণে ভক্ষণ না করি, স্বাদু শক্তি শত গুণ অল্প হইলে তাহার বিস্বাদু সম্যক্ রূপে অনুভূত হইত না, সুতরাং তাহা ভক্ষণ করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইতাম; এবং যে সকল সুস্বাদু দ্রব্যের আস্বাদ দ্বারা এইক্ষণে প্রচুর রূপে পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহারদিগেরও উপযুক্ত স্বাদু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কত আস্বাদন সুখে বঞ্চিত থাকিতাম।

অতএব যে পুরুষ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া আমারদিগের প্রতি প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, এবং যিনি ইহার-

দিগের পরিমাণ মাত্রে এপ্রকার অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন নিমেষের নিমিত্তেও বিস্মৃত না হই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রিংশ ব্যাখ্যান

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং

কেবল হস্তের রচনাতে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! হস্তের বিবিধ ক্ষমতার মধ্যে বাহ্য বস্তু ধারণ করাই তাহার প্রধান ক্ষমতা হইয়াছে। করস্থ অঙ্গুলি সমস্ত যে প্রকার অসংলগ্নরূপে শ্রেণিক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ না হইয়া যদি হংসাদির ন্যায় লিপ্ত হইত,তবে সেই কর পল্লবের প্রশস্ততা অনুসারে বস্তু সকল ধৃত হইত,তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর পদার্থ আমারদিগের হস্তগত হইত না। দ্রব্যের নানা প্রকার আকৃতি; কোন বস্তু কেবল অঙ্গুষ্ঠ এবং অপর এক অঙ্গুলির

অগ্রভাগ দ্বারা গ্রাহ্য হয়; অন্য বস্তু অঙ্গুষ্ঠ ও আর দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহীত হয়; দ্রব্য বিশেষ পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা ধারণ করা যায়; এই সকল কার্য্য বিযুক্ত অঙ্গুলি ব্যতিরিক্ত কি কদাপি সম্ভব হইত? অতএব অঙ্গুলি সকল পরস্পর অসংলগ্ন হওয়াতেই যে হস্তের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে ইহার সংশয় নাই। গোলাকৃতি কি দীর্ঘাকৃতি কি সমাকৃতি বস্তু অনায়াসে আমরা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতেছি। তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলি যে এক শ্রেণিতে বিন্যস্ত আছে, অঙ্গুষ্ঠ সেই শ্রেণিভুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুলি সকল ব্যর্থ হইত, সুতরাং হস্তের দ্বারা যে যে কার্য্যের সম্ভাবনা তাহা আর সিদ্ধ হইত না। কিন্তু পরম কৌশলজ্ঞ বিশ্ব নির্ম্মাতা যদ্রূপ কোন বস্তুকে নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই, সেই রূপ উক্ত চারি অঙ্গুলিকে সার্থক করিবার জন্য অঙ্গুষ্ঠকে তিনি এ প্রকার স্থানে স্থাপিত

করিয়াছেন, যে তাহা প্রত্যেক চারি অঙ্গুলির সহিত অনায়াসে মিলিত হইয়া হস্তের কার্য্য সাধন সরিতেছে। পঞ্চ অঙ্গুলি সমান দীর্ঘ না হইবার প্রতি কারণ এই যে তাহা হইলে যে সকল বস্তু পঞ্চ অঙ্গুলির কেবল অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ যোগ্য তাহা কোন মতে ধৃত হইত না, যেহেতু অনুত্তান অবস্থায় সে সকলের অগ্রভাগ এক সমান হইত না। এই প্রকার কনিষ্ঠাঙ্গুলি অনামিকা তুল্য ও তর্জ্জনী মধ্যমা তুল্য হইলেও হস্তের তাৎপর্য্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাঘাৎ জন্মিত।

দ্রব্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ ও নানাবিধ আকৃতি প্রযুক্ত তাহার গ্রহণ জন্য অঙ্গুলি সকল যে প্রকার উপযুক্ত হইয়াছে, কোমল ও কঠিন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্তেও সেইরূপ যোগ্য হইয়াছে। যদি অঙ্গুলি সকল কঠিনতর হইত তবে সূক্ষ্ম বা কোমল বস্তু আমারদিগের অগ্রাহ্য থাকিত, আর কিঞ্চিৎ কোমল হইলেও

কঠিন বস্তু ধারণ হইত না; বাস্তবিক কোন দ্রব্যের আয়ত্ত রূপে গ্রহণ জন্য গ্রাহক বস্তুতে কিঞ্চিৎ কঠিনত্ব এবং কোমলত্ব উভয় গুণ থাকা আবশ্যক এবং এই হস্তাঙ্গুলি সকল সেই আশ্চর্য্য নিয়মেই নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার অগ্রভাগ কোমল মাংস বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠ দেশ কঠিন পদার্থ নখ দ্বারা সুদৃঢ় হইয়াছে; সুতরাং যে বস্তু কোমল তাহাও ধারণ করা যায়, এবং যাহা কঠিন তাহাও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পরন্তু এই নখ দ্বারা আমারদিগের আর অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা অনেক সূক্ষ্ম শিল্প কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, ক্ষুদ্র বস্তু উৎপাটন হয়, এবং কোমল বস্তু সকল বিদীর্ণ হয়। অতএব সর্ব্ব-দর্শী জগদীশ্বর কি দূর দৃষ্টির সহিত আমারদিগের প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গুলির গঠন করিয়াছেন! তিনি আমারদিগকে এক হস্ত বিশিষ্ট করেন নাই, কারণ যে সকল বস্তু মনুষ্যের শক্তি দ্বারা সঞ্চালন যোগ্য হইলেও

ভুজ-দ্বয় ব্যতীত উদ্ধৃত হয় না, এক মাত্র হস্ত দ্বারা তাহা কি প্রকারে সঞ্চালিত হইত? সুতরাং তাহাতে অনেক কর্ম্ম অসম্পন্ন থাকিত। এই সকল বিবেচনায় তিনি আমারদিগকে দুই কর প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার অতি ভারাক্রান্ত দ্রব্য অবধি অতি সূক্ষ্মতম বালু কণা পর্য্যন্ত আমরা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি।

হস্তের আর এক ক্ষমতা এই যে সে আপনাকে সঞ্চালন করিতে পারে; যদিও সমুদায় শরীর জীবাত্মার যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, তথাপি কর যন্ত্র তাঁহার অধিক আজ্ঞাবহ এবং অত্যন্ত উপকারী। এই জড় পদার্থ হস্তের সহিত নিরাকার মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে! মনের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, যেন মনোযোগি ভৃত্যের ন্যায় কর দ্বয় তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেছে। এই কর যন্ত্র দ্বারা তিনি আপনার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন, শীত উষ্ণ হ-

ইতে দেহ রক্ষা হেতু বস্ত্রাদি এবং স্বীয় আবাস নিমিত্তে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন; অস্ত্রাদি প্রস্তুত করত হিংস্র জন্তুর আক্রম হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন ; বহু প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল উৎপন্ন করত স্বজাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা বিস্তার করিতেছেন ; দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রকাশ দ্বারা সামান্য দৃষ্টির অগোচর অতি দূরস্থ গ্রহ নক্ষত্র এবং চন্দ্রলোকস্থ পর্ব্বত গহ্বর আদি নিরীক্ষণ করিতেছেন ; ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করত অতি সূক্ষ্ম রূপ সময়েরও নিরূপণ করিতেছেন ; বাস্পীয় পোতাদি গঠন দ্বারা মহার্ণব বিদারণ পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য প্রচার দ্বারা তত্রস্থ লোকের অভাব মোচন করিতে অতি শীঘ্র সমর্থ হইতেছেন ; নানা বস্তুর প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া ভূত বস্তুকে বর্ত্তমান এবং দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ করিতেছেন,—দ্রব্য নষ্ট হইলেও তাহাকে চিরজীবী করিতেছেন ; এবং বাদ্য যন্ত্র রচনা পূর্ব্বক তাহাতে বিবিধ প্রকার

রাগ রাগিণীর মূর্চ্ছণাদি সহকারে রূপ আলাপন দ্বারা চিত্তের প্রমোদ জন্মাইতে সমর্থ হইতেছেন। এই কর যন্ত্র দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তারা স্বীয় মনোজ রচনা এবং অভিপ্রায়াদি লিপিবদ্ধ করিয়া চিরন্তন করিতেছেন, যাহার দ্বারা ভবিষ্যৎকালিক মনুষ্যগণ সেই গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মনোভাণ্ডার বিনির্গত অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ এবং চিরকৃতজ্ঞ হয়েন। যদি গ্রন্থাদি না থাকিত, তবে অন্ধতম প্রাচীন কালের পুরাবৃত্ত সকল কি এইক্ষণকার ন্যায় জ্ঞাত হইত? মনোহর কবিদিগের সুধাপূর্ণ সুললিত বর্ণনা বর্ত্তমান কালের ন্যায় কি পৃথিবীতে ব্যক্ত থাকিত? বিশেষত সকল মনষ্যই যে সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ অথবা সকল কালের মনুষ্যের মনের অভিপ্রায় যে এক প্রকার হয় এমত নহে, সুতরাং যে যে ব্যক্তি যে যে বিদ্যার অনুসন্ধান করেন, তাঁহার চিত্তে তদ্বিষয়ের যে রূপ জ্ঞান প্রকাশ হয়, যদি তাহা তিনি লিপি বদ্ধ না করেন, তবে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই উ-

ন্নতি হইতে পারে না। অতএব বিচার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রতীত হইতেছে, যে মনুষ্য যে কারণে আত্ম গৌরব নানা প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছেন, এবং এই পৃথিবীতে জীবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ ধারণ করিয়াছেন, সে সমুদয়ের মূল কারণ যে বুদ্ধি এবং কর এই দুই যন্ত্র হইয়াছে ইহার সংশয় নাই। অতএব যিনি আমারদিগকে এই বুদ্ধি ও তাহার সহায় স্বরূপ দুই হস্ত প্রদান করিয়াছেন তাঁহার অপার স্নেহ ও করুণা স্মরণ করত তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

একত্রিংশ ব্যাখ্যান

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং।

মনুষ্য যে সকল কারণে পৃথিবীর অন্য সমুদায় জীব হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয় এক প্রধান কারণ; এবং তদ্দ্বারা

মানব জাতির প্রতি জগদীশ্বরের কি অপার কৃপা প্রকাশ পাইতেছে! এই বাগ্‌যন্ত্র না থাকিলে আমারদিগের সমূহ প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির ইচ্ছা এবং মনের অপর অপর ভাব অন্ধ কূপস্থ মণির ন্যায় চিরকাল অপ্রকাশ থাকিত। যদিও মুখ নেত্র হস্তাদি অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা আমারদিগের ইচ্ছা প্রভৃতি সামান্যত ব্যক্ত হইতে পারে, তথাপি বাগ্‌-যন্ত্র না থাকিলে অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপন করা হইত না, এবং ভাষা উচ্চার-ণের অসম্ভাবনা জন্য লিপি রচনাও কদাপি সম্ভব হইত না। মনুষ্যের শৈশব কালের বিষয় আলোচনা করিলে বিদিত হইবেক যে তাহার অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন ও ইচ্ছা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুসারে তাহার বাগ্‌যন্ত্রই তদ্রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কিয়ৎ-কাল পর্য্যন্ত তাহার ক্ষুধা শান্তি জন্য দুগ্ধ, শীত উষ্ণ নিবারণ জন্য গাত্র আচ্ছাদন, শরীরে কোন পীড়া উপস্থিত হইলে

তাহার উপশমার্থে ঔষধ সেবন ইত্যাদি অতি অল্প দ্রব্যের প্রয়োজন থাকে, তাহা জানাইবার নিমিত্তে তৎকালে তাহার ক্রন্দন এক মাত্র উপায় হইয়াছে। পরে যে পরিমাণে তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রয়োজনের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তৎ পরিমাণে সে তাঁহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও লাভ করিতে থাকে; কারণ তখন বাক্য প্রয়োগ ভিন্ন কেবল ক্রন্দন সেই নূতন নূতন প্রয়োজনের আর জ্ঞাপক হয় না। মনুষ্য অপেক্ষা পশ্বাদির অতি অল্প প্রার্থনা প্রকাশের আবশ্যক; কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে বা অপর কোন বিপদ্গ্রস্ত হইলে স্বজাতির সাহায্য প্রার্থনা, ক্ষুধা শান্তির কারণ শাবকের মাতার নিকটে আহার প্রার্থনা ইত্যাদি যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজন জ্ঞাপন করিতে হইলে তাহারদিগের যে বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক রব আছে তদ্দ্বারাই তাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এবং তাহারদিগের শ্রবণ শক্তি এমত অ-

সাধারণ যে কেবল ধ্বনি শ্রবণ দ্বারা সহস্রের মধ্যে মাতা আপনার শাবককে বা শাবক আপনার জননীকে অনায়াসে চিনিতে পারে, একারণ তাহারা মনুষ্যের ন্যায় বাক্ শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের নানা ইচ্ছা ও নানা কামনা ব্যক্ত করা বাগিন্দ্রিয় ব্যতিরেকে কি প্রকারে সম্ভব হয়? পরন্তু উপায়ান্তরে মনুষ্যের প্রয়োজন প্রকাশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাক্য দ্বারা মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতে না পারিলে পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষির ন্যায় তাহার দুঃখের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু যে পরম পিতা বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দুগ্ধ পান করিবে এই বিবেচনায় মাতৃ স্তনে রস ও রক্ত স্থানে তৎক্ষণাৎ দুগ্ধের সঞ্চার করেন, তিনি যে তাহার মনের কার্য্য সাধনার্থে তাহাকে বাক্ শক্তি প্রদান করিবেন, ইহার আশ্চর্য্য কি?

পরন্তু বাক্যযন্ত্রের রচনাতে জগৎ কর্ত্তার কিবা অনন্ত কৌশল দেদীপ্যমান হইতেছে! মনুষ্যের এক মাত্র কণ্ঠ স্বর কি

বিচিত্র প্রকার হইয়াছে! যে প্রকার সূর্য্যের এক মাত্র কিরণ বস্তু বিশেষের সংযোগে বিবিধ বর্ণে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নাভি কণ্ঠ মধ্য স্থিত বায়ু বহির্গমন কালীন কণ্ঠ তালু মূর্দ্ধা প্রভৃতি অঙ্গ বিশেষে জিহ্বাদির স্পন্দন ও প্রতিঘাত দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অকারাদি বর্ণ ধ্বনিত হয়। কিন্তু বিবেচনা কর যদি মনুষ্যের মুখস্থ জিহ্বাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশি সকলের মনের ভাব ও ইচ্ছা প্রকাশের যোগ্যতা না থাকিত এবং যথা প্রয়োজন সময়ানুসারে সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকে এরূপে সঞ্চালিত করিতে না পারিত, যাহাতে কণ্ঠ নিঃসৃত বায়ু প্রতি-ঘাত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিতে উচ্চারিত হইতে পারে, তবে শব্দের বিভিন্নতা অভাবে ভাষার উৎপত্তি হইত না। পুনশ্চ বায়ুর যদি স্থিতিস্থাপকতা শক্তি না থাকিত, যদ্দ্বারা সঙ্কুচিত বায়ু স্বতই বিস্তৃত হইয়া শব্দ করিতে পারে, তাহা হইলে বাক্য প্রকাশ কদাপি সম্ভব হইত না। অতএব

মনুষ্যের অন্তঃস্থ ভাব সকল প্রকাশ নিমিত্তে বাগিন্দ্রিয় যে তদুপযোগীরূপে রচিত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এই বাগ্‌যন্ত্র না থাকিলে মনুষ্যের বাক্য উচ্চারণের সামর্থ্য থাকিত না, সুতরাং লিপি রচনা সম্ভব হইত না। বস্তুত লিপি সকল কণ্ঠোচ্চারিত বাক্যের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াছে, কিন্তু যেখানে বাক্য না থাকে, সেখানে কি প্রকারে তাহার প্রতিনিধি সম্ভব হইতে পারে? যদ্যপি কোন প্রকার সামান্য সাঙ্কেতিক লিপি সম্ভব হইত, তথাপি বাগ্‌যন্ত্রাভাবে কেহ কাহার মনের ভাব ও অভিপ্রায়াদি সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারিত না। এই বাগিন্দ্রিয়ের অভাবে বন্ধুর নিকটে স্বীয় সুখ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক একের বৃদ্ধি ও অন্যের লাঘব করিতে শক্ত হইতাম না। পরস্পর উপদেশ প্রাপ্তির উপায়াভাবে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইত না, এবং বিশ্বাধিপের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পরিতৃপ্ত ও ধন্য হইতে পারিতাম না।

পরন্তু কেবল বাগ্‌যন্ত্র প্রদান করাতেই মানব জাতির প্রতি যে জগদীশ্বরের অসীম করুণার শেষ হইয়াছে এমত নহে, তাঁহার উদার করুণার প্রত্যেক হিল্লোলে আমরা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন প্রকারে সুখী হইতেছি। তিনি যেরূপ আমারদিগের মনের ইচ্ছা প্রকাশের নিমিত্তে বাগ্‌যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মনের আনন্দ প্রকাশের জন্য আমারদিগকে এক স্বর যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা রাজা অবধি অতি দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তিই আপন২ মনের আহ্লাদ রাগ রাগিণী দ্বারা ব্যক্ত করিতেছে। বস্তুত যে বায়ু দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, সেই বায়ুর ধ্বনি যখন প্লুৎ অথবা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার স্বর সংজ্ঞা হয়, এবং তখন তাহা অত্যন্ত মনোরঞ্জনের কারণ হয়। এই নাদ প্রথমত নাভিদেশ হইতে অতি গম্ভীর রূপে ধ্বনিত হয়, পরে সেই স্বর যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, তাহার ধ্বনি ক্রমশ তত উচ্চতর হইতে থাকে।

এই প্রকার এক মাত্র স্বর হইতে ষড্‌জ, ঋষভ গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ সপ্তবিধ স্বরের উৎপত্তি হইয়া বহু প্রকার রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য যৎ কালীন প্রেমানন্দ স্ফুরিত পূর্ব্বোক্ত রাগ রাগিণীতে সঙ্গীত ধ্বনি প্রকাশ করিতে থাকে, তখন অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়, বিরস ব্যক্তিও রসান্বিত হয়, এবং অত্যন্ত শোকাকুল ব্যক্তিও প্রফুল্লানন হয়। মনুষ্যের উপকার বা সুখ সম্পাদন জন্যই যদি কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহার সঙ্গীত ক্ষমতা কি অমূল্য। কিন্তু মনুষ্যের ধ্বনি যদি তাদৃশ সপ্তবিধ স্বরে বিভক্ত না হইত, অথবা বায়ুর স্পন্দন বা আন্দোলন অনুসারে স্বরাদি কম্পিত বা গমকিত না হইত, তবে সঙ্গীত মাধুরী দ্বারা কদাপি শ্রুতি সুখ সম্ভব হইত না। সূক্ষ্ম কৌশল শীল জগদীশ্বর কি আশ্চর্য্য রূপে আমারদিগের স্বর যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং কণ্ঠস্থ বায়ুর কি চমৎ-

কার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে বীণা যন্ত্রাদি ব্যতিরেকেও মনুষ্য স্বীয় শরীরস্থ স্বর যন্ত্র দ্বারা মনের আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই আনন্দ স্বরূপের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ হইতেছে। অতএব যিনি আমার-দিগকে এই আশ্চর্য্য বাগ্‌যন্ত্র ও স্বরযন্ত্র প্র-দান দ্বারা কৃতী ও সুখী করিতেছেন তাঁহার অপার স্নেহ ও করুণা স্মরণ করত তাঁহা-কে বার বার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাত্রিংশ ব্যাখ্যান

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্নসঞ্চয়ঃ।

এই পৃথিবীর সকলই অনিত্য, ইহার কিছুই স্থায়ী নহে, কালবশে সকল পদা-র্থেরই পরিবর্ত্তন ও বিনাশ হয়। সুরম্য শোভনতম প্রস্তরময় প্রাসাদ, অতি গভীর বদ্ধমূল প্রকাণ্ড তরুবর, তুষারাবৃত উচ্চতম শৈল শিখর, সকলই এককালে বিলুপ্ত হ-

ইবেক, চিহ্ন মাত্রও থাকিবেক না। মনুষ্যের সুখৈশ্বর্য্য জীবন যৌবন কিছুরই স্থিরতা নাই। অদ্য যাহাকে সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ পূর্ব্বক কালযাপন করিতে দেখা যায়, হয় তো কল্য তাহাকে নিষ্ঠুর দরিদ্রতার অত্যাচারে দুঃখ ভোগ করিতে দেখিতে হয়; অদ্য যাহার সুস্থতার হিল্লোলে প্রফুল্লানন দৃষ্টি করা যায়, কল্য তাহাকে বিষম ব্যাধির যন্ত্রণায় পীড়িত ও মুমূর্ষু দেখিতে হয়; অদ্য যে জীবিত দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ, কল্য তাহাকে মৃত ও ধরাতলে শয়িত দেখিতে হয়। এই পৃথিবীর সকলই অনিত্য। অধুনা যে সকল ইন্দ্রিয় আমারদিগের শরীরে থাকিয়া আপনারদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, সে সকল ইন্দ্রিয় অদ্য অথবা অব্দ শতান্তে একদিবস স্বস্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেই, ইহাতে সন্দেহ নাই। এমত এক দিবস অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন কর্ণ আর মধুর বা কর্কশ কোন শব্দই শ্রবণ করিবে না, নাসিকা আর সুগন্ধ

বা দুর্গন্ধ কোন বস্তুরই আঘ্রাণ লইবে না, চক্ষুঃ আর সুন্দর কি কুৎসিত কোন পদার্থ দর্শন করিবে না, রসনা আর মধুর বা তিক্ত কোন রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে না, এবং হস্ত আর কোমল বা কঠিন কোন বস্তুরই স্পর্শ বোধ করিবে না, সকলেই অবসন্ন হইয়া রহিবে। যে কাল-নিদ্রার ভঙ্গ নাই, তাহাতে আমরা অভিভূত হইব, এবং আমারদিগের জীবন চেষ্টার এক মাত্র আধার এই শরীর শবরূপে ধরাতলে কাষ্ঠ লোষ্টের ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহিবেক। এইক্ষণে যে মস্তক আমারদিগের শরীরের ভূষণ স্বরূপ বিরাজ করিতেছে, এবং যাহাতে আমারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি সকলই নিহিত আছে, তাহাও এক দিবস নদী তীরে বা কোন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র-মধ্যে পথিকেরা অনাবৃত ও পতিত দর্শন করিয়া মানব জীবনের অনিত্যতা আলোচনা করিবে। অধুনা যে অস্থি সকল আমারদিগের শরীরের স্থানে স্থানে বিন্যস্ত র-

হিয়াছে, সে সকলও এক দিবস ঐরূপ কোন ক্ষেত্রে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত রহিতে দৃষ্ট হইবে। মনুষ্যের জীবন অতি চঞ্চল, কখন্ কাহার মৃত্যু হইবে, তাহার কিছুই স্থির নাই। আমরা নিশ্চিত জানি না, কত দিন এই মর্ত্ত্য লোকে বসতি করিব। আমরা দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পান্ন করিয়া ইহ লোক হইতে যে অবসৃত হইব, তাহারই বা নিশ্চয় কি? আমরা এই পৃথিবীতে অদ্য-প্রসূত শিশুকে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিতে দেখিতেছি, পঞ্চম বর্ষীয় বালককে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতে দৃষ্টি করিতেছি, এবং বয়স্ক ব্যক্তিকেও পরলোকে যাত্রা করিতে দেখিতেছি। এক দিবস আমারদিগের মৃত্যু হইবে, আমরা ইহাই মাত্র জানি; কিন্তু সে ঘটনার সময় যে কখন্ উপস্থিত হইবে, তাহার কিছুই নিশ্চয় জানি না। অদ্যকার এই রজনীতেও আমারদিগের কাল গ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমি

এইক্ষণে যে বক্তৃতা পাঠ দ্বারা আপনারদিগের মনে মানব-জীবনের অনিত্যতার বিষয় মুদ্রিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহার শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে না করিতেই আমার অন্তিম কাল উপস্থিত হইতেও পারে, এবং আমি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সঞ্চিত পুণ্য পাপের সহিত লোকান্তর গমন করিতে পারি। অতএব উপস্থিত কালেই অবধারিত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা অতি আবশ্যক, ভাবি কালের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক কোন মতেই কাল বিলম্ব করা উচিত হয় না। জীবন গত হইবার পূর্ব্বেই জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা অতি কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর যে মহৎ অভিপ্রায়ে আমারদিগকে এই অমূল্য জীবন প্রদান করিয়াছেন, সে অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করা অতি প্রয়োজনীয়: যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় শীঘ্রই তাহা সম্পাদন করা উচিত, কারণ আমারদিগের জীবন অতি চঞ্চল, এবং কখন কাহার মৃত্যু হইবে তাহার

কিছুই স্থির নাই। পরক্ষণে নিশ্চিত মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে আমরা যেরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই, এক্ষণেও সেই রূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য। দূরবর্ত্তী মৃত্যুর নিমিত্তে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির ন্যায় প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করা উচিত। যদিও আমরা এইক্ষণে মৃত্যুকে দেখিতে না পাইতেছি, তথাপি আমারদিগের নিশ্চয় জানিতে হইবে, আমরা জীবনের পথে যত অগ্রসর হইতেছি, ততই শমন নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আগমন পূর্ব্বক, আমারদিগের নিকটস্থ হইতেছে। আমরা এসংসারে ধন মান যশ উপার্জ্জনার্থে নিরন্তর ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত পশ্চাৎ অবলোকন করিবার অবকাশ পাই না, সুতরাং মৃত্যু যে আমারদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করি না। যদি আমরা সময়ে সময়ে গত কাল আলোচনা করিবার অভ্যাস করিতাম, তাহা হইলে এক্ষণে অসম্পন্ন কর্ত্তব্য হইয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত চিত্তে কাল

যাপন করিতেছি, এরূপ আচরণ কখনই করিতাম না। অতএব ভাবি কালকে অপেক্ষা না করিয়া বর্ত্তমান হইতেই প্রাণপণে ধর্ম্মাচরণ করা উচিত, কোন মতেই কাল বিলম্ব করা বিহিত নহে, কারণ আমারদিগের জীবন অতি চঞ্চল, এবং কখন্ কাহার মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। ইহা যদি আমরা নিশ্চয় জানি, যে পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করা উচিত, এবং তাঁহার অনন্ত গুণ চিন্তন পূর্ব্বক শুদ্ধ অন্তঃকরণে উপাসনা করা কর্ত্তব্য, তবে এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কদাপি যত্নের শৈথিল্য অথবা কাল গৌণ করা উচিত হয় না। পরমেশ্বর যে আমারদিগের উপাস্য এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতির আস্পদ, ইহা এই অনন্ত বিশ্বের কার্য্য এবং মানব জীবনের সমুদায় বিষয় আলোচনা করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হইবে। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি এবং বিশ্বের ও জীবনের কার্য্যালোচনা

পূর্ব্বক সিদ্ধান্তকরিয়াছি, যে পরমেশ্বর করুণাময়, তাঁহার করুণার সীমা নাই। আমরা তাঁহা হইতেই এই অমূল্য জীবন, অমূল্য বুদ্ধি বৃত্তি, সকলই প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমারদিগের জীবনের জীবন, নয়নের নয়ন, এবং মনের মন হয়েন; তাঁহার অজস্র করুণা স্রোতে আমরা নিরন্তর সন্তরণ করি। তিনি আমারদিগের যথার্থ মঙ্গল বেত্তা এবং পবিত্র সুখ দাতা; তিনি আমারদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা হইতে প্রিয়তর; তাঁহার সদৃশ আমারদিগের প্রিয়তম বন্ধু আর কেহই নাই। আমরা তাঁহা হইতে পিতা মাতা প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গকে লাভ করিয়াছি, তিনি আমারদিগের পিতার পিতা এবং বন্ধুর বন্ধু হয়েন। এই সংসারের সমস্ত প্রিয়তম ব্যক্তির সহিত এক সময়ে আমারদিগের বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কালেই বিচ্ছেদ হইবে না, তাঁহার সহিত আমারদিগের চির সম্বন্ধ। তিনিই আমারদিগের সম্পদ, তিনিই আমারদিগের সৌ-

ভাগ্য, অতএব প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি পূর্ণ পবিত্র আনন দর্শন কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে অবিশ্রান্ত যত্ন পাও। লোক বা বিপদ্ ভয়ে, ধন বা যশ উপার্জ্জনের ব্যাঘাৎ সম্ভাবনায়, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে ভাবি কালকে অপেক্ষা করিয়া কোন মতে ক্ষান্ত থাকিবে না, কারণ আমারদিগের জীবন অতি চঞ্চল, এবং কখন্ কাহার মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। পরমেশ্বর আমারদিগের উপাস্য এবং প্রীতির পরমাস্পদ; ইহা যখন প্রতীত হইবে, তখনই হইতে যাবৎ জীবন তাঁহার উপাসনাতে—তদীয় প্রীতিতে মগ্ন হওয়া উচিত, অদ্য কল্য করিয়া কাল হরণ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ আমারদিগের জীবনের কোন স্থিরত্ব নাই এবং শমন সর্ব্বদাই পশ্চাতে উপস্থিত আছে। যদি মনুষ্যকে আপনার সদৃশ প্রীতি করা এবং যথাসাধ্য স্বদেশের উপকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে জানি, তবে আমারদিগের লোভাদি রিপু সকলকে বশীভূ-

ত করিয়াএবং স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরের ও স্বদেশের উপকারার্থে যত্ন করা উচিত, লোক বা বিপদ্, নিন্দা বা অপমান ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে কিম্বা ভাবি জীবনের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক উপযুক্ত কাল প্রতীক্ষায় বিলম্ব করাও উচিত নহে। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য ও জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে যদি আমারদিগকে কোন ঘোরতর বিপদে পতিত হইতে হয়, কিম্বা কোন গুরুতর দুঃখ এবং ক্লেশও সহ্য করিতে হয়, তথাপি কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া কদাপি উচিত নহে, দুঃখ ও বিপদ্ ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। ধৈর্য্যাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দুঃখ ও বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে সসজ্জ হও, কারণ যিনি ইহারদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শূর। আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরেতে প্রীতি কর এবং তাঁহার করুণার প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক হইয়া পরের

ও স্বদেশের উপকারে রত হও, কোন ভ-য়েতেই ভীত হইও না। " আনন্দং ব্রহ্মণো-বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" শুভ কার্য্যে কদাপি কাল বিলম্ব করিও না, কারণ আমা-রদিগের জীবন অতি চঞ্চল, এবং কখন্ কা-হার মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যাখ্যান

ধর্ম্মৎচর।

যিনি মঙ্গল সঙ্কল্প যিনি নির্ম্মলানন্দ, যাঁহার সহিত আমারদিগের নিত্যসম্বন্ধ, যিনি আ-মারদিগের শেষ গতি, যিনি ইহকালে মঙ্গল বিতরণ করিতেছেন এবং পরকালে ক্রমে ক্রমে অধিকতর মঙ্গল বিতরণ করিবেন, যিনি অবশেষে আমারদিগকে এক আনন্দ পরি-চ্ছদ প্রদান করিবেন যাহা কখনই জীর্ণ হইবেক না, তাঁহাকে চিন্তা করিলে কোন্ সু-

স্বমন প্রীতি রূপ পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে অগ্রসর না হইবেক ? মনুষ্যের শরীর ক্ষণভঙ্গুর, মনুষ্যের মন পরিবর্ত্তনের ভূমি। তাঁহার যে উন্নতি হইবার বাসনা আছে, তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত, পরম-পুরুষার্থ ব্যতীত, আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না ? ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া তিনি প্রীতির সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহা আপনার অত্যন্ত সৌভাগ্য জ্ঞান করেন, যে এই প্রধ্বংসমান সংসারে তিনি এমত এক পদার্থ পাইয়াছেন, যাঁহাতে প্রীতি করিয়া, যাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া, তিনি স্থির থাকিতে পারেন। যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় পরমাত্মাকে দর্শন করেন, সর্ব্বব্যাপী রূপে আপনার নিকটে আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন ; তখন তাঁহার চিত্ত সন্তোষামৃতে সিক্ত হয় এবং বিশ্ব সংসার পরম মঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দের আলয়রূপে প্রতীত হইয়া সকল বস্তু তাঁহার

সম্বন্ধে সুখের আকর হয়। অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অথচ পরমোৎকৃষ্ট আনন্দজনক, ব্রহ্মোপাসনা সুচারুরূপে সম্পাদন করা; ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যাহাতে উত্তরোত্তর গাঢ় হয়, যাহাতে তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্থায়ি হয়, এমত অভ্যাস করা জীবনের মুখ্য কর্ম্ম হইয়াছে; কারণ প্রতীত হইতেছে, যে পরমেশ্বর যে নিত্যপূর্ণ সুখের অবস্থা আমারদিগকে প্রদান করিবেন, তাহার সুখ কেবল এই সুখ। হে পরমাত্মন্! তোমার স্বরূপ আলোচনার সময়ে যে আনন্দ দ্বারা যে সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল মহদানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখন প্লাবিত হয়, তোমার নিকটে এই প্রার্থনা, যে সেই আনন্দ তুমি চিরস্থায়ি কর, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই ও কৃতার্থ হই। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি উত্তরোত্তর যত গাঢ় হইবে, তাঁহার প্রত্যক্ষ উত্তরোত্তর যত অধিক স্থায়ী হইবে, ততই আমারদিগকে মুক্তির নিকটতর জ্ঞান করিতে হইবেক।

কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনাতে এপ্রকার আনন্দ প্রতিভাত হয় না, এ প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যদি তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন না হয়। যেমন রাজার নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহাকে কেবল অভিবাদন করিলে তাঁহার নিকট তাহা গ্রাহ্য হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনাও তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান তাহাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না। হে বিদ্বন্! আমি মানিলাম যে তুমি বিবিধ শাস্ত্রে অতি ব্যুৎপন্ন, জ্ঞানোপদেশ প্রদানে অতিদক্ষ, নানা শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি সমীচীন শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্য স্তব্ধ করিতে পার কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার চরিত্র শোধন না কর, তোমার ব্যাখাত উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত না কর, সে পর্য্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থবাহক চতুষ্পদ তুল্য।

" নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহি-তঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈন-মাপ্নুয়াৎ।" অশান্ত অসমাহিত দু-শ্চরিত্র ব্যক্তি কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্ব-রকে প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরের নিয়ম কি সু-চারু কি সুখাবহ! মন রিপু সকলকে বশে রাখিয়া ও হিতৈষণা দ্বারা আর্দ্র থাকিয়া কি সুস্থ ও প্রফুল্লতা দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ থাকে! ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, চরিত্র শোধনে, প্রথম অনেক কষ্ট; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া পরিশেষে অপর্য্যাপ্ত সুখ লাভ হয়। অদ্য তুমি নিত্য আচরিত কুকর্ম্ম হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হও, কল্য নিবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, পরশ্বঃ তদপেক্ষা; এইরূপে ক্রমে তুমি পাপরূপ পি-শাচীর লৌহময় শরীরের আলিঙ্গন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। ধর্ম্মাচল আরোহণ করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট বোধ হয় কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে আনন্দের আর সীমা থাকে না। ইহা নিঃসন্দেহ,

যে সেই আনন্দের স্বরূপ যদি এক বার পাপাত্মা ব্যক্তির মনে প্রতিভাত হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিরত হইতে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হয়। ধর্ম্ম কি রমণীয় পদার্থ! ধর্ম্মের কি মনোহর স্বরূপ! ধর্ম্ম মধু স্বরূপ, ধর্ম্ম হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। "হে পরমাত্মন্ মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরমমঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দ স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর যাহাতে ক্রমে পূর্ণ সুখলাভ করিয়া তোমার সহিত নিত্য সহবাস করিতে পারি।"

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

চতুস্ত্রিংশ ব্যাখ্যান

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং।
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ।

এই জীবনকে কেবল সুখের কারণ বিবেচনা করিয়া অনেকে ইহার অনিত্যতা হেতু মহা আক্ষেপ ও নিত্যতা জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বোধ হইতে পারে, যে যদি মনুষ্য মাত্রে চিরকালই জীবিত থাকিত, তবে যে তদ্দ্বারা তাহারা কেবল সুখি হইত এমত কখনই সম্ভব নহে; যেহেতু সংসার মধ্যে অশন বসন ভূষণ অট্টালিকা এবং যশঃ খ্যাতি প্রভৃতি যত যত ভোজ্য ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য প্রার্থনীয় পদার্থ আছে, তাহার কিছুই স্থায়ী নহে, সুতরাং তদুৎপন্ন সুখও কখন নিত্য হইতে পারে না। অবশ্য ঐ সকল সুখ-সম্পদ্ দুঃখের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে, এবং যথাক্রমে জনগণের অবস্থাস্তর্বর্ত্তী হইতেছে। সংসার মধ্যে এমত

কোন স্থানই দৃষ্ট হয় না, যেখানে সকল লোকেই অবিচ্ছেদে সুখ সম্ভোগ করিতেছে, এবং কোন মনুষ্য এরূপ জীবন বিশিষ্ট নাই, যে তাহার সে জীবনে কখন সুখের শীতল ছায়া ভিন্ন দুঃখের প্রখর উত্তাপ সংলগ্ন হয় নাই। জীবন ধারণ করিলে সুখ দুঃখ উভয়ই অবশ্য ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা কেবল ঐহিক সুখ সাধনই জীবনের তাৎপর্য্য জানিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সুখের উদ্দেশে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা আরও দুঃখে পতিত হয়েন। যাঁহারা সেই নিত্য ব্রহ্মানন্দকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের নিয়ম পালন বোধে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই সুখী। এ জীবন কেবল আমারদিগের শিক্ষার নিমিত্তে কিন্তু সুখের নিমিত্তে নহে, এই হেতু পরমেশ্বর ইহাকে অনিত্য করিয়াছেন; সম্পূর্ণ যে সুখের অবস্থা সে অবশ্যই নিত্য। কিন্তু হায়! কি খেদের বিষয়! অনেকে সেই সম্পূর্ণ

সুখ লাভে ইচ্ছুক না হইয়া অতি অল্প সুখের আধার যে এই জীবন,তাহার চির-স্থায়িত্ব সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা দেখিয়াও কি দেখেন না, যে কার্য্য ক্রমে এই প্রিয় জীবনকে কত অপ্রিয় বোধ হয়, এবং অবস্থা বিশেষে ইঁহার নিত্যত্ব প্রার্থনা দূরে থাকুক, বরং ইহার আশু পতনই অতি শুভকর জ্ঞান হয়। সংসার মধ্যে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, যে এই জীবন এক শরী-রেই কখন অতি প্রিয়রূপে, কখন বা অপ্রিয় রূপে উপলব্ধি হয়। যখন কোন অভিনব যুবা পুরুষ আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রযুক্ত এবংস্বকীয় শীলতা ও বদান্যতা হেতু আপন বন্ধুবর্গ সমীপে সর্ব্বদা আদৃত হইতে থা-কেন, এবং যখন সৌভাগ্য ভাগী অমাত্য দল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যান বাহনে গমন করত আপন দাস দাসীর প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করেন এবং যখন অতি সুনির্ম্মিত শয়ন মন্দিরে অত্যুচ্চ পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেণ নিভা শয্যাতে শয়ন করেন, তখন তাঁহার

জীবিতাশা অবশ্যই বলবতী হয়, এবং এই সংসারের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হওয়া প্রজ্বলিত দাবানল হইতেও দুঃসহ বোধ হয়। কিন্তু যদি তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ কালক্রমে সেই পূর্ব্ব সৌভাগ্য রূপ সূর্য্য অস্ত হয়, এবং যখন রোগাদি বা গত যৌবন প্রযুক্ত আপন রূপ লাবণ্য ও সুস্থতার অদর্শন হইতে থাকে, যখন ধনাদি ও ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় হেতু তাঁহার দিন দিন দীনতার বৃদ্ধি হয়, যখন দাস দাসী ও ভৃত্যগণ এবং সুখান্বেষী বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, পরে যখন অনায়াসে দিনপাত হওনের কষ্ট হওয়ায় তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রদিগের মুখচন্দ্র ম্লান দেখেন, এবং প্রাণ তুল্য প্রিয়তমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েন, এবং যখন তাঁহার পূর্ব্ব পালিত লোক সকল অর্থ প্রার্থনা ভয়ে তাঁহাকে দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করে, অবশেষে বিষ তুল্য দরিদ্রতা কর্ত্তৃক জর্জ্জরিত হইয়া যদি কখন কোন বন্ধুর

নিকট অতি কষ্টে প্রার্থনা বাক্য প্রকাশ করিতে মুখব্যাদান করেন, আর তাঁহার সেই বন্ধু দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত করত তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তখন তিনি অবশ্য কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করত নয়ন নীরে অভিষিক্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যাবলোকন করেন, এবং তিনি মনে মনে অবশ্য এই বলেন, যে হে মাতর্ম্মেদিনী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এখানে কদাপি চিরজীবনের ইচ্ছা করেন না, যেহেতু এখানে যাবৎ জীবন বর্ত্তমান থাকিবেক, তাবৎ সুখ দুঃখ উভয়কে বহন করিতে হইবেক। বস্তুত জীবন কি? দেহের সহিত আত্মার যে সংযোগ সম্বন্ধ তাহার নাম জীবন, এবং তৎ বিয়োগাবস্থাই মৃত্যু, অতএব আত্মার যে কাল পর্য্যন্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিবেক, তাবৎ তাঁহার সমুদায় দৈহিক ধর্ম্ম ন্যূনাতিরেক বিধানে ভোগ করিতেই হইবেক, সুতরাং শরীর মধ্যে থাকিয়া শারীরিক সুখ

দুঃখকে ত্যাগ করা অসাধ্য, যেহেতু দেহ সুখ দুঃখ উভয়েরই আশ্রয়। আত্মার দেহ বিমুক্তাবস্থাই অপার সুখ সম্ভোগের কাল। এই পৃথিবীতে দেহ মধ্যে কিছু কাল থাকিয়া যেরূপ কার্য্য করেন, পশ্চাৎ তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এই হেতু জ্ঞানীরা সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া অনন্ত সুখাস্পদ প্রাপ্তি উদ্দেশে সদাচরণ দ্বারা জীবন ক্ষেপ করেন। তাঁহারা জীবদ্দশায় যদি অসংখ্য ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন, তথাচ কখন তদ্দ্বারা বিচলিত হইয়া সত্যের পথকে ত্যাগ করেন না, কখন ধর্ম্মের পথকে ত্যাগ করেন না, এবং বহুবিধ সাংসারিক সুখ সম্ভোগ করিলেও এককালে তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না; এ সংসারের সুখ দুঃখকে অস্থায়ী জানিয়া নিত্য সুখের প্রতি সর্ব্বদা যত্ন করেন। অতএব হে ব্রাহ্ম সকল! যথা বিধি পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করত সাংসারিক সুখ দুঃখে মুগ্ধ না হইয়া অহরহ সেই ঈশ্বরের প্রীতিরূপ

অনন্ত সুখলাভে যত্নবান্ হও, যাহাতে অনায়াসে তাঁহার প্রিয় পাত্র হইতে পারিবে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চত্রিংশ ব্যাখ্যান

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

জল-শূন্য মরু-ভূমি ও প্রীতি বিহীন অন্তঃকরণ উভয়ই তুল্য। উভয়ই নীরস ও নিস্ফল। কিন্তু ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে প্রীতিপূর্ণ পরমেশ্বর মর্ত্ত্যালোকে অপর্য্যাপ্ত প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। কেহ বা ধনের, কেহ বা মানের, কেহ বা জ্ঞানের, কেহ বা যশের, এবং কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। প্রীতির পর আর পদার্থ নাই। প্রীতি না থাকিলে কোথায় বা সুগন্ধময় পুষ্পোদ্যানের মনো-

হয় শোভা, কোথায় বা শুভ্রবর্ণা সুধাময়ী পূর্ণিমা নিশার সুশীতল নির্ম্মল সুখকর জ্যোতি, কোথায় বা গুণবতী পুণ্যবতী পতিপ্রিয়া প্রিয়তমার পৌর্ণমাসী তুল্য প্রেমোৎফুল্ল মনোহর আনন সন্দর্শন ও তাহার সহিত সুধাময় মধুরালাপ, কোথায় বা চিত্রিত-পুত্তলিকা-তুল্য প্রফুল্ল-কুসুম-সদৃশ সহাস্য শিশু-মণ্ডলীর নিষ্কলঙ্ক মুখশ্রী, কোথায় বা পরস্পর-প্রীতিযুক্ত নিষ্পাপ পুণ্যশীল পরিবারের আশ্চর্য্য সুদৃশ্যতা, কোথায় বা হৃদয়াধিক প্রণয়-পবিত্র সুচরিত্র মিত্রের স্বর্গোপম নিরুপম সুখদায়ক সহবাস, কোথায় বা রসার্দ্র-চিত্ত কবিগণের সুকোমল সরল পদাবলীর সরস লালিত্য ও অনুপম মাধুর্য্য থাকিত? প্রীতি-শূন্য জীবন জীবনই নহে। প্রীতি-হীন ব্যক্তি বহু-লোক-সমাকীর্ণ মহানগরের কোলাহল মধ্যে বাস করিলেও তাঁহার মনুষ্য-সম্পর্ক-শূন্য অরণ্যে বাস করা হয়। তিনি চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য দৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার

পক্ষে তাহারা পাষাণ বা মৃত্তিকাময় প্রতি-মূর্ত্তি মাত্র। তাহারা তাঁহার অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না; তাঁহারও এমন মনোময় প্রণয় পাশ নাই, যে তদ্দারা তাহারদিগকে হৃদয় ধামে বদ্ধ করিয়া রাখেন। সকল বস্তুই তাঁহার প্রস্তর-তুল্য কঠিন ও নীরস বোধ হয়—বিশ্বসংসার কেবল কতকগুলি অনর্থক ধুলিরাশি মাত্র জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রীতির কি অসাধারণ শক্তি! কি আশ্চর্য্য মনোমোহন গুণ! প্রীতি থাকিলে প্রস্তরময় কঠোর পর্ব্বতও সজীব ও সুকোমল বোধ হয়। গিরি ও বনবাসী লোকের প্রেম-রসাভিসিক্ত নেত্র তাহার-দিগের কঙ্করময় কঠিন ভূমি ও পর্ণাবৃত ব-নস্থল অবলোকন করিয়া যেমন পরিতৃপ্ত হয়, কাশ্মীরের সুবিমল সরোবর ও নগ-রাজের সুচারু কুসুমোদ্যান দেখিয়াও সে-রূপ হয় না। প্রীতির মৃত-সঞ্জীবনী মো-হিনী শক্তি দ্বারা বৃক্ষ লতাদি অচেতন প-দার্থও সচেতন হইয়া উঠে। প্রীতি-শূন্য

হওয়া অপেক্ষায় দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। বিচারপতি ভূপতিরা নির্ব্বাসন রূপ গুরুতর দণ্ডকে অত্যুৎকট কঠিন পাপেরই শাস্তি করিয়াছেন। নির্ব্বাসিত পতিত ব্যক্তি মণপরিমিত লৌহ-নির্ম্মিত শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়াও যদি স্বদেশে অবস্থিতি করিতে পাইত, তবে তাহার নির্ব্বাসন-জনিত দারুণ যাতনার দশ ভাগের এক ভাগও হইত না। যখন সেই হতভাগ্য ব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ প্রীতি স্বরূপ পিতা, মাতা, পুত্র, দারা প্রভৃতির নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া—দুঃখানলের নীর স্বরূপ প্রিয়ভাষী মিত্রমণ্ডলীকে জীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া,—সর্ব্বসম্পদাস্পদ প্রণয়-ভূমি জন্ম-ভূমিকে চিরকালের মত পশ্চাতে রাখিয়া কাল স্বরূপ সমুদ্রপোত আরোহণ করে, তখন তাহার অন্তঃকরণ যাদৃশ দুঃসহ সন্তাপে সন্তপ্ত হইতে থাকে, তাহা বাক্যপথের অতীত,—তাহা বর্ণনা করিবার শব্দ নাই। সে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে

উপস্থিত হইয়া আরও অস্থির হইতে থাকে। যাঁহার অন্তঃকরণ পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ দ্বারা পাযাণ সমান কঠিন না হয়, এবং যাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান এবং স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়া না যায়, তিনি অতি দূরে থাকিলেও কখন পরম প্রেমাস্পদ স্বদেশ ও স্বজনদিগকে একেবারে বিস্মৃত থাকিতে পারেন না। তাহারা তাঁহার মানস পটে নিয়তই চিত্রিত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাঁহার চিন্তাকুল চিত্ত তাহারদিগকে দিবা রাত্র ধ্যান করে, তিনি কোন্ না নিশাকালে স্বপ্নযোগে শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতা, স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যা, এবং প্রণয়াস্পদ মিত্র দারার বিষণ্ণ বদন দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠেন।

যে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া এমন যাতনার বিষয়, তাহার অপেক্ষায় প্রার্থনীয় বস্তু আর কি আছে? এই এক প্রীতি পৃথিবীর কতশত বস্তুকে আমারদিগের প্রিয় করিয়া পরম সুখের আলয় করিয়া রাখি-

য়াছে। কিন্তু যিনি এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রীতি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তদুপযোগী সমুদায় প্রিয় বস্তু প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় পরম প্রীতি-ভাজন আর কে আছে ? ক্ষুধার পর অন্ন ভোজন ও পিপাসার পর পানীয় পান করিলে যে অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি-সুখ সম্পন্ন হয় ; সৌভাগ্য-সঞ্চয়, মানবৃদ্ধি, পদোন্নতি ও যশোবিস্তার হইলে মনোমধ্যে যে মহা আহ্লাদ উপস্থিত হয় ; যখন পরিবার মধ্যে অভিনব-মুকুল-সমান মূর্ত্তিমান্-স্নেহ-স্বরূপ নবকুমার উৎপন্ন হইয়া পরস্পর-প্রেমার্দ্র পিতামাতার মুখমণ্ডল ও নয়ন যুগল আনন্দোৎফুল্ল করে, এবং চন্দ্র কলা বৃদ্ধির ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া কখনও বা তাঁহারদিগের সুকুমার ক্রোড়ে লীন হইয়া সহাস্য বদনে অকপটতার শোভা প্রকাশ করে, কখনও বা আপনার কমল দল-তুল্য সুকোমল হস্ত দ্বারা তাঁহারদের পার্শ্ব বা পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন পুরঃসর ইতস্ততঃ পদচারণা করত অর্দ্ধ-স্ফুট সু-

মধুর শব্দ সকল নিঃসারিণ করিতে থাকে, তখন তাঁহারা যে অপার আনন্দ অনুভব করেন; বিদ্যানুশীলন ও ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানামৃত-রসা-স্বাদ প্রাপ্তি পূর্ব্বক যে অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করা যায়; সমুদায়ই সেই সর্ব্বসুখদাতা পরম পিতা পরমেশ্বরেরই প্রদত্ত। যখন আমরা তাঁহারই প্রসাদাৎ সমুদায় প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন তাঁহার পর প্রিয় আর কে আছে? আমরা যাহার নিকট যে উপায় দ্বারা যে কিছু সুখ প্রাপ্ত হই, তাহা তাঁহারই প্রেরিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য; কারণ তিনিই সকলের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা ও সুখদাতা। যখন কোন মিত্রে-ষ্টকারী ব্যক্তি শোকাকুল মিত্রের সন্তা-পিত হৃদয়ে শান্তুনা সলিল সেচন করেন, বা কোন পর-দুঃখ-হারী পরোপকারী ব্যক্তি দীন হীন অনাথ বালকের অশ্রুজল মোচন করিয়া স্নেহ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকো-

পরি স্বীয় হস্ত স্থাপন করেন, তখন তাহা সেই একমাত্র করুণাপূর্ণ পুরুষের করুণার চিহ্ন জ্ঞান করিয়া কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হওয়া উচিত। পিতা মাতা যে স্বীয় সন্তানকে স্নেহ করেন, সন্তান যে আপনার পিতা মাতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, পতিব্রতা সতী যে প্রিয়পতির সহিত প্রগাঢ় রূপ প্রীতি করে, এবং সরল-চিত্ত সাধু মিত্র যে আপনার মিত্রের প্রতি অকপট প্রণয় প্রকাশ করেন, করুণাময় পরমেশ্বরই এ সমুদায় পরম প্রীতিকর ব্যাপারের মূল কারণ, কারণ তিনিই আমারদিগকে এই সমস্ত প্রিয়পাত্র প্রদান করিয়াছেন, এবং প্রীতি ও ভক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিনি আমারদিগের সামান্য প্রকার প্রীতি-ভাজন নহেন, জগতের যাবতীয় পদার্থ আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষায় তিনি প্রিয়তর। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো-বিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা

সুন্দর ও সদ্গুণবিশিষ্ট বস্তু দৃষ্টি করিলে আপনা হইতেই তাহার প্রতি প্রেমোদয় হয়। পরমাত্মার অনুপম অনন্ত গুণই তাঁহার পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্য যাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহার কি আর অন্য কোন সৌন্দর্য্য লক্ষ্য হয়? যিনি সৌন্দর্য্যের আকর, যিনি গুণের সাগর, যিনি সমুদায় গুণের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমরা তাঁহার গুণকীর্ত্তন কি করিব? তাঁহার গুণের—তাঁহার মহিমার কি সীমা আছে? হে মানব! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, এই বিশ্ব রূপ মহোচ্চ মঞ্চ তাঁহার মহিমা কেমন ব্যক্ত করিতেছে! সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে; সকলেই তাঁহার যশঃপ্রচার করিতেছে। সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত তাঁহার চামর ব্যজন করিতেছে। শিশির-সিক্ত সরস তরু-শাখা সকল উষা-কালীন সুশীতল সমীরণ দ্বারা মন্দ মন্দ বিচলিত হইয়া শর শর শব্দ করত তাঁহাকেই স্তুতি করিতেছে। উদ্যান-বি

হারী বিহঙ্গম ও বিহঙ্গমাগণ বৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে মনের সুখে তাঁহাঁরই গুণ গান করিতেছে। বন ও উপবন সকল তাঁহারই সূর্য্য দ্বারা বর্দ্ধিত, তাঁহারই মেঘাম্বু দ্বারা পালিত এবং তাঁহারই তূলিকা দ্বারা বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সুস্নিগ্ধ সুচ্ছায় সুললিত লতাকুঞ্জ বিহঙ্গ-কুজিত ও ভ্রমর-গুঞ্জরিত হইয়া তাঁহারই সৌরব বিস্তার করিতেছে। অত্যুচ্চ পর্ব্বতস্থিত উন্নত বৃক্ষ-শাখা সকল বায়ুবেগে অবনত হইয়া তাঁহারই পদে প্রণিপাত করিতেছে। মনোহর মাধবিকালতা অশ্বত্থ বটাদি বৃক্ষ আরোহণ ও পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাহার শাখাবলম্বিত কম্পিত কুসুমগুচ্ছের সৌগন্ধ প্রচার দ্বারা তাঁহাকেই গন্ধ দান করিতেছে, এবং তাঁহার করুণা বুঝি মূর্ত্তিমতী হইয়া যূথী, জাতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, গোলাব ও গন্ধরাজ রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারই যশঃ সৌরভে জগৎ আ-

মোদিত করিতেছে। গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, ভূধর-স্থিত ভয়ানক জল-প্রপাত, এবং পর্ব্বতাকার-তরঙ্গ-বিশিষ্ট বিস্তৃত সমুদ্র সকলেই নিজ নিজ নাদ নিঃসারণ পূর্ব্বক তাঁহারই ধন্যবাদ করিতেছে। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি গভীরতর ভীষণ মেঘ-নাদ, ভয়ঙ্কর বজ্র-ধ্বনি সকলেই গম্ভীর স্বরে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহার যশোবৃক্ষের প্রফুল্ল পুষ্প স্বরূপ পরম সুন্দর পূর্ণচন্দ্র সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক বিশ্বসংসার সুধাময় করিয়া তাঁহারই অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। যে কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল গগণমণ্ডল মণ্ডিত করিয়া উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহারই মহৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিতেছে। দিবাপতি প্রভাকর নিম্নোচ্চ শুদ্ধাশুদ্ধ সর্ব্ব স্থানেই কিরণ বিতরণ করিয়া স্বীয় স্রষ্টার আশ্চর্য্য অপক্ষপাতিতা গুণ প্রকাশ করি-

তেছে। সমুদায় বিশ্ব এক পরমাশ্চর্য্য মহা-নাদ নিঃসারণ পুরঃসর অনবরতই তাঁহার স্তুতি করিতেছে। হে মানব! একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখ, আমারদের প্রিয়তম পরম পিতার মহিমা চন্দ্রমার অমৃত রসে জগৎ কিরূপ প্লাবিত হইয়াছে! তাঁ-হার সুকোমল করুণা কমল কেমন প্রস্ফু-টিত হইয়াছে! তাঁহার প্রীতির সৌরভ বিশ্বের চতুঃসীমা পর্য্যন্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে!

সমুদায় সংসার যাঁহার সৌন্দর্য্যে আ-কৃষ্ট হইয়া যাঁহার গুণ বর্ণনা করিতেছে, তাঁহার অপেক্ষায় সুন্দর বস্তু আর কি আছে? যাঁহার গুণের অন্ত নাই, যিনি সমস্ত সদ্গুণের ও সমুদায় প্রিয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার অপেক্ষায় অধিক প্রীতি ভাজন আর কে হইতে পারে? যাঁহার প্রদত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁ-হার অর্চ্চনা না করিয়া আর কাহার অর্চ্চনা করিব? "আমরা আমারদিগের স্রষ্টাকে

জ্ঞাত হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিব, এবং তাঁহার প্রীতিতে মগ্ন থাকিব ইহার অপেক্ষায় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? আমারদিগের বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি হওয়া উচিত। তাহারই বা অসম্ভাবনা কি? চতুর্দ্দিকেই তাঁহার কার্য্য,—তাঁহারই অচিন্ত্য শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অপার করুণা ও অপার প্রেমের নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যখন যে দিকে নেত্র পাত করা যায়, তখনই সে দিকে তাঁহারই অসীম মহিমার সহস্র সহস্র—কোটি কোটি চিহ্ন প্রতীত হয়। মনুষ্যদিগের কার্য্যওতো সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারই প্রকাশ করে, কারণ তাঁহারদের সমুদায় গুণ ও সমস্ত ক্ষমতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি গুণ-রত্নাকর, তিনি সৌন্দর্য্যের অশেষ উৎস, তিনি সুখনদীর অবিনশ্বর প্রস্রবণ, তিনি সকল মঙ্গলের অক্ষয় ভাণ্ডার। তিনি বিপৎসাগরের পোত কাণ্ডারী, তিনি দুঃখ

দাবানলের বারিদ স্বরূপ। তিনি অসংখ্য জীবের পিতা, অসংখ্য ভৃত্যের প্রভু ও অসংখ্য প্রজার রাজা, অথচ তন্মধ্যে কাহাকেও—কোন ক্ষুদ্র কীটকেও ক্ষণ কালের নিমিত্তে বিস্মৃত হয়েন না। তিনি সকলকেই সমান যত্ন করেন, ও সকলের প্রতি সমান স্নেহ ও সমান প্রীতি প্রকাশ করেন, কারণ তিনি পরম শুভকর সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। এইরূপ, যিনি আমারদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্তে বিস্মৃত নহেন;—চিরকাল কেবল প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন; তাঁহাকেই কি আমরা ভুলিয়া থাকিব! তাঁহাকেই কি প্রীতি করিতে ক্ষান্ত রহিব! এসংসারের অচিরস্থায়ি দোষ-পূর্ণ পদার্থে প্রীতি করিলে পরিণামে যেরূপ ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে হয়, পরমেশ্বরের প্রীতিতে সে দোষ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। তিনি নিত্য, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার ও পূর্ণ স্বরূপ; তিনি শুদ্ধ, তিনি, অপাপবিদ্ধ। তিনি অদ্যাও

যেমন কল্যও তেমন। তাঁহার করুণা-স্রোত অদ্যও যেমন বহিতেছে, কল্যও সেইরূপ,—কোটিশতাব্দ পরেও সেইরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবেক। তিনি নিয়তই আমারদিগকে প্রেম বিতরণ করিতেছেন, আমরা যত্ন করিলেই তাঁহার প্রীতি-পূর্ণ বদনের বিমল জ্যোতি দর্শন করিতে পাই। তিনি নিত্য পদার্থ—তিনি আমারদিগের সনাতন ধন, অতএব তাঁহার সহিত বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে যে প্রীতি করে "ন তস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" "তাঁহার প্রিয় কখন মরণ-শীল হয় না।" কিন্তু আর আর সমুদায় বস্তু অনিত্য বলিয়াই যে তাঁহাকে প্রীতি করা কর্ত্তব্য, নতুবা কর্ত্তব্য হইত না, এ কথাই নহে। যদি জগতের যাবতীয় বস্তু নিত্য হইত, তাহাতেই বা কি? তাহা হইলেও তিনি আমারদিগের পিতৃ রূপে ভক্তিভাজন এবং সুহৃৎ রূপে প্রীতি-ভাজন থাকিতেন। তিনি এখনও আমারদিগের যেমন প্রেমাস্পদ, পূজ-

নীয় ও সেবনীয় আছেন, তখন ও সেইরূপ থাকিতেন।

" বাল্যাবধিই এই পরম পরিশুদ্ধ প্রীতি রস পান অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা স্বীয় সন্তানগণকে যেমন অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দেন, সেইরূপ, যাহাতে তাহা-রদের মানস সরোবরে পরমেশ্বরের প্রেমামৃত ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়, তাহারও উপায় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদিও সকলের অন্তঃকরণ সমান নহে, সুতরাং সকলের ভক্তি ও প্রীতি স্বভাবতঃ প্রবল নহে, কিন্তু ইহা বলিয়া পরমেশ্বরের প্রেম আলোচনায় তাঁহারদিগের বিমুখ হওয়া উচিত নহে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এসকল বৃত্তিরও চালনা করা উচিত এবং অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়ও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সংসারের সকল বস্তু হইতেই তাঁহার অপর্য্যাপ্ত প্রেমামৃত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ ইহার সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার অপার প্রীতি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কত শত পরমেশ্বর-

পরায়ণ পণ্ডিতেরা নিজ নিজ গ্রন্থ পরমেশ্বরের প্রেম রসে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে কৃতার্থ হওয়া যায়। পরমেশ্বরে প্রীতি হওয়া ধর্ম্ম শিক্ষার শেষাবস্থা; প্রথমে তাঁহার শক্তি প্রতীত হয়, পরে তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি উপলব্ধ হয়, অবশেষে সমুদায় বিশ্ব কেবল মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেমের ব্যাপার রূপে দৃষ্ট হইতে থাকে। যখন, তুমি তোমার পরম প্রিয় পরমাত্মাকে স্মরণ করিবামাত্র আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইবে, আর তাঁহার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবার অবকাশ না পাইলেই অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতে থাকিবে; যখন বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার অচিন্ত্য গুণ ও অপার প্রীতির চিহ্ন সকল মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকিবেক; যখন সাংসারিক সমুদায় শুভকার্য্য তাঁহার কার্য্য জ্ঞান করিয়া তদনুষ্ঠানে একান্ত শ্রদ্ধা হইবেক, এবং যাহা তাঁহার কার্য্য নহে তাহাতে অশ্রদ্ধা ও

ঔদাস্য জন্মিবে ; তখন জানিবে, যে তোমার প্রীতি পরিপক্ক হইয়াছে, এবং তুমি অলক্ষ্য অনির্ব্বচনীয় অনুপম পূর্ণাবস্থার নিকটবর্ত্তী হইতেছ। যিনি এমন মনে করেন, যে পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইলে অন্য কোন বস্তুতে প্রীতি করিবার আর প্রয়োজন থাকে না ; সংসার হইতে বিরত হইয়া সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ; তাঁহার ভ্রান্তির আর অন্ত নাই। পরমেশ্বরের প্রীতির রীতি এ প্রকার নহে ; তাঁহাকে প্রীতি করিলে বিশ্ব সংসারকে প্রীতি করিতে হয়। প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় পদার্থ সমুদায়ে প্রীতি না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না। অতএব, পরম প্রিয় পরমেশ্বরের জগৎও আমারদিগের প্রীতিভাজন। যেমন একমাত্র সুধাকরের কিরণ লাভ করিয়া সকল ভূমণ্ডল সুধাময় হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রতি যাহার যথার্থ প্রীতির উদয় হয়, সকল লোক ও সকল বস্তুই তাঁহার প্রীতির বিষয় হইয়া উঠে। আত্মীয়, স্বজন

প্রতিবাসী প্রভৃতি সকল লোকের সহিত সমুদায় জগতের সহিত তাঁহার অভেদ হইয়া যায়। তিনি আর স্বার্থানুরোধে পরের অনিষ্ট করিতে পারেন না। যিনি পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সাংসারিক কার্য্য যে প্রকার পরিপাটী রূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, অন্য কাহা- রও দ্বারা সে প্রকার নহে। কারণ তিনি সমুদায় সাংসারিক কার্য্য আপনার প্রিয়- তম পরমেশ্বরের কার্য্য জ্ঞান করিয়া সাতিশয় উৎসাহ ও যত্ন সহকারে সম্পা- ন্ন করেন। তিনি সাংসারিক মোহে মুগ্ধ হয়েন না, এবং কোন কার্য্যোদ্ধার নি- মিত্তে কুকর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। তিনি প্রিয়তম পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন ক- রাই আপনার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য কার্য্য বলিয়া জানেন, অতএব তাহার অন্য- থাচরণ করিতে তাঁহার কদাপি সাহস হয় না। যিনি এই প্রকারে পরমেশ্বরে প্রীতি করেন এবং তাহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে

প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক,—তাঁহারই মানব জন্ম গ্রহণ করা সার্থক হইয়াছে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ষট্‌ত্রিংশ ব্যাখ্যান

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।

ইহা কি আমারদিগের অত্যন্ত উচিত নহে, যে যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এই সমুদায় প্রয়োজনীয় ও সুখদ দ্রব্য লাভ করিতেছি, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক সেই সকল ভোগ করি। এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে প্রদাতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখসম্পত্তি ভোগ করা কি মনুষ্যের উচিত হয়? তাঁহার প্রতি মনের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করা

তাঁহার উপাসনার এক অঙ্গ। তিনি মঙ্গল-সংকল্প, তিনি আমারদিগের সমুদায় সুখ সৌভাগ্য বিধান করিতেছেন, তিনি "ধর্ম্মা বহং পাপনুদং" তিনি ধর্ম্মের আকর পাপের শাস্তা, তিনি আমারদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্তে বিস্মৃত নহেন, তিনি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই আমারদিগকে দেখিতেছেন; আমরা কি তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিব? আমরা কি সেই প্রেমাস্পদের প্রতি প্রীতি করিব না? "পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক।" "যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাঁহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, যে তোমার যে প্রিয় সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এ প্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয়।" প্রীতি বিহীন যে উপাসনা সে উপাসনাই নহে, প্রীতির সহিত তাঁহার উপাসনা করিবেক। মনের এই ভাব যাহাতে অভ্যাস পায়, যাহাতে তাঁহার এই

জগতে তাঁহারই আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখসম্পত্তি ভোগ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা মনেতে সর্ব্বদা উদয় হয়, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয়, এজন্য এক নিয়ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা আমারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমারদিগের মনে নানা প্রকার বৃত্তি আছে, সকলের মধ্যে সকল হইতে উৎকৃষ্ট পরমেশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তি সকল যেমন অভ্যাসেতে সবল হয় এবং অনভ্যাসেতে দুর্ব্বল হয়, এ বৃত্তিরও স্বভাব তদ্রূপ। এমত উৎকৃষ্ট বৃত্তিকে নিরোধ করিলে আমারদিগের কি শ্রেয় আছে? প্রতিদিন অতি নিশ্চিন্ত সময়ে পরিশুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক মনকে সমাধান করা এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক মনের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করা আমারদিগের নিত্যকর্ম্ম জানিবে। ঈশ্বরেতে কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁহার প্রীতি রসে মনকে আর্দ্র করা—তাঁহার উপাসনা-

করা ক্লেশ দায়ক কর্ম্ম নহে, তাহাতে অপা-
র আনন্দের উদ্ভব হয়, অতএব তাহা হইতে
আমরা কেন বিরত থাকি ? সে সুখ হইতে
কেন বঞ্চিত হই ? সে কি দুর্ভাগ্য, যে তাঁহা-
হইতে বিমুখ রহিয়াছে, যে মনের অধি-
পতিকে আপনার মনে স্থান দেয় না, যে
সেই পরিশুদ্ধ অপাপ বিদ্ধকে তিরস্কার
করিয়া অপবিত্র হইয়াছে। হে মানব !
অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সাধন কর, তাঁ-
হাকে উপার্জ্জন কর, তাঁহাকে পাইলে
সকল লোক প্রাপ্ত হয় এবং সকল কামনা
সিদ্ধ হয়। তদ্ব্যতীত মনের তৃপ্তি আর
কিছুতেই হয় না, কেবল তাঁহাকে পাই-
লেই মনের সমুদয় কামনার পর্য্যাপ্তি হয়।
সেই পরিশুদ্ধ স্বভাবকে লাভ করিয়া মনকে
শুদ্ধ কর, সেই পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের সহবাসে
আপনাকে পূর্ণ ও মঙ্গলময় কর। অমৃতের
পুত্র হইয়া অমৃতের উপযুক্ত হও, অশুদ্ধ
ভাব অবলম্বন করিয়া আপনাকে মলিন ক-
রিও না। ইনি আমারদিগের পরম গতি,

ইনি আমারদিগের পরম সম্পদ, ইনি আমারদিগের পরম লোক, ইনি আমারদিগের পরমানন্দ; এই পূর্ণানন্দের কণামাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া আমরা সকলে জীবিত রহিয়াছি।

পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনা করা-তাঁহার নিয়ম পালন করা, তাঁহার উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ। তাঁহার নিয়ম পালন কর, তাঁহার আজ্ঞাবহ থাক, এবং তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য শরীর ও মনকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে চালনা কর। আপনার সমুদায় ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন কর, আপনার সমুদয় অভিপ্রায় সেই তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুযায়ী কর। প্রিয় বন্ধুর প্রিয় অভিপ্রায় রক্ষা না করিলে কি প্রীতি করা হয়? আমরা আলস্যেতে কাল যাপন করি, এবং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সংসারে অনুপযুক্ত হই, পরম পুরুষের এরূপ অভিপ্রায় নহে। সৎপথে থাকিয়া—ন্যায়পথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করি, স্ত্রী

পুত্র পরিবার মধ্যে থাকিয়া কুশল লাভ করি, স্বদেশের যাহাতে মঙ্গল হয় তজ্জন্য অনুষ্ঠান করি, লোকের সুহৃৎ হই, এই আমারদিগের প্রিয় বন্ধুর প্রিয় অভিপ্রায়। অতএব সন্তোষ পূর্ব্বক তাঁহার নিয়মের অধীনে থাকিয়া এবং তাঁহারই পথে শরীর ও মনকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্ভোগের সহিত তাঁহার কৃতজ্ঞতা রসে নিমগ্ন থাকি এবং তিনি আমারদিগের এক কালে পিতা মাতা ও বন্ধু এই ভাবে তাঁহাতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করি। এই প্রকারে যদিও আমরা প্রতি নিশ্বাসে—প্রতি নিমেষে তাঁহার প্রতি মনের কৃতজ্ঞতা ভাবে উপাসনা না করিতে পারি, তথাপি এইরূপে প্রতি দিন কোন নিশ্চিন্ত সময়ে যেন তাঁহার উপাসনা করি, তাঁহাতে যেন আলস্য না হয়।

প্রতিদিন এক সময় নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য, যে সময়ে শান্ত হইয়া আপনার মন তাঁহাতে সমাধান করা যায়, তাঁহার প্রতি

অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা যায়। প্রাতঃকাল এই উপাসনার অতি প্রশস্ত কাল। এই সময়ে মন স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ ও শান্ত থাকে এবং একাগ্র হইয়া সেই শান্ত স্বরূপে—মঙ্গলস্বরূপে অতি সহজেই ধাবিত হয়, এবং তৃপ্ত হইয়া সেই আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁহাতে মন প্রবিষ্ট হইবার জন্য শব্দ এক অতি সুলভ উপায়। যে সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ভাব মনেতে উদ্ভব হয় এবং হর্ষ জন্মে, এমত সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার উপাসনা আবশ্যক। আমারদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতি প্রাচীন মহর্ষিরা যে সকল তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ উদ্বোধক অতি আশ্চর্য্য অনুপম শব্দ দ্বারা ঈশ্বর স্বরূপে মনোনিবেশ করিতেন, সেই সকল শব্দ দ্বারা আমারদিগের প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বকার প্রাচীন ঋষি সকল হিমবৎ গুহাদি হইতে যে সকল শব্দ উচ্চারণ পুরঃসর অদৃশ্য, অলক্ষ্য, নিরাধার

পরব্রহ্মের উপাসনা ও ঘোষণা করিতেন; ইদানীন্তন সেই সকল পুরাতন পবিত্র শব্দ দ্বারা পুরাণ অনাদি পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্য, ইহা আমা-দিগের পরম সৌভাগ্য।

আপনারদিগের হৃদয়ে এই সত্য সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখা আবশ্যক যে এ পৃথিবী আমার দিগের চিরকালের বাসস্থান নহে; এখান হইতে এক সময়ে অবশ্যই প্রস্থান করিতে হইবেক। অতএব আমরা যাহাতে ভবিষ্যৎ কালে উত্তম অবস্থার উপযুক্ত হইতে পারি, এমত যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তিকে উন্নত করা, পুণ্য কর্ম্ম সাধনে, ধর্ম্ম অভ্যাসে, আপনার চরিত্র শোধনে নিযুক্ত থাকা আমারদিগের অতি যথার্থ অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম হইয়াছে; তাহাই কেবল স্থায়ী থাকিবে, শরীরের সহিত আমারদিগের আর আর সমুদায় বিনাশ পাইবে। ধন, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞাতি,

কুটুম্ব, এসকল বাহ্য বিষয় বাহিরেতেই পড়িয়া রহিবে। মনেতে যে সকল বৃত্তি উপার্জ্জন করিবে, কেবল সেই সকলের সহিতই মন এই শরীর হইতে বহির্গত হইবে। অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি এবং ধর্ম্মবৃত্তি সকল সবলও উন্নত কর, এই সকল বৃত্তির উৎকৃষ্টতা অনুসারে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ সহবাসেরই নাম মুক্তি। অতএব যাহাতে আমরা তাঁহার সহবাসের যোগ্য হই, এমত অনুষ্ঠানে যেন আমরা সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকি। সেই চরম স্থান যেন আমারদিগের লক্ষ্য থাকে, " যেখানে পূর্ণ পরিশুদ্ধ পাপাবিদ্ধ প্রেম, যেখানে মোহের লেশমাত্রও নাই, যেখান হইতে অতি দূরে মোহতরঙ্গের কোলাহল শ্রুত হইতে থাকে; যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, বিলাপ নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমা-

নন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, অবিশ্রান্ত উৎসারিত হইতেছে।” এমত স্থান লক্ষ্য থাকিলে আমারদিগের কোন ভয় কোন সংশয় থাকে না।

হে পরমাত্মন্ তোমার এই সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে যে দুঃখ পাই, তাহা তিতিক্ষার বিষয় বলিয়া যেন অপরাজিত চিত্তে তাহার অভ্যাস করি; এবং সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ সম্ভোগ হয়, তাহা তোমার প্রেরিত ও প্রদত্ত জানিয়া যেন তোমাকে অহরহ প্রীতির সহিত নমস্কার করি এবং ক্রমে সেই পূর্ণ অবস্থা পাইবার উপযুক্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং